হেঁয়ালি

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য
২৫ নং সুকিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা,

ইণ্ডিয়া প্রেস,
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত,
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা.
সন ১৩২২।



শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

U RAY & SONS, CALCUTTA

শ্রীমান দেবকুমার রায়চৌধুরী

প্রমোদ-মথিত প্রভাত-কুঞ্জে কুসুম চয়ন করি নাই,
চন্দ্রকিরণ-খচিত বর্ণে স্বর্ণপ্রতিমা গড়ি নাই,
রাগ-রঞ্জিত সন্ধ্যার ছায়ে মধুসঙ্গীত রচি নাই,
কান্তচিত্রে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিভব খচি নাই ;
গাঢ় তমিস্রায় গূঢ় বেদনায় কম্পিত হাত বাড়ায়ে,
পেয়েছি শুষ্ক কঠিন কৃষ্ণ প্রহেলি-উপল কুড়ায়ে ;
মাজিয়া মসৃণ করিতে উপল,—বিমল সলিলে ঝরণার,
দিতেছি তোমায় ; ঢাল তুমি ভাই, খরধারা স্নেহ-করুণার ।

বস্তুনির্দ্দেশ

এই পদ্য গ্রন্থখানির নাম রাখিয়াছি—"হেঁয়ালি"। সমালোচকদের ইহাতে সুবিধা হইবে; অর্দ্ধছত্রে লিখিতে পারিবেন—হেঁয়ালিই বটে; কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। এগুলি যখন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন অনেক পত্রে প্রশংসাসূচক সমালোচনা হইয়াছিল; এইটুকু যাহা ভরসা।

নূতন প্রকাশিত কবিতাগুলি, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইবার পরে এবং একেবারে অন্ধত্বলাভের পরে রচিত; কাজেই সেগুলি আমার লেখকেরা শ্রুত-লিপিতে লিখিয়াছেন। এ অবস্থায় অনেক ত্রুটি থাকিবারই কথা। নূতন প্রকাশিত কবিতাগুলির সঙ্গে যে কয়েকটি পুরাতন কবিতা দিতেছি, সে গুলির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। "পঙ্কমালা" ব্যতীত পূর্ব্ব-প্রকাশিত অন্যান্য কবিতা গ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকটি রচনা রক্ষণীয় মনে করিয়াছি, তাহাই মুদ্রিত করিলাম; সে গ্রন্থগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ করিলাম না। কালের হাতে হয়ত সমস্ত রচনাই ধ্বংস পাইবে; তবে যেগুলি এদেশের বহু সমালোচক কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই রক্ষিত হইল।

Calcutta Review পত্রে একজন সুধী সমালোচক আমার "ফুলশর" গ্রন্থের দোষের অংশ তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমি সেই সমালোচককে যথেষ্ট ধন্যবাদ

দিতেছি; কারণ তাঁহার প্রদর্শিত দোষ, যথার্থ দোষ বলিয়া বুঝিয়াছি, এবং অনেকগুলি কবিতা ত্যাজ্য মনে করিয়া পরিহার করিয়াছি।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে খাঁটি সংস্কৃতছন্দে অনেক কবিতা রচনা করিয়া আসিয়াছি; তাহার অত্যল্প অংশই এই গ্রন্থে স্থান পাইল। হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে সেই কবিতাগুলি পঠিত না হইলে নিতান্ত শ্রুতি-কঠোর হইবে।

"দ্বাদশী স্মৃতি" যাঁহার অলোপ্য মধুর স্মৃতিতে রচিত, তিনি হাস্যরসের কবিতায় এবং স্বদেশ-প্রেম-উদ্দীপক সঙ্গীত রচনায় বঙ্গসাহিত্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন; এবং তাঁহার নাট্যরচনা, এদেশে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছে। যাঁহার রচনা সাহিত্যে অক্ষয় এবং অমর, তাঁহার স্মৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া হয়ত বা কবিতা কয়েকটি নিতান্ত অনাদৃত হইবে না।

অন্ধ হইবার পর যে সকল সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছি, তাহারও কয়েকটি গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত হইল। 'ঈশস্তুতি' কবিতাটি আমার প্রাচীন রচনা; সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত। একবার কটকে একটি অন্ধ মহারাষ্ট্র কবি আসিয়াছিলেন; তাঁহার রচনা পরীক্ষা-সভায় ঈশস্তুতির "বর্ব্ববর্ত্তিসোঽহত্র" প্রভৃতি ছত্রটি, কবিটির পাদ-পূরণ রচনার জন্য দিয়াছিলাম বলিয়া, ঐ

ছত্রটি সে সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত 'সারদা' নামক সংস্কৃত পত্রে ঐ কবিতাটি পরে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

সম্বলপুর
বৈশাখ ১৯৭২ সংবত

গ্রন্থকার

গ্রন্থ সূচি

গ্রন্থ সূচি

গ্রন্থ সূচি

খাঁটি হেঁয়ালি



(১৯১২-১৪)

অমানিশায়

গাছের শ্যামল পাতা বেয়ে, আকাশ থেকে পড়্‌ছে ঝ'রে
স্বচ্ছ সরোবরের জলে নীলিমা ;
সাঁতার কাটে সাঁজের বাতাস, কাল জলের রেখার পরে,
আলোর অঙ্গে ছায়া যথা নিলীনা।

এক্‌লা বসে থাকি পাড়ে ; সাঁঝের পরে রাত্রি আসে ;
জলের তলে জ্বলে তারার দেয়ালি।
শূন্য পথে এসে, আমার মৌন প্রাণের উপর ভাসে
জন্ম এবং মৃত্যু তত্ত্বের হেঁয়ালি।

তীর-তরুর পোষা পাখী, ঘাসে-পাতায়-গাঁথা নীড়ে
শুয়ে আছে পাখায় ঢেকে শিশুটি ;
স্তব্ধ অতি ঘন আঁধার তীরে তীরে গাছের ভিড়ে ;
আকাশ-ঢাকা বিশ্বখানি নিশুতি।

আঁধার-ঘেরা ধরার মাঝে সরোবরের স্বপ্ন জাগে ;
তার-ই বুকে ঝুঁকে পড়ি একাকী।
এখন-ও সে সাঁজের বাতাস, কাল জলের দাগে দাগে
যাচ্চে বুকে কেটে আলোর রেখাটি।

কবে কোথায় আলোর খেলায় উঠেছিল ছায়া কেঁপে ?
চমক লেগে স্বপ্নে জাগে স্মৃতি গো।
ঊর্দ্ধ পথে রুদ্ধ আকাশ ; আঁধার আছে বিশ্ব ছেপে ;
প্রাণের নীড়ে স্তব্ধ আজি গীতি গো।

হেঁয়ালি

এড়িয়ে শূন্য, পেরিয়ে আলো, দূরান্তরের আকাশ থেকে
ঝর্‌বে খিন্ন জরার পরে নীলিমা ?
উঠ্‌বে ফুটে তারার দীপ্তি বক্ষতলের আঁধার ঢেকে ?
হায়রে আশা ! স্বপ্নে তুমি বিলীনা !

ক্বচিৎ উড়ে যাচ্চে বাদুড়, ক্বচিৎ কাল পেঁচা ডাকে ;
আঁধার যেন চম্‌কে ওঠে সহসা ।
আমার প্রাণের স্বপ্ন-তটে অন্ধকারের ঢেউটি লাগে ;
ভয়ে কাঁপে মৃত্যু-কূলের ভরসা ;

জড়িয়ে ফেলে মনটা আমার প্রহেলিকার পাখার ঘেরে,
ঘুম পাড়িয়ে জাগায় কেরে বেদনা ?
জলের কূলের, পাতার তলার, বাতাসটুকুর মত যে রে
জেগে জেগেই হাঁপিয়ে পড়ে চেতনা ।

জীব-শরীরের যেটা শিকড়, চেতনা যার পুষ্প-হাসি,
মরণে সে মরে আমূল শুকিয়ে ;
আশা এবং ভালবাসার লতা পাতা রাশি রাশি
আম্‌রে পড়ে ধূলায় মাথা লুটিয়ে ।

আকাশ-ঝরা নীলের পরে আয়রে আঁধার আয়রে ছেয়ে ;
যা রে ডুবে আলো-ছায়ার হেঁয়ালি ।
লুটিয়ে পড়ি, ঘুমিয়ে পড়ি, স্তব্ধ শূন্য-পানে চেয়ে,
নিবিয়ে আমার অমানিশার দেয়ালি ।

ঠাকুরমা সেই

ঠাকুরমা, সেই ছেলেবেলায়, ঘুম-পাড়াবার ফন্দিতে,
এক-যে-রাজার মজার গল্পের হুঁ-হুঁ-জোড়া সন্ধিতে
এমনি ক'রে ঢেলে দিতেন নিদ্রালসের আবল্লি,
নেতিয়ে পড়্‌তে হ'তই ঘুমে, রাজা রাণী যা বল্লেই।
শুনি নাইত আগাগোড়া, ভাব্‌ছি তবু কল্পনায়—
এ সংসারে রসে পুষ্ট এমন মিষ্ট গল্প নাই।

নানা উপন্যাসের গ্রন্থে ভরা এখন আলমারি ;
রুদ্ধ তাহে কেবল শুদ্ধ বাতাসটুকু জান্‌লার-ই।
কথায়, ভাবে, সুরে, তালে, মিলিয়ে-বাঁধা রচনায়,
হাঁপিয়ে উঠি, মাথা কুটি গত দিনের শোচনায় !
পাই না ফিরে, তবুও ঘুরে বেড়াই তাহার সন্ধানেই ;
আয়রে প্রাচীন ঘুম-পাড়ানি ! আজ যে চোখে তন্দ্রা নেই।

নেইক তাজা শাঁসাল প্রাণ ! গল্পে এখন শাণায় কই ?
পরীর রাজ্যে ওড়ার মত শক্তি আমার ডানায় কই ?
হারানো সে পরাণ কোথা কৌতূহলে কাণ-খাড়া ?
মিইয়ে আছি বাসি মুড়ি, কিংবা চিটে ধান-ঝাড়া !
গুঁড়িয়ে গেছে স্বপ্ন আমার, খুঁড়িয়ে চলে প্রান্তরে।
ওরে রে সে কালের সাথী, সবাই তোরা শ্রান্ত রে !

গেছে স্বপ্ন, গেছে খেয়াল ; যাক্‌গে তাহে ভাবনা কি ?
শিশুর বিশ্বে আছে স্বপ্ন, কর্‌ব তাকে আপনার-ই ।
তন্দ্রা-শূন্য চোখে বসে, ঘুম পাড়াব শিশুকে ;
আশীর্ব্বাদের হাত বুলাব তাদের অসুখ-বিসুখে ।
তাদের হাস্যে প্রফুল্লতায়, হেসে হব আটখানা ;
মুঞ্জরিয়ে উঠ্‌বে আবার এই যে শুষ্ক কাঠখানা ।

বল্‌ব রাজার মজার কথা তাদের প্রাণে প্রাণ গেঁথে ;
শুন্‌বে সবে কৌতূহলে তোতার মত কাণ পেতে ।
কোথায় গেল রাজার ছেলে, রাগের মাথায় ভুলচুকে,
একটি রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার মুল্লুকে ।
দেখলে কোথায় একলা ছাতে মালা গাঁথে ফুল তুলি,
কুঁচের বরণ রাজার মেয়ে,—মেঘের বরণ চুলগুলি ।

আয়রে কচি কোমল বিশ্ব, আমার বুকে ঝাঁপ দিয়ে !
বাড়াই তোদের পরমায়ু মৃত্যুটাকে শাঁপ দিয়ে ।
হাওয়ায় চড়ে ছাওয়ায় ছাওয়ায় সবুজ বনের কোল দিয়ে,
আয়রে নেমে পরীর ছানা, সোণার ডানায় দোল দিয়ে ।
আমার দেহের দীর্ঘ জীবন ঢেলে দ্বিব,—মূল্য তার !
আয়রে আস্য হাস্য-ভরা, বিশ্বজোড়া ফুল্লতার ।

ভিটের মাটি

দীঘির পাড়ের বাঁশের ঝাড়ে
পড়ো' বাড়ী পড়্‌ছে খসে' ;
বাদুড় চেঁচায়, দেখ্‌ছে পেঁচা
ভাঙ্গা নীড়ে ধীরে বসে'।

স্বচ্ছ গভীর জলে রবির
দ্বিপ্রহরের কিরণ পড়ে,
ললাট ভাগের চিন্তা-দাগের
মতন কাটা রেখার পরে।

আজও জ্বলে দীঘির জলে
তেম্‌নি বরণ সূর্য্য-করে ;
হীরার কুচির দীপ্তি রুচির
উঠ্‌ছে ফুটে রেখার স্তরে।

বাঁশের ছায়ে জলের গায়ে
বাতাস লুটায় শ্বাসের চাপে ;
স্বচ্ছ শীতল দীঘির দ্বিতল-
তলায় তলায় আকাশ কাঁপে।

সঙ্গোপনে বাঁশের বনে
দীঘির তটে, ওগো বিধি !
পড়ো' বাড়ীর ধূলা ঝাড়ি
খুঁজি লুপ্ত সুখের নিধি।

সৌর করে জলের পরে
উঠ্‌ছে ফুটে উজল স্মৃতি ;
দীঘির তলায় গলায় গলায়
ঐ যে ঘুমায় প্রাচীন প্রীতি।

দাগে দাগে চিন্তা জাগে,
রেখার গায়ে রেখার প্রকাশ ;
জলের মাঝে শুয়ে আছে
আমার ছায়া, আমার আকাশ।

আমার বক্ষের কক্ষে কক্ষে
ভাঙ্গা ঘরের আঁধার জড়ায় ;
বাঁশের ঝাড়ে, প্রাণের পাড়ে,
মায়ায়-রচা ছায়া গড়ায়।

এস তুমি

ঐ যে তুমি আস্‌ছ নেমে, আকাশ-পথে, বাতাস দলে' পায়।
তোমার গায়ের তরল কিরণ চিক্‌মিকিয়ে ফুট্‌ছে মেঘের গায়।
এই জীবনের ঊষাকালে, সাঁঝের বেলা, মায়ের কোলে শুয়ে,
দেখেছিলাম প্রথম তোমায় এম্‌নি করে' আস্‌তে নেমে ভূঁয়ে।
সে দিন থেকে তোমার সাড়া, তোমার আলো, তোমার আগমন,
আমার চোখের কাছে কভু, ঢাকেনিক কোন আবরণ।
তুমিই জীবন, তুমিই মরণ, একই সঙ্গে আঁতে-আঁতে গাঁথা,
তুমি আমার—জাগরণে, তুমি আমার সুপ্তি মাঝে বাঁধা।

ঊষা গেল, প্রভাত গেল, টলে' গেল দ্বিপ্রহরের বেলা,
মাটো হয়ে এল আলো, খাটো হয়ে এল দিনের খেলা।
চিরদিনই তোমার শুভ্র হাস্যে উঠি উৎসাহেতে ফেঁপে ;
কটা মেঘের মাঝে তোমার ভ্রুকুটিতে থম্‌কে দাঁড়াই কেঁপে।
কুজ্ঝটিকায় ঢাকা তোমার অঙ্গ থেকে আলো আসুক ধেয়ে,
সন্ধ্যা ভুলে, আঁধার ভুলে, থাকি তোমার হাসির পানে চেয়ে।
ভোরের পাখীর মত আমি গীতি-স্বরে ভ'রে বিশ্বখানি,
সুপ্ত আঁখির তলায় তলায় জাগিয়ে তুলি জাগরণের বাণী।

যৌন সুখে শিহরিয়ে কবে যে সেই গেয়েছিলাম গীতি,—
জড়িয়ে আছে প্রাণের ভাঁজে আজ-ও তাহার একটু মিঠে স্মৃতি।
ঝালিয়ে নিতে সে সুরটুকু, ডরিয়ে উঠি, মুছে ফেলি যদি!
গাইতে গেলে কণ্ঠ কাঁপে ; স্মৃতিটুকুই পুষি নিরবধি।

* * * *

সাম্‌নে যারা উঠ্‌ছে বেড়ে—দীপ্ত হাস্যে নব যৌন-সুখে,
আমার প্রাণের মধুটুকু ছড়িয়ে পড়ুক তাদের ফুল্ল বুকে।
বিতরিয়ে জীবন আমার, উতরিয়ে যাব অন্ধকারে!
এস তুমি, এস নেমে, আকাশ-পথে আলো-ছায়ার ধারে।

বর্ষাশেষে

বর্ষাশেষের ছত্র ভঙ্গ মেঘের অঙ্গ রাঙ্গিয়ে ভোরে,
সূর্য্য ছিল পাহাড় গুলোর পিছনে ;
দাঁড়িয়ে ছিল বনস্থলী আলোকিত পুরীর দোরে,
ঘন পাতার কাতার-বাঁধা বিজনে ;
স্বর্ণ-মেঘের পর্ণগুলির সুরঞ্জিত স্তরের মাঝে
ফুটেছিল নীরব নীলের মুগ্ধতা ;
শ্যামল বনের কোমলতার তরঙ্গিত ভাঁজে ভাঁজে
জড়িয়েছিল সেই নীলিমার শুদ্ধতা ।
দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে মেয়ে নদী-কূলের বালির চড়ায়,
উজল চোখে কিরণ প্রতিবিম্বিত ;
কুচ্‌কুচে সেই কাল গায়ে আলোর ধারা ভেসে গড়ায়,
মুক্ত কেশে বাতাস মৃদু কম্পিত ।
নৌকাখানির পরে আমি— বালির বাঁধের তীরে তীরে,
পড়েছিলাম প্রাণের পাখা ছড়িয়ে ;
ভেসে গেলাম দূরে দূরে বাঁকে বাঁকে ফিরে ঘুরে,
পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে ।

* * *

কোথায় গেল আলোর ঝরা মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে,
ফুটিয়ে হাসি সরল চারু নয়নে ?
কোথায় গেল ভোরের বাতাস ফুল্ল লঘু গন্ধ নিয়ে,
স্বপ্ন-তরুর নব-কুসুম-চয়নে ?

দাঁড়ের ঘায়ে, কাল নদীর বিচলিত জলের পরে
জ্বলে শিখা-বাঁধা ধোঁয়ায় সোণা কি ?
চমকে ওঠে আলোর কণা মনের বিজন ছায়া-স্তরে,
আঁধার বনে যেন হাজার জোনাকি।

* * *

আবার কবে প্রভাত হবে সুপ্তি-সিন্ধুর স্তব্ধ নীরে
জাগরণের অরুণ কিরণ বিম্বিয়া ?
এই তটিনীর, সেই কাননের, ওই আকাশের তীরে তীরে
ঝর্‌বে আলো শ্যামলতা চুম্বিয়া ?
এই জীবনের, সেই নয়নের, ওই ভুবনের উপর দিয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আস্‌বে বয়ে মাধুরী ?
জমাট-বাঁধা দৃঢ় অচল মৃত্যু-শিলা উজলিয়ে
জাগরণে জাগ্‌বে যাদুর চাতুরী ?

ঝড়ের আগে

কাদা-মাখা ঘোলা জলের মেঘে আছে আকাশ ছেয়ে ;
ম্লান-মুখে ধরাখানি আছে তার-ই পানে চেয়ে ;
বাতাস আছে হেলিয়ে মাথা
নড়্ছে নাক গাছের পাতা ;
কচিৎ কাকের রুক্ষ ধ্বনি বট-পাকুড়ের বন-ছায়ে।
বিষাদ এসে বাঁধে বাসা নিরিবিলি প্রাণের গায়ে।
জমাট-বাঁধা মেঘগুলি ঐ কেঁদে যদি পড়্‌ত ঝ'রে,
বয়ে যেত বাতাস যদি গভীর দুঃখে হু-হু করে,
ভিজে পাখা দিয়ে ঝাড়া,
গাছের পাতা দিয়ে নাড়া,
কলরবে কাকেরা সব উড়্‌ত এবং পড়্‌ত ভুঁয়ে,
ঘোলা মেঘের ধারা দিয়ে হুতাশটুকু নিতাম ধুয়ে।
স্তব্ধ আছে আকাশ খানা রুদ্ধ পচা জলার মত ;
কৃমির মত নড়ে চড়ে, কাদা ভেঙ্গে পথিক যত।
সেঁতা বায়ুর পুরু শ্বাসে
দমটুকু যে আটকে আসে ;
ভিজে হাড়ে শেওলা গজায়, শিরা-স্নায়ু নোনা-ধরা ;
গরল-পোরা বেঙের ছাতায় দেহ-গেহের কোণা ভরা।

বর্ষারম্ভে

দলে-বলে কোমর বেঁধে চোখ রাঙ্গিয়ে গর্জ্জে',
মেঘেরা ঐ এল সেজে বিশ্ব-ত্রাসী শৌর্য্যে।
চড়া-বাঁধা বালির তীরে, শীর্ণা নদীর কাল নীরে,
রেখা-গাঁথা হিল্লোলেতে ছায়া কাঁপে ত্রস্তে;
গোঁ গোঁ করে বায়ু, শৈল-কূলের কানন ধ্বস্তে।

আয়রে বৃষ্টি আকাশ ভেঙ্গে, দিশে-হারা ধারায় নেমে,
পিপাসিত পরিশ্রান্ত হাঁপিয়ে-পড়া বিশ্বে;
ভিজিয়ে দে' যা তাপের জ্বালা শিলাভূমির দৃশ্যে।
ঝরণা ভ'রে কাণায় কাণায়, বান ছুটিয়ে শুক্‌ন ডাঙ্গায়,
টৈটুম্বুর ক'রে নদী, আয়রে ধেয়ে মর্ত্ত্যে;
রসে সিক্ত মৃতদেহ উঠুক বেঁচে—বর্ত্তে।

হাজার আবর্জ্জনার চাপে, দীর্ঘ ব্যাপী তীব্র তাপে,
কুঁচ্‌কে গে'ছে শুকিয়ে গেছে মোদের আশা-ভর্সা;
ঢল নামিয়ে মুসলধারে আয়রে নেমে বর্ষা।
ভাসিয়ে আবর্জ্জনার পালা, ধুয়ে মুছে দুঃখ জ্বালা,
যারে ছুটে খরধারে গাঙ্গে তুলে বন্যা।
মড়া হবে সঞ্জীবিত, ধরা হবে ধন্যা।

চিত্রোৎপলা

[মহানদী যেখানে শৈলপ্রস্থে প্রবাহিতা সেখানে
ঐ নদীর নাম চিত্রোৎপলা]

নহে সিন্ধু, কাবেরী, যমুনা, গঙ্গা,
নর্ম্মদা, গোদাবরী সে ;
সে ত আর্য্য-কীর্ত্তি-স্মৃতি-তরঙ্গা
গাথা নাহি হেথা বরিষে।
এ যে শবর ভবনে বিজন-বাহিনী
শৈল মঞ্চে নটিনী,
গাহে ফেনিল লাস্যে স্বচ্ছ কাহিনী
চিত্রোৎপলা তটিনী।
ঐ পাষাণ গলায়ে শিলায় শিলায়
বিষম পন্থা দলিয়া
ছোটে চঞ্চলা ; ফোটে লহরী লীলায়
সৌর কিরণ ঝলিয়া।
নাহি তীর-ভূমে তার হর্ম্ম্য মালায়
খচিত রম্য নগরী ;
আছে পর্ণ-কুটীরে বনের তলায়
বিজনে শবর-শবরী।

হেথা স্ফটিক-স্বচ্ছ নীল তরঙ্গ
অম্বর প্রতিবিম্বিয়া,
ধায় উপলকৃষ্ণ যুবতি-অঙ্গ
গলায় গলায় চুম্বিয়া।
হেথা ধৌত, স্নিগ্ধ, ভূতল-গগন-
কানন-শৈল-শবরী ;
হেথা অমল সবল সচল স্বপন,
বিরাজে চেতনা আবরি

হিমাচলে

জ্বলে শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব,
দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি ;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—
ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জ্জটি ।
ঐ সানুর সোপান-মালার ঊর্দ্ধে
শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা ;
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা
গৌরকান্তি অম্বিকা ।
তথা অর্দ্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড
দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে ;
যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী
দলিছে চরণে রৌরবে !
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে,
হত লালসার উগ্রতা
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে
তাপসীর চারু শুভ্রতা ।

ঢালা প্রেম

সাগর ছেঁচে মুক্তা তুলে, পাহাড় খুঁড়ে কুড়িয়ে এনে মাণিক,
বড়াই করে’ তোমায় পরাই ; তুমি বসে’ ভাব তখন খানিক
তোমায় কত ভালবাসি। সত্য কথার পেলে না ক আভাস,—
গর্ব্বদৃপ্ত তৃপ্তস্বরে আমি কেমন আমায় বলি “সাবাস” !
তুমি নাকি নিরেট বোকা,—বোঝ না তাই, মুড়িয়ে তোমায় সোণায়
আমি করি আত্মপূজা ; যদিও এটা উল্টা রকম শোনায়।

লোকের হাটে প্রেমিক সেজে, ঢোল পিটিয়ে করি আত্মজারি ;
আহাম্মকের মুখে শুনি, আমি নাকি পর-উপকারী।
ধূলা দিয়ে পরের চোখে, আছি একটি মহাপ্রভু সেজে ;
বুদ্ধির কর্ম্ম চালাকিতে নিচ্ছি আমি খাসা ঘষে মেজে।
কেউ না কভু সন্দেহেতে, আমার পানে চেয়ে হাসে, কাশে ;
আমার প্রতি সবার প্রীতি ! বিশ্বশুদ্ধ আমায় ভালবাসে।

ভেবেছিলাম, ছলের বলে কর্ব্ব শুধু ভালবাসা আদায় ;
কিন্তু তোদের ভালবাসা, বুকে এসে আজ যে আমায় কাঁদায় !
ঐ যে করুণ কণ্ঠধ্বনি আমার প্রাণের কঠিন পাষাণ গলায় !
আশীর্ব্বাদে নত মাথা, লুটিয়ে সুখী পরের পায়ের তলায়।
আত্মপ্রেমের স্বার্থে আমার তোদের প্রীতির ফোয়ারা গেল খুলে!
বিশ্বপ্রেমের উৎস আজি উৎসরিছে আমার প্রাণের মূলে !

আমায় ভালবাসি

তোমায় ভালবাসিনেক, আমায় ভালবাসি !
বুকের পাষাণ ঘাড়ের বোঝা,
তোমার উপর চাপিয়ে সোজা,
পথ চলিতে চাহি ব'লে, তোমার কাছে আসি,
তোমায় ভালবাসিনেক, আমায় ভালবাসি !

তোমার প্রীতির বনে তুলে কুসুম রাশি রাশি,
ফুলের মালা গলায় পরি ;
ভুল্‌তে জ্বালা গলা ধরি ;
করুণ চোখে চাইলে তুমি মুখে ফোটে হাসি।
তোমায় ভালবাসিনেক, আমায় ভালবাসি !

বিষাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি,
তখন তুমি ওগো বঁধু !
চুম্বনেতে ঢাল মধু ;
সেই অমৃতে বিষের জ্বালা নিঃশেষিয়ে নাশি।
তোমায় ভালবাসিনেক, আমায় ভালবাসি !

ভাঁটার টানে মৃত্যু-সিন্ধু পানে চলি ভাসি' ;
আঁক্‌ড়ে ধরি তোমার চরণ,
তোমার পায়ে সঁপি মরণ,
তোমার দেওয়া জীবন-ভেলায় উজান বয়ে আসি।
তোমায় ভালবাসিনেক, আমায় ভালবাসি !

পাথর-কুচি

হেঁয়ালিতে কইব কথা কেউ যাতে না বোঝে মানে।
লোকে বল্‌বে বেজায় গভীর! খ্যাতি পাব মহাকবির
জব্দ কর্‌ব পাঠকবর্গে কর্ণ-ভেদী শব্দ-বাণে।

রূপের জগৎ

ছড়িয়ে ফেলে' দিঠির দড়া একেবারে হাজার যোজন,
বেঁধেছিলাম জড়িয়ে পেঁচে, তবুও সে পালিয়ে গেছে!
বজ্রবাঁধন ফস্কাগেরো,—বুঝ্‌লে কিনা পদ্মলোচন?

আশা

"এযে আঁধার! পায়ের নীচের ধরাটি যে হাওয়ায় গড়া!"
ভক্তি বিশ্বাস কর দড়, দুর্গা বলে ঝুলে পড়;
সিন্ধু-পারের আপীলেতে যাবে শেষটা বোঝা পড়া।

মোক্ষ

বাড়িয়ে দিচ্চি কাঁচা মাথা,—দেখ্‌ছ কেমন বুকের পাটা?
কহেন হৃষ্ট বন্ধুবর্গ,— এইত মোক্ষ, এইত স্বর্গ!
ওপার থেকে শুন্‌ছি শব্দ,—আয়রে সন্ধি-পূজার পাঁটা।

অভিমানী

তুমি আমার থাক্‌বে সাথে, শুনেছিলাম তোমার বাণী;
কিন্তু ভয়ে অবিশ্বাসে পিছু তাকাই বনের পাশে!
আমায় ফেলে অমনি পালাও ওগো বেজায় অভিমানী।

পথের আলো

বলেছিলে,—চিরদীপ্ত তোমার দেওয়া সোণার বাতি ;
কিন্তু ভয়ে ঝঞ্ঝাবাতে ঢাকি আলো নিজের হাতে !
নিজের গড়া অন্ধকারে কেঁদে এখন কাটাই রাতি।

গোলক ধাঁধা

সত্য, তোমার মায়ার পেঁচে সংসারটা আছে বাঁধা ;
ছুটে পালাই যতই দূরে তোমার কাছেই আসি ঘুরে,
চাই না মুক্তি ; ঘুর্‌ব নিত্য হাজার পাকে গোলক ধাঁধা।

খেলার শেষে

দৌড়ে এসে বুড়ী ছুঁয়ে খেলায় আমি গেছি জিতে !
কাণামাছি করুক ভোঁ-ভোঁ, বুক ফুলিয়ে চোরকে ছোঁব ;
পার্‌বে না কেউ মুক্ত চোখে আবার এসে বাঁধন দিতে।

উপসংহার

"ভবিষ্যতে লিখো কাব্য চর্ব্ব্য এবং মুখরোচক ;
নীরস কঠোর পাথর কুচি চর্ব্বণে না জন্মে রুচি।"
নমস্কার ভাই ভগ্ন-দন্ত শ্রান্ত গ্রন্থ-সমালোচক।

দ্বাদশী-স্মৃতি



জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বাদশী, ১৩২০ বঙ্গাব্দ

গত ধ্রুব

জগদীশ্বর ! তোমার কাছে সবাই যাচে প্রার্থনায়,
পায় না যে যা বিশ্ব খুঁজে,
পায় না যাহা হাজার যুঝে,
হারিয়ে গেলে আবার যাহা পাবার কারো সাধ্য নাই।

অভাব হ'লেই দেবে ঢেলে একি মোদের স্বার্থবাদ !
জানিনাক হে অজ্ঞেয় !
কি যে আছে তোমার দেয় !
ওহে মালিক ! তবু খানিক করি মোরা আর্ত্তনাদ।

হারিয়ে নিধি, ওহে বিধি ! তোমায় ডাকি প্রাণ ভরে' ;
সেটা একটা কাতরোক্তি ;
নয়ক পূজা, নয়ক ভক্তি ;
বুকের চাপে শ্বাস টানিতে হাঁফ্‌টি ছাড়ি নাম ধরে'।

উড়ুক হাওয়ায় দাবিদাওয়ার দরখাস্ত, ক্ষতি নাই ;
তৃপ্ত হব ওহে স্বামী,
দুঃখ ব্যথার সময় আমি,
কথা ফেঁদে কোকিয়ে কেঁদে ডাকার সুযোগ যদি পাই।

হারিয়েছে যা, ওগো রাজা, কোথাও তাহা আর ত নাই।
তোমার পায়ের শান্তি-ধূলায়
দুখের স্মৃতি যদি ভুলায়,
চাইনে শান্তি, কিংবা ভ্রান্তি, এইটি যাচি প্রার্থনায়।

দ্বাদশী

নিদাঘ-ক্লান্ত দ্বাদশীর চাঁদ
তন্দ্রালগ্ন নয়নে,
নব জলদের যবনিকা তলে
লুণ্ঠিত সাঁঝে শয়নে।
প্রান্তর পরে সিক্ত পবন
মূর্চ্ছিয়া পড়ে অবশে ;
তরুর ছায়ায় খিন্ন সন্ধ্যা
স্তম্ভিত ভীতি-পরশে।

ব্যাধের মতন বিজনে মরণ
সঞ্চরে ধীরে একাকী ;
স্তিমিত চেতনে নিদ্রিত সখা !
ওগো এই শেষ দেখা কি ?
স্পন্দন-হীন অন্ধ পরাণে
শঙ্কিত মূক বেদনা,—
মৃত্যু-দলিত দগ্ধ জড়ের
অন্তরে কোথা চেতনা ?

দলিয়া জীবন-জাগরণ হেথা
উপজিল একি সুপ্তি গো ;
জড়-বন্ধন এড়ায়ে জগতে
এই কি ভীষণ মুক্তি গো ?

বহরে পবন! আজি ঝটিকায়,
রে মেঘ! আবরি চন্দ্রে,
তরল করিয়া এ জড় নিশুতি
বরিষ, গরজি মন্দ্রে!

চেতন বেদনে অধীর ঊর্ম্মি!
জাগরে সুপ্তি-সাগরে!
রোদন জাগায়ে বহরে অশ্রু!
অবশ বেদনা জাগরে!
ক্রন্দন-পারে কূল কোথা হায়?
তমিস্রায় বহে তমসা!
বেদনা-জড়িত দৃষ্টির পথে
কুজ্ঝটি-ভরা বরষা!

আমরা অন্ধ, আমরা বধির,
ওগো ও-পারের পান্থ!
কোথা সে নগরী চির ভাস্বর
আলোক শোভিছে কান্ত?
কোথা মঙ্গল-শঙ্খ বাজিছে
সঙ্গীতে করি' আরতি?
সম্ভাষে তোরে স্মিত মুখে কোথা
কুঞ্জ-দুয়ারে ভারতী?

সিন্ধুর পরপারে দূরে কোথা
ইন্দুভূষণা যামিনী ?
কোথা সুরধামে বিরহ-বিধুরা
ধূসর-বসনা কামিনী,
কম্পিত ভুজ-বল্লরী তার
বল্লভ তরে বাড়ায়ে,
সম্ভাষে তোরে চির-প্রশান্ত
অম্বর-তলে দাঁড়ায়ে ?

মোদের স্বর্গ মাধুরী-জড়িত
তোমার-ই রচিত স্মৃতি গো !
মোদের শান্তি তোমার প্রীতির
চেতনা-দীপ্ত গীতি গো !
তর্পণ তরে অর্পণ করি
অশ্রু, বেদনা-গন্ধি রে !
যাও সখা ! যাও প্রীতির অর্ঘ্য-
খচিত স্বর্গ-মন্দিরে !

জোয়ার

প্রাণে আমার জোয়ার জাগে,
ভরা নদী কাণায় কাণায়,—
কূল-ভাঙ্গা ঢেউ উছ্‌লে লাগে
সান্‌-বাঁধা এই বুকের রাণায়।
গুম্‌রে কাঁদে স্রোতের ধারা,
মাথা গোঁজে ঘূর্ণিপাকে,—
আথাল-পাথাল দিশেহারা
ছুট্‌ছে নদী বানের ডাকে।
ঘাটের তটে ফেনিল ব্যথা
কাঁপে ক্ষণেক বুদ্‌বুদিয়ে;
দুখের মোটে দুটি কথা
ফোটে স্মৃতি উদ্বোধিয়ে।

অধীর জোয়ার গভীর নদীর
কি যে বেগে ছুট্‌ছে ঘুরে,
জান্‌বি যদি, দেখ্‌বি যদি,
বস্‌ রে বুকের ঘাটটি জুড়ে।
না না তোরা আসিস্‌নেরে!
হলেও পাষাণ, সিক্ত দাওয়া;
তোরা যে কেউ পারিস্‌নেরে
সইতে হেথায় জলো হাওয়া।

উছল গাঙ্গে জল ধরে না,
উজান বহে খর ধারে।
স্তব্ধ আঁখি, জল ঝরে না ;
ক্ষুব্ধ দৃষ্টি অকূল পারে।

পাড় ভেঙ্গে যাক্ নদীর তোড়ে,
সান্ ভেঙ্গে যাক্ পাষাণ-বাঁধা।
রুদ্ধ সন্ধির জোড়ে জোড়ে
বান ডাকিয়ে আমায় কাঁদা।
তীরের ঢেউয়ে বুক ভরে না,
ফেনিয়ে শুধু গুম্‌রে মরি ;
উছল গাঙ্গে জল ধরে না,
পিছল পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি।
আথাল-পাথাল ঘোলা জলে
যাইরে ভেসে দিশেহারা!
জোয়ার বহে প্রাণের তলে,
তীব্র বহে ক্ষিপ্তধারা।

পান্থ

রাস্তা হেঁটে আমি পথিক,
আধ শতাব্দীর চেয়েও অধিক,
দেখ্‌ছি এসে অবশেষে সাথের সাথী যারা
চলে গেছে পাশ কাটিয়ে,
সিন্ধু পথে পাল্‌ খাটিয়ে,
কিংবা ঊর্দ্ধে পুষ্প রথে এড়িয়ে দেহের কারা।

একলা এখন বস্‌ছি জুড়ে
পান্থশালার ভাঙ্গা কুঁড়ে ;—
ধূ-ধূ কচ্ছে দূরে দূরে সাগর-কূলের বালি।
মাথার উপর কুঁড়ের চালে
পথের ধারে শুক্‌নো ডালে
কাক ডাকিছে রুক্ষ স্বরে দুঃখ ঢেলে খালি।

মনের ভুলে যখন খুলি
তালি দেওয়া স্মৃতির ঝুলি,
হাত্‌ড়ে খুঁজে প্রাচীন সুখের মালা জড়াই গলে ;
নেড়ে চেড়ে দেখে, খানিক
স্নেহ প্রীতির রত্ন মাণিক,
ফস্‌কা গেরো এঁটে আবার জড়িয়ে রাখি থলে।

দিনের শেষের ছায়ার তলে
সন্ধ্যা কাঁপে দীঘির জলে ;
চাঁদের আলো মেঘের মাঝে আঁখি ঢাকে আজি !
কোথা সঙ্গী, কোথা সখা ?
করুণ সুরে কাঁদে চকা !
পর পারের পানে চেয়ে একলা বসে আছি !

দূরের পথে এ যে রাত্রি !
আর কত দূর যাবি যাত্রী ?
ঐ কে বলে চির দীপ্ত পরপারের ধরা ?
আলো নয় আলেয়ার খেলা,
ধাঁধায় কাটে আঁধার বেলা ;
জীবন তারই স্মৃতি-ঘেরা স্বপ্ন দিয়ে গড়া !

ছায়াবাজি

বুকের শুষ্ক পরদাখানি চোখের জলে ভিজিয়ে আজি,
স্মৃতির আলো ফেলি' তাহে ও কে খেলায় ছায়াবাজি ?
আধ শতাব্দীর নাট্যলীলা দৃশ্যে দৃশ্যে আস্‌ছে ঘুরে ;
সত্য হয়ে দাঁড়াও ছবি ! পুতুল-খেলা ভেঙ্গে চূরে ।
তোমার খাঁটি আলোর গড়ন জীবন যদি বিশ্বপতি,
প্রহেলিকার একি আঁধার ? একি ছায়াবাজির জ্যোতি ?
উড়ে গেলে পরদাখানি, ভাঙ্‌লে রঙ্গালয়ের পোতা,
নিবে গেলে স্মৃতির আলো, পুতুল-বাজি থাক্‌বে কোথা ?
ভেঙ্গে গেলে দেহ-যন্ত্র ছড়ান তার ক্ষুদ্র অণু
বাঁচেও যদি শৈত্যে-তাপে পাবে না সে আমার তনু !
স্মৃতির ছায়ার আভাস নিয়ে জন্মান্তরের তথ্য গড়ি ;
সুখের লোভে চক্ষু বুজে মিথ্যাটাকেই সত্য করি ।
স্বার্থবাদের অর্থে বোঝা যায় না প্রহেলিকার মানে ;
নিঃশ্বসিছে ভালবাসা তবুও আশার কথা কাণে ।
বিশ্বপতি ! খেলাও তবে দৃশ্যপটে ছায়াবাজি ।
এ পার, ওপার, দেখি আমি বিশ্বরূপী আমার মাঝেই !

স্রোতের ধারা

বর্ষাকালের ভরা গাঙ্গের স্রোতের মত এক-টানা
চল্‌ছে ছুটে সংসারটার ধারা ;
লক্ষ্য পথে সাগর কোথা, আছে যেন ঠিক জানা,
হাজার বাঁকেও নয়ক পথহারা।
দাগ থাকে না, কোথায় ডোবে ঘূর্ণিপাকের মাঝখানে
স্নেহ-প্রীতির বোঝাই করা তরী ;
কল্লোলিয়া ছোটে নদী, মত্ত যেন নাচ গানে,—
তরঙ্গেতে কিরণ পড়ে ঝরি'।

বিশাল বনের সেই গরিমা, যতই পাতা যাক্ ঝরে',
ঝঞ্ঝাবাতে যতই ভাঙ্গুক শাখা ;—
নূতন কচি পাতায় ফুলে সাজে তরু জাঁক্ করে' ;
শিউরে সুখে পাখী ঝাড়ে পাখা !
আঁধার কোণায় মৃত্যু মরে, জন্ম উঠে ভুঁই ফুঁড়ে
আকাশখানার খোলা ছাতের নীচে ;
রে একাকী ! লাখের মাঝে মরিস্ যদি তুই পুড়ে
ছাইয়ের দাগও থাক্‌বেনাক পিছে।

শুকিয়ে গেছে চোখের জলের উৎসটুকু ; যায় ক্ষয়ে'
অনুভূতি বক্ষশিলা হ'তে,
এখন খাসা মরুভূমে দম্‌কা বাতাস ধায় বয়ে'
উড়িয়ে বালি শূন্য আকাশ-পথে।

জ্বলে শোকের রক্তসন্ধ্যা ! সুখের দিবা যায় টুটে—
এযে আলো আঁধার আনে ডেকে !
ভরা সন্ধ্যার ডাকিনীটি স্মৃতির পথে ধায় ছুটে
তাম্র অঙ্গে শ্মশান-ভস্ম মেখে !

পাষাণ-সমান অচল অটল ব্যথা বুকের মাঝখানে ;
হায় ! এ বোঝা কোথায় টেনে ফেলি !
চেনা গলার মিঠে সুরে পশে গীতি আজ কাণে ;
একি ধাঁধাঁ সৃষ্টি করে গেলি !

ভাসিয়ে দে'যা ! ডুবিয়ে ভেজা দগ্ধ মরুর ক্ষেতখানা
উচ্ছ্বসিত প্রীতির ধারে আবার !
ভেঙ্গে নে' যা, পুড়িয়ে দে'যা স্মৃতির ঘরের প্রেতখানা
ওরে নিঠুর ! ওরে সখা আমার !

যুবার কথায়

শেষ বয়সের শোকে তাপে
দুঃখের একটা বিশিষ্টতা কিবা ?
অবাক্ হয়ে যুবার কথায়
জবাব খুঁজি নুইয়ে পৃষ্ঠ, গ্রীবা।
সত্য, ছেলেবেলা থেকে
জন্ম-মৃত্যু, উদয়াস্ত রবির
একই রকম আস্‌ছি দেখে ;
দৃশ্যপটে একই চিত্র ছবির।
কিন্তু পূর্ব্বে সরে' কেহ
গেলে পরে, থাক্‌ত পড়ে হাসি ;
যেথায় যেতাম, ঘরে ঘরে
বল্‌ত লোকে তোমায় ভালবাসি।
পর পারে এখন যে যায়,
সে যে দে' যায় বেজায় কঠিন সাজা,
হাড় ভেঙ্গে সে মজ্জা নে'যায় ;
এ হাড় জুড়ে হবে না আর তাজা।
জরায় শুষ্ক দেহে শোকের
অনুভূতি কেন থাকে বজায় ?
কেন পোড়া হাড়ে লোকের
ছুঁচের-খোঁচা-তোলা দূর্ব্বা গজায় ?

মরুর মাঝে মন্‌সা কাঁটা !
বক্ষ তাজা, শুষ্ক দেহের মাটি ;
বাদুড়-চোষা শেয়াল-চাটা
ফলের আমি শক্ত দুঃখের আঁটি।
বাড়্‌ছে ছায়া পূর্ব্ব দিকে
আঁধার চেপে রাখ্‌ব তবু, যুবা ?
ভালবাস বুড়াটিকে ?
আয়রে তবে স্নেহের মাঝে ডুবা !

বুড়ার কথা

মলিন করে' বিশ্বভরা প্রফুল্লতার আলো,
ওরে রে তুই শোকে-পোড়া !
ফেলিস্‌নে তোর বক্ষ-জোড়া
ছায়াটুকু কাল !

মহোৎসবের ধৌত সৌধে যাস্‌নেরে তুই আতুর !
ভাঙ্গা ঘরের একটি কোণে
রাখ্‌ লুকিয়ে সঙ্গোপনে
ছেঁড়া-খোঁড়া মাতুর।

মৃদু মধুর বহে বাতাস, ওরে হতাশ যথা
যাস্‌নেরে তুই ; ও তোর শ্বাসে
জানিস্‌নাকি গরল ভাসে ?
চাপ্‌রে বুকের ব্যথা।

ধুয়ে মুছে গায়ের কালি, আবার যদি সেজেগুজে
দশের মাঝে আস্‌তে পারিস্‌,
গাইতে পারিস্‌, হাস্‌তে পারিস্‌,
দেখ্‌না বুঝে সুঝে !

নয় কারো প্রাণ এত নরম, তোমার ব্যথায় গলে !
পর যে তোমার সুখের জ্ঞাতি ;
পরের কাছে তোমার খ্যাতি
হাস্‌তে পার বলে'।

আশায় ভরা আসরে তুই বস্‌বি বা কি লাজে ?
সুখের সাথে প্রাণ মিলান,
সাজে কিরে ঠোঁট হেলান,
অট্টহাসির মাঝে ?

এই জগতের নব সভায় চল্‌বে না তোর নালিশ ;
ওরে বুড়া নিজের মনে
মুখ লুকিয়ে ঘরের কোণে
কাঁদ্‌ না যত পারিস।

অতিথি

শারদ প্রভাতে আজি গো আমার কুটীরে কে তুমি অতিথি ?
জাগিয়া স্নিগ্ধ কিরণ, ঊষায়
ঝলকে তোমার শ্যামল ভূষায়,
জাগিছে অঙ্গে অরুণের রাগ, চোখে প্রভাতের জ্যোতিটি ;
স্বাগত ! প্রভাত-অতিথি !

ব্যথা—সমুত্থ চেতনায় মোর উদ্ভুত একি প্রতীতি !
ভস্মে বিলীন চিতার ধূঁয়ায়,
মৃত্যুর গূঢ় নিভৃত গুহায়,
স্ফুরিত দীপ্ত আলোক আবার, নির্ব্বাণ নাশি' ঝটিতি !
এস প্রিয়তম অতিথি !

সিক্ত বক্ষে ভাতে রামধনু ; মধুর আলোক-সমিতি !
আঁখির পাতায়, শিশির ফলকে,
পূর্ণ সপ্ত বর্ণ ঝলকে !
প্রভাতে তোমার অমৃত মুক্ত আলোকে দীপ্ত প্রকৃতি !
এস সুন্দর অতিথি !

কুটীর-দুয়ারে লহ গো অর্ঘ্য, ওগো স্বর্গের অতিথি !
ছার জীবনের সাধনার ধন—
যৌবন-পারে জরা ও মরণ,
দলিয়া চরণে লহ গো প্রাণের হীরক-মুক্তা-মোতিটি !
স্বাগত প্রভাত-অতিথি !

সম্ভাষণ

আজ যে বিশ্ব বড় শ্যামল
কোমল কচি পর্ণে তৃণে
নীলাম্বরের অঙ্গে অমল
দীপ্তি সোণার বর্ণ জিনে।
কোথা আছে শ্রীভূষণা
হেন কান্তি শান্তি ভরা,
এই মাধুরী, এই সুষমা,
এই নীলিমা ক্লান্তি-হরা ?

তোমার সাধের আকাশ ফেলে,
ফেলে শ্যামল দীপ্ত ছবি,
পর পারে কোথা গেলে
ওগো প্রিয় ! ওগো কবি ?
ঢাকা তোমার পক্ষপুটে
ছিল দু'টি শিশু ছানা,
ঊর্দ্ধে তবু গেলে ছুটে
শুন্‌লে নাক তাদের মানা !
কোন্ নয়নের, কোন্ অধরের
অশ্রু হাসির মধুরতা
ভুলিয়ে দিল স্নেহের ঘরের
এত কাতর আতুরতা ?

কাহার প্রেমের খনির সোণায়
স্বর্গে তোমার হর্ম্ম্য গড়া ?
যাহার তরে আঁধার কোণায়
ফেল্‌লে ঠেলে রম্য ধরা ?
পুষ্প-কুঞ্জে পাখীর ডাকে
জাগে আজি দুঃখ একা।
ভোরের তরুণ অরুণ রাগে
রক্তে ঝলে বক্ষে রেখা !
রে মাধুরী পর পারের
প্রিয় সখার নীলাম্বরে,
নব ঊষার কর-জালের
দীপ্তি ফোটাও স্তরে স্তরে !

সেই দ্বাদশী

জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই দ্বাদশী আবার এল ফিরে।
বৎসরান্তে ওগো প্রিয়, একটু খানি সাড়া দিও,
বুকের ভাঙ্গা পাড়ের নীচের রক্ত-নদীর তীরে।
শুক্‌নো ডাঙ্গায় বালির চড়ায়, আলোর গায়ে আলো জড়ায়,
ধূঁয়ার জালে রচা কিরণ ধূ-ধূ ক'রে কাঁপে।
যায় না দৃষ্টি পরপারে, তীব্র আলোর অন্ধকারে ;
বহে শীর্ণা রক্ত নদী তপ্ত রবির তাপে।

খুঁড়ে মাটি শ্মশান ঘাটের, আঁচ্‌ড়ে কয়লা পোড়া কাঠের,
হাত্‌ড়ে বিশ্ব আঁধার রাতে কে পেয়েছে কা'কে ?
'হা হা' ধ্বনি হাওয়ায় ঝরে, শূন্য আমায় ব্যঙ্গ করে,
তবু তোমায় ডেকে মরি পরাণ-ভরা ডাকে।

শান্তি ঢেলে তপ্ত মাথায়, সুপ্তি ঢেলে আঁখির পাতায়,
সেই সে দিনের সন্ধ্যা আবার আস্‌বে আজি ফিরে,
তখন সখা দিও সাড়া, শিরায় শিরায় দিয়ে নাড়া,
পাষাণ সমান কঠোর জড়ের বাঁধনগুলো ছিঁড়ে।

স্নিগ্ধ করি বসুন্ধরা, আয়রে সন্ধ্যা স্মৃতি-ভরা !
আয় দ্বাদশী শুক্লা নিশা বৎসরান্তে ফিরে।
আয়রে ও তুই ওরে আমার! পাড়-ভাঙ্গা এই বুকের ডাঙ্গার
তলায় তলায় প্রবাহিত রক্ত-নদীর তীরে।

স্মৃতি

মৃত্যু ? সে ত নির্ব্বাপিত ! উদ্ভাসিত জন্ম-মহোৎসব ;—
নব প্রভাতের দীপ্ত-নভস্তলে জাগে কলরব।
সুসজ্জ উজ্জ্বল মঞ্চে লক্ষ যুবা, পরি' চারু বেশ,
স্ফীত-বক্ষে স্মিত-মুখে, গাহে ওই—রে "আমার দেশ" !
অম্বরের নীল বক্ষ,—শান্তি-পূত বিশ্রান্ত বিস্তৃত—
বিচ্ছিন্ন বিশদ শুভ্র অভ্ররূপ চন্দনে চর্চ্চিত।
ঊর্দ্ধে ভাতে নীলিমায় সৌর-কর-গরিমা ভাস্বর,
নিম্নে নির্ঝরিণী-অঙ্গে রত্নরেণু ঝরিছে ঝর্ঝর ;
মধ্য-ভাগে লঙ্ঘি' সানু শত শৈলশৃঙ্গ তরঙ্গিত,
পুষ্প-পুঞ্জ-ভরা কুঞ্জ বিহঙ্গের গীতিকরম্বিত।
উল্লাসে জাগিল বিশ্ব ; সে গরিমা, সে মাধুরী চুমি'
জাগে অতুলন বিশ্বে হাস্যময়ী শ্যামা জন্মভূমি।
অন্ধকার অস্তমিত, নাহি মেঘ,—প্রভাত উদিত ;
গরিমার—মহিমার শুভ্র-দীপ্তি ললাটে স্ফুরিত !
তুমি প্রিয় জন্মভূমি !—ধন্য তুমি,—ধন্য পরমেশ !
দেখিলাম সাধনার চিরারাধ্য আমার স্বদেশ !
গাহ সবে কলরবে উৎসবের মন্দির ধ্বনিয়া,
দেখ দেবী—দেখ স্বর্গ,—লভ সিদ্ধি চরণে নমিয়া।
উত্তরিনু দৈন্য লজ্জা, গেছে দুঃখ—নাহি আর ক্লেশ ;
নবীন প্রভাতে তুমি হাস্যময়—হে "আমার দেশ"।

অন্ধের স্বগাথা

(১৯১৪-১৯১৫)

ক্ষোভে

তাজা শোকের চেয়ে কাল,
ঘন দুঃখ হ'তে গভীর,
একি আঁধার তুমি ঢাল
ওগো জরার বাড়া স্থবির ?

এযে কঠিন-তম বেড়া
অতি নিবিড় হ'তে নিবিড় ;
সারা পাতালপুরী ঘেরা
এযে যমের জয়-শিবির।

হেথা রোদন ব্যথা-ভীতির
নহে আর্ত্তনাদে অধীর ;
দূরে কর্ণ দুটি বিধির
দৃঢ় পাষণসম বধির।

লোভী আশার মত তরল
নব প্রেমের মত রাঙ্গা,
বহে রুধির-ধারে গরল
ছেয়ে বুকের নীচু ডাঙ্গা।

কেন তুষার-বাঁধা নদীর
তলে স্রোতের খর গতি ?
মৃত জড়ের মাঝে অধীর
কেন ব্যথার জ্বালা অতি ?

যাক্ তৃণের মত পুড়ে
যত শুষ্ক ব্যথা আমার ;
থাক্ ভস্মরশি জুড়ে
এই বিশ্বগ্রাসী আঁধার।

ওগো শবের বাড়া শীতল !
ওগো জীর্ণ, ওগো কাল !
গাঢ় পাতাল হ'তে অতল
ঘন আঁধার-রাশি ঢাল !

ঐশী লীলা

বাজাও গর্ব্বে বিজয়-ডমরু
সংহার-পতি শঙ্কর।
ছড়াও শ্যামল প্রান্তরে মরু,
কুসুম-কাননে কঙ্কর।

স্পন্দনহীন অন্ধকারের
রন্ধ্রে ডুবেছে পৃথ্বী,
শূন্য-মাঝারে খসিছে প্রাণের
চেতনা-রচিত ভিত্তি।

নাহিক কণ্ঠে দাহ পিপাসার,
বুকে নিরাশার জ্বালা নাই ;
তীব্র তরল ধারা লালসার
কামনা-নদীতে ঢালা নাই।

বিনা সাধনায় বেদনার বলে
ছিঁড়েছি গ্রন্থি হৃদয়ের,
স্তব্ধ অন্ধ শূন্যের তলে
বাজুক ডমরু বিজয়ের।

একি নির্ব্বাণ আনিছ ঈশান !
পিষিয়া বিশ্ব পাষাণে ?
শুধু কি উড়িবে ফণীর নিশান
শব-সাধনার শ্মশানে ?

রুদ্ধ-আঁধারে শ্বসে অনুভূতি,
ভস্মে বিলীন অম্বর।
মাখিয়া অঙ্গে বিশ্ব-বিভূতি
বাজাও ডমরু শঙ্কর।

লক্ষ্যপথে

দৈন্য যদি আসে, আসুক্, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য্য ধরে' থাকিস্।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙ্গে,
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্।

চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শুনে,
মাকে যখন ডাকিস্।
তাঁর-ই দেওয়া অন্ধকারের গাঢ়তম কোণে,
মুখখানি তোর ঢাকিস্।
আধি-ব্যাধির ধান-দূর্ব্বা পূর্ণ আশীর্ব্বাদে,
মাথায় ঝরে' পড়ুক্।
বাসা-ভাঙ্গা সুখের আশা জীর্ণ জরার সাথে,
স্তব্ধ হ'য়ে মরুক্।

হেঁয়ালি

কোথায় তুমি তথাগত ব্যাধি-জরা-জয়ী ?
দাঁড়াও এসে কাছে !
নিত্য উৎসরিত তোমার আলোর ঝরা কই
অন্ধকূপের মাঝে ?
ভগ্ন স্তূপের জীর্ণ মঞ্চের সুপ্ত ছায়া জুড়ে
মৃত্যু বাসা বাঁধে।
অমানিশার রুদ্ধকারায় ক্ষুব্ধ বায়ু ঘুরে
নিঃশ্বসিয়ে কাঁদে।
বিশ্বপটের চারুদৃশ্য মুছে গেল বলে'
বুক যেন না দমে।
নির্ভয়ে তুই রাখ্ রে মাথা কালরাত্রির কোলে ;
কর্‌বে কিবা যমে ?
থাক্‌বে দুঃখ, দৈন্য, জরা শুকিয়ে ঘাটের পাড়ে,
তুচ্ছ করিস্ তাকে।
ঐ শোন্ রে বাজিয়ে বাঁশী নদীর পর পারে,
কে যেন রে ডাকে।
সুর বেঁধে নে ওরে আতুর, পরপারের গাথার
মধু-ঝরা সুরে।
ক্লান্তি-ভরা শান্তি-হরা গুরু বোঝা মাথার
ফেলে দিয়ে দূরে,
গাও রে প্রীতির নবগীতি ! মৃত্যু মরুক কেঁদে,—
কেউ পাবে না সাড়া।
যাক্ না ডুবে রূপের জগৎ ! নূতন বিশ্ব বেঁধে
সোজা হয়ে দাঁড়া।

ওগো, ও

(গান)

ওগো, ও ! দুঃখ-সুখের নিত্য সাথী ! এস কাছে ।
পেয়েছি তোমার সাড়া আঁধার কারাগারের মাঝে ।

নিয়ে যাও ভেঙ্গে দুয়ার
এ ভীষণ বিজন গুহার,
(যেখানে) আকাশ-তলায় বাতাস খেলায় নিবিড় সবুজ পাতার ভাঁজে ।

নিয়ে যাও লোক-মাঝারে,
মানুষের হাট বাজারে ;
(সেখানে) প্রীতির ব্রতে শুন্‌ব কত কান্না হাসির বাঁশী বাজে ।

এসেছ, একটু দাঁড়াও !
ধরি হাত, হাতটি বাড়াও !
(পরশে) ফুট্‌বে আলো চোখের কোলে, রাঙ্গিয়ে ধরা সোণার সাজে ।

অন্ধের নিবেদন

আঁধার ঘরের মাঝে আমার সাঁঝের বাতি জ্বেলে দাও।
ভেঙ্গে গেছে মাটির গড়া পুরাণ সেই দেল্‌কো-শরা ;
আন কিরণ হিরণ-রুচি খোলাম্‌কুচি ফেলে দাও।

কুলগ্নে আজ কি কালরাত্রি আস্‌চে মাগো জগদ্ধাত্রী !
তোমার অভয় হাস্য আমার অমাবস্যায় ঢেলে দাও।

বিশ্বজনে করে সাথী, চল্‌ব আমি, জ্বল্‌বে বাতি ;
পথের বাধা আঁধার রাতি পিছন পানে ঠেলে দাও।

পাখী বলে চোক গেল

করুক রৌদ্র যতই ঝাঁ ঝাঁ, এমন খাসা নীলে মাজা
আকাশ খানার ছাউনি-তলে, সবুজ কুঞ্জের কোমল তরুণ
পল্লবেতে আঁখি ঢেকে, সুরটি তুলে অতি করুণ,
পাখী বলে,——চোখ গেল !

বিলাপ-গাথায় বন-দূতীর নাড়ীগুলি অনুভূতির
মোচড় খেয়ে, বুকে ঢালে অশ্রু-রক্ত ফোঁটা ফোঁটা ;
দপ্‌দপিয়ে কেঁপে ওঠে স্নায়ু শিরা সরু মোটা।
পাখী বলে,——চোখ গেল !

পথের পানে চেয়ে বঁধুর চোখের কথাই, গীতি-চতুর !
গাইছ তুমি নিছক মধুর সুরটি ভেঁজে লতায় পাতায়।
অপার পারের পথটি চেয়ে, আমি কি গান গাইব গাথায় ?
পাখী বলে,——চোখ গেল !

চোখের জ্বালার নীচে জ্বলে প্রাণটা ; তা-ত কেউ না বলে।
মাটির কথাই ফুটুক্ গানে, থাঁটিটুকু সুরে ঢেকে।
মর্ম্ম-কথা বুঝবে বঁধু, গাওরে পাখী ডেকে ডেকে।
পাখী বলে,——চোখ গেল !

অন্ধের গান

পাখী আমার সাক্ষী আছে, ঊষা-অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে, দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।

আঁধার ঘরে আমি একা ! আমাকে না দিল দেখা !
ভুলে গেছে, আগে আমায় কত ভাল বেসেছিল।

শিশির-ধোয়া কুসুম রাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল ;

তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে ;
আমার দুঃখে গাইল পাখী, বাতাস খানিক শ্বসেছিল।
জান্‌ত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল।

সঙ্কল্প

তেমন-ই কি আসে ঊষা সে সোণালি সুষমায়,
সাজায়ে শ্যামল দেহ শরতের ?
শুনি যবে পাখীদের আনন্দের ঘোষণায়
ভেঙ্গে যায় নীরবতা জগতের ?
ভোরের বাতাস যবে বহে' যায়,—কহে' যায়
কাণে কাণে কাননের কাহিনী,
সপ্তবর্ণ-আঁকা পর্ণে তেমনি কি রহে' যায়
স্মিত-শোভা চারুপ্রভা-বাহিনী ?

বসন্তে, নিদাঘে মোর গাও পিক, পাপিয়া
স্মরিব মানসে ঋতু-মাধুরী।
শ্রাবণ-প্লাবনে মাতি' সারা রাতি যাপিয়া,
জাগ সবে ঝিল্লী ও দাদুরী।
কেমনে জানিব কবে উৎসবের আবাসে
সাধের শরৎ মোর আসিবে ?
সরসীর জলে আর গাঢ় নীল আকাশে,—
বিকাশের নবপ্রভা ভাসিবে ?

পুলকের রাঙ্গা হাসি, (পুষ্পরাশি আননের,)
ফুটিলে না পারি আর লখিতে।
জগতে অতুল্য সে যে ফুল্ল শোভা মানবের ;
নিবে গেল কোথা বল চকিতে ?
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ! অস্ত যাও আঁধারে ;
নিশা ! কেঁদে মরে যাও নীরবে।
তমিস্রার পরপার পাড়ি দিয়া সাঁতারে,
লভিব নবীন জ্যোতি-বিভবে।

এস স্পর্শ, গন্ধ, গান ! ভূষি প্রাণ সুষমায় ;
রচিব নবীন ঋতু জগতের।
জাগ প্রীতি ! বিশ্বে আজি নব-গীতি-ঘোষণায়
উদ্বোধিব দেব-লীলা স্বগতের

নব লীলা

করব এবার নব লীলা ; তুচ্ছ করে উচ্চ শিলা,
বহিয়ে দিব কর্ম্ম-ধারা বুদ্ধদেবের দয়ার মত।
বসুন্ধরার ভিত্তি নেড়ে, ছুটুক্ সিন্ধু গর্জ্জে' তেড়ে ;
ধৈর্য্য ধরে' ভাস্‌ব আমি অকূল জলে 'বয়ার' মত।

বিশ্ব-জনের হতাশ্বাসে, হিংসা-দ্বেষের ঝড়-বাতাসে,
প্রীতির বাঁধা কুঁড়ে ঘরে থাক্‌ব অটল স্থাণুর মত।
অন্ধ করে' দৃষ্টি আমার, আস্‌চে, আসুক্ আরও আঁধার ;
ভীষণতা দল্‌ব পায়ে, জ্বল্‌ব দীপ্ত ভানুর মত।

বুকের শিলায় মাথা খুঁড়ে, শিরায় শিরায় হাত পা ছুঁড়ে,
আকাঙ্ক্ষা অই কেঁদে মরে অবুঝ পাগল শিশুর মত।
"আর-পাব-না"র চিন্তা-দাহে, মরুক্ যে বা মর্‌তে চাহে
রক্ত ঢেলে নর-সেবায় ঝুল্‌ব ক্রুশে যীশুর মত।

নিবুক্ দৃষ্টি চক্ষু-হারা, ডুবুক্ সূর্য্য-চন্দ্র-তারা,
বিশ্ব-সেবায় ফুট্‌বে আলো ভগবানের জ্যোতির মত।
ভেঙ্গে চূরে কঠোর শিলা, করব সেবার নবলীলা ;
বহিয়ে দিব কর্ম্ম-ধারা পাহাড়-ঝরা নদীর মত।

পান্থের প্রতি

(গান)

পঞ্চ্ এং ইমং পস্স তথাগতানং। অগ্গি যথা পজ্জলিতো নিসীথে ॥
আলোকদা চক্খুদদা ভবন্তি যে। আগতানং বিনয়ন্তি কঙ্খং ॥

(থের-গাথা)

ধাঁধায় ভ্রান্ত, ওরে পান্থ! আঁধার পথে চলিস্‌নে।
ওরে অন্ধ! খানা খন্দে হোঁচট্ খেয়ে পড়িস্‌নে।

কেনরে তোর আঁধার খোঁজা,
মাথায় তুলে মারের বোঝা?
শীলের পথে আয়রে সোজা, ডাইনে বাঁয়ে টলিস্‌নে।

ব্যাধি-জরা-মৃত্যু যাবে,
ভ্রান্তি যাবে, শান্তি পাবে;
তথাগতের উদান-বাণী মুখে কেন বলিস্‌নে।

বাসনা সে মারের দাসী;
জ্বালিয়ে আগুন পলায় হাসি;
তৃপ্তি সুখের লোভে ও তুই ক্ষোভের জ্বালায় জ্বলিস্‌নে।

দেখ্‌না চেয়ে মধুর করুণ
তথাগতের নিত্য তরুণ
দৃষ্টি-তলে দীপ্তি ভাতে, কেনই তাকে বরিস্‌নে?

আয়রে শ্রান্ত, শান্তি পাবি ;
সবার হেথায় সমান দাবি ;
উঁচু নীচুর বিচার কিম্বা বাধার কথায় ডরিস্‌নে।

কেটে যাবে খট্‌কা ধাঁধার,
ঘুচ্‌বে বোঝা, টুট্‌বে আঁধার ;
নির্ব্বাণে প্রাণ হবে তাজা, মারের সাজায় মরিস্‌নে।

বর্ষ-বিদায়

আয়রে দলে-বলে জুটে, আয়রে ছুটে নব প্রাণ,
এবার ভবে তোদের পালা ; মোদের খেলার অবসান।

রৌদ্রে পোড়া দুঃখে ব্যথায়,
তরু-লতার ঝরা-পাতায়
লুটিয়ে পড়ে ঐ যে অতীত, ব্যর্থ করে' অর্থ, মান।
বর্ষশেষে আয়রে হেসে, ওরে শিশু বর্ত্তমান।

পরাজিত জীবন-রণে
অন্ধ বৃদ্ধ, বিজন বনে
লুকিয়ে থাকুক্ ; আবার জাগুক্ বিশ্বজনের ইষ্ট গান।
মুছিয়ে অশ্রু, ফুটাও হাসি গৃহে গৃহে বিশ্বপ্রাণ।

ওগো নবীন, ওগো তরুণ !
দৃষ্টি ফেলে মিষ্ট করুণ
প্রাচীনে আজ দাওগো বিদায় ; বর্ষ হ'ল অবসান।
নবোৎসবের বিশ্ব-বাসে এস প্রভু ভগবান্।

ইঙ্গিত

শিশু ! তোমায় ভালবাসি, শিশু হ'তে চাইনা ফিরে ।
উজল আমার রক্ত-সন্ধ্যা, ছায়া আমার পূর্ব্ব তীরে ।
ভালবাসি তোমায় যুবা ! লওগো হেসে আমার প্রীতি ;
তোমার দিবার শুভ্র আলো আনে তীব্র তাপের স্মৃতি ।

অস্তাচলের তলায় বহে স্নিগ্ধ নদী অন্ধকারে ;
মনে পড়ে গ্রামের কূলের ছায়ায় ঢাকা চন্দনারে * ;
তেম্‌নি ধারা চিন্তা-হরা ধারায় যেন আমায় নাওয়ায় ;
তাত্‌বে না আর অঙ্গ আমার, পিছন পথের গরম হাওয়ায় ।
পিছনে মোর ক্ষুদ্র বিশ্ব, সাম্‌নে রাজ্য বড় ডাগর ;
শৈল-পারে শৈল-মালা, সাগর-পারে আর-ও সাগর ।

"চিত্রে ভরা এমন ধরা, যাচ্চ ফেলে, কি যে দেখে" ?
মুছে গেছে বর্ণ-চিত্র ! ফেরাস্ না রে পিছু ডেকে ।
"ভুল্‌বে প্রিয় পরিজনের প্রীতি-দীপ্ত স্নিগ্ধ আলো" ?
কাঁদাস্ না রে তোরা আমায়, সাম্‌নে যখন আঁধার কাল ।

* লেখকের গ্রামের তীরের নদী ।

খেলা

(গান)

তোমার দেওয়া চিত্রে অতুল পুতুল কোথায় ফেলেছি ?
মনে পড়ে তোমার ঘরে তোমার সাথেই খেলেছি।

আলোর মালা ঊষার গাঁথা সাঁঝের রঙ্গিন ছবির খাতা
চন্দ্রে তারায় জড়িয়ে বেঁধে কোন্ আঁধারে ঠেলেছি ?
বুঝি আছে তোমার কাছেই, তোমার সাথেই খেলেছি।

ভাঙ্গা প্রাচীন যদি ঢাক, নূতন দিয়ে মাতিয়ে ডাক !
খেলার ঘরে আস্‌বে বলে' অন্ধ আঁখি মেলেছি।
চির দিন যে তোমায় নিয়ে তোমার সাথেই খেলেছি।

চিত্রপট

(গান)

ওগো শিল্পী, ওগো কবি, একি ছবি এঁকেছ ?
(আমার প্রাণের বিজন কোণে একি ছবি এঁকেছ ?)

মুছে বিশ্বের আলোর চিত্র, ওগো সখা, ওগো মিত্র,
আমার কাল চিত্ত-পটে একি আলো মেখেছ ?

রং ফলিয়ে বিনা বর্ণে, কান্না-হাসির ফুলের পর্ণে
প্রেমের স্বর্ণ-লতার কুঞ্জ সেই ফুলেতে ঢেকেছ।

জগৎ-ভরা নরনারী আঁকা আছে সারি সারি!
তাদের পায়ের স্নিগ্ধ ছায়ে আমায় এঁকে রেখেছ।

শিল্পে তোমার কি চাতুরী! তোমার মুখের শ্রী-মা
ফুটিয়ে ছবির প্রাণের ভাঁজে, পটের মাঝে জেগেছ।
(একি ছবি এঁকেছ ?)

নব বর্ষ

ঐ! মধু-মাধবের কুসুমিত পাদপের
শাখে ডাকে পাখী; বুঝি এল নব বর্ষ।
চুম্বিয়া নভস্তল, গিরি-শৃঙ্গ, সিন্ধু-জল,
কর বায়ু, রেখা-আঁকা এ ললাট স্পর্শ।

সে পরশে মহোৎসব করি মনে অনুভব,
দীপ্তি-হীন চক্ষু মুদে, স্মরি নব-আগতে।
ঝেড়ে মুছে আপনার চূর্ণ ধূলি বাসনার,
জীর্ণ গৃহ-দ্বারে তারে সম্ভাষিব স্বাগতে।

নবীনের আদরের গৃহে, দুঃখী কাতরের
কণ্ঠধ্বনি রুদ্ধ করি, উদ্বোধিয়া হর্ষ,
বৈশাখের রৌদ্র-লিপ্ত শ্যাম বিশ্ব করি দীপ্ত,
বসন্ত-রচিত-কুঞ্জে এস নব বর্ষ।

নিত্য নূতন

(১৩২২)

এস তুমি নিত্য নূতন ! নিদাঘ-দীপ্ত সাঁজের ঝাঁকে,—
মিলিয়ে গেছে কালের বেলায় বর্ষ যেথা লাখে লাখে।
চল্‌ছে ঘুরে ঋতুর খেলা ; প্রাচীন তোমায় দেখেনি কেউ ;
স্রোতের উপর স্রোত চলেছে, ঢেউএর উপর চলেছে ঢেউ।

জন্ম, জরা, মৃত্যু ফোটে বুদ্‌বুদিয়ে তটে তটে,—
তোমার দীপ্ত মূর্ত্তি নিত্য বিম্বিত সে সিন্ধু-পটে।
বিশ্ব ভাঙ্গে, বিশ্ব গড়ে, চূর্ণ আশার প্রতি অণু ;
যৌবনেতে ফুল্ল তুমি, জীবন-রসে সিক্ত তনু।

লঙ্ঘি তুমি অগণিত লক্ষ লক্ষ সাগর-শিলা,
এলে নবীন ভবের তটে দেখ্‌তে মোদের মর্ত্ত্যলীলা।
অর্ঘ্য দিয়ে সম্ভাষিতে অন্ধ-আতুর সবাই হাজির ;
ওগো নূতন ! লওগো তুলে ফুল দুটি এই ভাঙ্গা সাজির।

রুধিরাক্ত ধরাখানি হিংসা দ্বেষের দ্বন্দ্বে রণে ;
শান্তি-জলে অভিষিক্ত কর তুমি শুভক্ষণে।
সাম্য-মৈত্রীর নব নীতি আন তুমি ভবে এবার ;
করাও অভিনব লীলা বিশ্বব্যাপী নর-সেবার।

কর্ম্ম-ভূমি

(গান)

শান্তি-হাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে রেখো না মা, দিনের বেলায়।
বিশ্ব-ভরা লোকের সাথে মাত্‌ব আমি ধূলা-খেলায়।

তোমার-ই যে হাতের গড়া,
খাঁটি তাই এ মাটির ধরা ;
আমাদের-ও স্নেহ-প্রীতি রচেছ ত মাটির ডেলায়।

সারাটা দিন ধরে' খাটাও,
যেথা হ'ক্‌ ছুটিয়ে পাঠাও,
ক্লান্তি এলেও আমায় হাঁটাও বিশ্ব-বাসের লোকের মেলায়।

স্বর্গটি ত স্বার্থে রচা ;
সে কূপে যে গন্ধ পচা !
নর-সেবার কর্ম্ম-ভূমি কেমন করে' ঠেল্‌ব হেলায় ?

শান্তি আনে সুখের সাজা ;
শক্তি-দানে কর তাজা !
ঝড়-তুফানে দিব পাড়ি অকূল সাগর, ক্ষুদ্র ভেলায়।

ডাক শুনেছি

(গান)

নিশার ভোরে ঘুমের ঘোরে, ডাক শুনেছি, আবার ডাক।
(আমার) আঁখির কোলে আলো ঢেলে, আবার বল—জাগ, জাগ

স্বপ্নে বাঁধা আঁধার ভেঙ্গে,
ফুটিয়ে ঊষা এস নেমে ;
কানন ভরা দীপ্তি মাঝে আমায় তুমি রাখ রাখ।

ঐ যে সবাই কোলাহলে,
দুঃখের কথাই মুখে বলে ;
বুঝেছি গো মোহন ছলে ডাক্‌ছ আবার ; যাচ্ছি মাগো।

পরিচয়

কোথায় তোমার সঙ্গে আমার কবে প্রথম পরিচয় ?
গেছি ভুলে, এখন খালি চির দিনের মনে হয়।

মেঘের তড়িৎ, বনের হরিৎ,
সিন্ধু সরিৎ মাঝে কি ?
উজল নিশায়, বিমল ঊষায়,
দিবায় কিংবা সাঁজে কি ?
স্তব্ধ তারা কয় না কথা ; তবে সেথায় নয়রে নয়।

সে কি ধ্যানে ? সে কি জ্ঞানে ?
সে কি গভীর সাধনায় ?
সে কি সুখের ফুল্ল বুকে ?
সে কি দুখের যাতনায় ?
কহে তারা নিজের কথা-ই ; তবে সেথা নয়রে নয়।

কবে কোথায় পরের ব্যথায়
আকুল হয়ে কেঁদেছি ?
মন ভুলায়ে, হাত বুলায়ে,
কোথায় কাকে সেধেছি ?
সেথায় বুঝি আমার খোঁজে এসেছিলে প্রেমময় !

ভিক্ষা

(গান)

হাত পেতেছি তোমার কাছে, দুটি দানা দিতেই হবে।
আবেদনের বেদনটুকু, খুঁটিয়ে দেখে নিতেই হবে।

এক মুঠা প্রেম যদি মেলে,
তোমার পায়ে দিব ঢেলে
জীবন-ভরা দুঃখ-সুখের যত আছে পুঁজি-পাটা।
ছাড়্‌ব নাক ওগো প্রভু, বিনিময়ের এমন দাঁ-টা।
ঝুলির ধূলা নিতেই হবে, খাঁটি সোণা দিতেই হবে।

ওগো দাতার মতন দাতা,
তোমার পায়ে বিকিয়ে মাথা,
তোমার দাম্ভে ছুট্‌ব আমি, তোমার অন্ন নিয়ে হাতে ;
বিলিয়ে দিব ক্ষুধায় কাতর, জগৎবাসীর পাতে পাতে।
আমায় তুলে নিতেই হবে ; তোমায় দানে দিতেই হবে।

মুক্তি

ঘুমিয়ে পড়্ ওরে অবুঝ, নাইবা থাকুক্ বিছানা,
নাইবা থাকুক্ মাথার তলায় বালিশ।
রাখিস্‌নে তোর দুঃখ-ব্যথার কোন রকম নিশানা,
করিস্‌নে আর বৃথা কথার নালিশ।

আঁক্‌ড়ে-ধরা হাত ছাড়িয়ে, কেড়ে যা যা নিয়েছে
স্বয়ং দাতা, সেইটি কেন মাগিস্ ?
তুচ্ছ করে' উচ্চ রোদন, যদি সাজা দিয়েছে
নিজে রাজা, তাতে কেন রাগিস্ ?

বইলে ঘাড়ে ভারি বোঝা, শক্ত হবে গর্দ্দানা ;
খুঁজ্‌বে নাক নরম নরম বালিশ।
শিলার পথটি করলে তূলা, বাড়্‌বে তোমার মর্দ্দানা ;
উড়ে যাবে ছিঁচ্‌কাঁদুনের নালিশ।

কাপুরুষের কাঁধে ঝুলি ; ভিক্ষা মাগে বাজারে ;
মানের খোঁজে সোজা মাথা নোয়ায়।
বোঝে না যে সেইটি তাহার সাজার উপর সাজা রে !
দিনটি খালি কোকিয়ে কেঁদে গোঁয়ায়।

গভীর দুঃখের অনুভূতি, ভাগ্যে ঘটে জীবনে ;
টনক্ নড়ে পরের দুঃখ-দশায়।
বুকের জ্বালায় জ্বলে বাতি, আঁধার রাতির দীপনে।
বুঝ্‌লেন কিনা কথাটা ঠিক মশাই ?

জপে, তপে, যোগে, ধ্যানে জন্মে ভাবের ফক্কিকা,
মিষ্ট করুণ নভেল পড়ার মতই।
লোকের মেলার ধক্কলে, আর সইলে বিষম ঝক্কি-টা,
মানুষ হয়ে দাঁড়ায় মানুষ স্বতই।

নির্ভয়ে তুই চল্‌রে ছুটে, ফেলে বালিশ-বিছানা,
মুক্ত করে' আঁধার ঘরের আগল।
উড়িয়ে দেরে সেবার ধ্বজা—বিশ্ব-জয়ের নিশানা !
এই ত মুক্তি, ওরে অবুঝ পাগল !

আঁধারপারে

আঁধার নহে,—এ যে আমার মুক্তালোকের গুপ্ত ঝরা।
অনুভূতির উপাদানে উঠ্‌ছে গড়ে' লুপ্ত ধরা।
প্রলয়ান্তে এ যে শান্ত মৃত্যুঞ্জয়ের শুদ্ধি-কণা ;
আত্মভোলা স্বার্থ মাঝে সুপ্রসন্ন উদ্দীপনা।
নির্ব্বাপিত লীলার এ যে উজ্জীবিত উষ্ণ হাসি।
প্রাচীন শুষ্কমালায় এ যে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি।

দিনেই আগে উঠ্‌ত সূর্য্য, রাতেই কেবল চন্দ্র-তারা ;
শ্যামলিমার ছিল সীমা, শূন্য ছিল অন্ত-হারা ;
প্রহেলিকায় ছিল ঢাকা সিন্ধু-পারের ধু-ধু-ছায়া ;
প্রীতির মুখে থাক্‌ত ফুটে শুধু মোহ, শুধু মায়া।
চিরদীপ্ত পটের কোলে নিত্য দোলে মোতির মালা।
আঁধার নহে, এ যে আমার দেব-পূজার জ্যোতির ডালা।

ধরার খানায় শুষ্ক সিন্ধু, জল-বিন্দু গেছে উড়ে ;
মিটে গেছে পটের চিহ্ন, ঘটের আকাশ গেছে পুড়ে।
রুদ্ধ নহে, ক্ষুব্ধ নহে—নিত্য বহে শুদ্ধ বাতাস ;
ভূমার চেয়েও সীমা-হারা, পরিপূর্ণ মুক্ত আকাশ।
অতি দূরে পিছন-পথে ঝঞ্ঝা তোলে ঘূর্ণী বায়ু,
ছড়িয়ে পড়ে' আছে যথায় স্বার্থ-শিলার চূর্ণ আয়ু।

ছন্দোবন্ধের বাঁধন ভেঙ্গে, ফেলে ভবের সপ্তস্বরা,
গড়্‌ব অসীম প্রাণের তানে কবিতা অমিতাক্ষরা।
শিশুর হাসির চেয়ে শুভ্র, নারীর প্রাণের চেয়েও কোমল,
সেবার মত সুখ-গন্ধি, মায়ের চুমার মত অমল,
দয়ার মত বিকশিত লক্ষ লক্ষ তাজা দলে
ফুটে রবে ভাবের পুষ্প, সেই কবিতার প্রাণের তলে।

গানের মন্ত্রে কারার রন্ধ্রে ঝলকিবে স্থির জ্যোতি,
দুঃখ-ব্যথার মেঘের মাথায় জ্বল্‌বে ধ্রুব অরুন্ধতী ;
প্রহেলিকার প্রাকার ভেঙ্গে আস্‌বে আমার গানের শ্রোতা ;
আমার কণ্ঠে মিলিয়ে কণ্ঠ গাহ কবি, গাহ স্তোতা !
জাগ তুমি উদ্বোধনে, শোন গীতি ওহে স্তুত,—
উদ্বেলিত সিন্ধু-তলে হে প্রশান্ত, হে অচ্যুত।

যজ্ঞভস্ম



(কলিতাংশ)

যজ্ঞভস্ম

পবিত্র ভারত-বেদী-ব্যাপ্ত সমুজ্জ্বল
দেব-পূজ্য যজ্ঞ-বহ্নি, বিতরি' মঙ্গল
নির্ব্বাপিত আজি। তবু পুণ্যগন্ধ-ভরা
আছে স্নিগ্ধ ভস্ম-কণা শোক-তাপ-হরা।
তুলিয়া কণিকামাত্র বিভূতি-বিভব,
চর্চিনু ললাট, বক্ষ। নব অভিষব
লভিয়া ঘুচিল তাপ, দুরিত, প্রমাদ।
ঋষি-মন্ত্রপূত ভস্ম, দেব-আশীর্ব্বাদ।

১৯০০

উদ্বোধন-গাথা

জাগো জাগো ভারত মাতা !
চরণতলে তব প্রভাত উৎসব
করিব, রচিব নবগাথা।

শত শত জনপদ-বক্ষে
সুর-জন-বন্দিত তব পদ অঙ্কিত,
সুনীতি-বিরচন-দক্ষে !

মঙ্গল-যুত তব কীর্ত্তি ;
তব গুণ-গৌরব- কুসুমজ সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।

শূরজননি অয়ি আর্য্যে !
নিহত সুকৃতি তব হত সুখ-গৌরব
অধমজনাশ্রিত রাজ্যে।

নব্য জগত-ইতিহাসে
তুমি ত নগণ্যা ; অপরা ধন্যা ;
মলিনা তুমি নিজ-বাসে।

জাগো জাগো ভারত মাতা !
চরণতলে তব রোদন-উৎসব
করিব, রচিব নবগাথা।

প্রার্থনা

অন্ধ করিওনা আঁখি, এস আলো, প্রভাসি' নয়ন।
করিওনা স্বার্থমগ্ন, এস প্রেম হৃদয়-রতন।
এনোনা সংহার তুমি, এস জ্ঞান মানস উজলি'।
সরস করিয়া চিত্ত, এস ভক্তি, প্রবাহে উছলি'।
বিশ্ব-পদে আমি মোরে নেহারিব বিশ্বের আলোকে;
হেরিব অগণ্য বিশ্ব ব্রহ্ম-পদে শায়িত পুলকে।

এস তুমি হে পুরুষ, দেহ-মাঝে বিক্রম বিস্তারি';
যৌবন-মাধুরী লয়ে বক্ষ-মাঝে এস তুমি নারী।
অসংখ্য কর্ম্মের শিলা স্কন্ধে আমি করিব বহন;
অচ্ছেদ্য মিলনে সবে মিলাইয়া গড়িব ভবন।
দাও গো প্রেরণা মোরে, বিশ্বপতি! বিশ্বজন-হিতে;
বজ্র সম দাও পণ কোমল-করুণা-ভরা চিতে।

১৮৯৪

মুষ্টিভিক্ষা

মুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।
হাজার রাজা উজীর ধরে'
দয়া এনে ভিক্ষা করে',
রচেছ যে গরীবখানা, সেথা নাহি যাই।
কোথা সেথা করুণ আঁখি ?
মা বলিয়ে কাকে' ডাকি ?
মাইনে-করা দাতা সেথা বিষম বালাই।
মুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

ওমা তোমার পুণ্য-দৃষ্টি
অন্ন দুটি করে মিষ্টি ;
রাঙ্গা হাতে অন্নপূর্ণা, দাও মা দানা খাই।
চা'লের সাথে ঢাল সুধা,
আধপেটাতে মেটে ক্ষুধা ;
দয়া-মাখা অন্ন খেয়ে ধন্য হয়ে যাই।
মিষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

হাড়-জিরজির্ গায়ে ধূলা
ঐ যে আমার ছেলেগুলা,
তোমার যত সোণার চাঁদ, ওদেরে দেখাই ;
বড় খুসী হয়গো দেখে,
কত গল্প করে জেঁকে !
তোমার সুখে মাগো মোরা দুঃখ ভুলে যাই !
দৃষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

তোমার গৃহ-কানন খানি
চক্ষু জুড়ায় দেখ্‌লে রাণী !
প্রাণের টানে নিত্য আমি ছুটে আসি তাই।
বাসি রাঙ্গা ফুলে নানা
পূর্ণ আছে কাঙ্গাল-খানা ;
টাট্‌কা-তোলা দয়া-তরুর কুসুম হেথা পাই।
তুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

দুখের উপর দুঃখ নানা ;
গ'ড়ো না তায় দয়া-খানা।
ঘুরে ঘুরে তোমার দোরে বড় সুখ পাই।
সোণার ঘরে লক্ষ্মী মাগো,
ধন-পুত্র নিয়ে থাক !
ভিক্ষা নিতে এসে দুটি চক্ষে দেখে যাই।
ইষ্ট-ভিক্ষা চাই মা তোমার, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

১৮৯৯

দণ্ডকারণ্যে

কল্পনা ! জাগাও আজি সুখদুঃখময়
অতীত করুণ স্মৃতি ; গাহিব বিজনে—
কাঁদিব একেলা হেথা জুড়াতে হৃদয়,
সীতার বিরহকথা স্মরি এই বনে।

আজিও গো গোদাবরী ! কলধ্বনি তব
করিতেছে মুখরিত শূন্য জনস্থান ;
বিকাশিয়া মনোহর শোভা অভিনব
আজিও শোভিছে দূরে গিরি মাল্যবান্।

দনুবন্ধ-অধিষ্ঠিত, জনস্থানপারে
এই সে দণ্ডকারণ্য, চিত্র কুঞ্জবন ;
দূরে দূরে সুবিস্তীর্ণ বনের দু'ধারে
শোভে গিরি শত শত, শোভে প্রস্রবণ।

কলম্বের কলকণ্ঠে কোথা করম্বিত
মনোহর-পম্পাসর নয়নরঞ্জন ;
কোথা বা কীচকবন পেচক-শব্দিত ;
নিষ্কুজ-স্তিমিত কোথা সুগভীর বন।

এই সে দণ্ডকারণ্য শোভায় প্লাবিত,
সেই চারু জনস্থান, গিরি প্রস্রবণ ;
সেই মহারঙ্গভূমি,—যথা অভিনীত
অমিত বিরহদুঃখ, সৌহার্দ্দ্য, মিলন !

হে শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি, দেখাও এ বনে
ফুটিল যে কুঞ্জতলে বাল্মীকি-ভারতী ;
যাপিলা সুদীর্ঘকাল বিরহরোদনে
যথায় ভারতলক্ষ্মী দেবী সীতা সতী।

ছায়াময়ী জানকী গো, ছায়া-তরু-কূলে
জুড়াতে কি তাপদগ্ধ জীবন তোমার ?
যেতে কি কালিন্দীতটে শ্যামবটমূলে
স্মরি পূর্ব্ব সুখকথা বিরহে অপার ?

রচিতে কি শয্যা, দেবী, প্রস্রবণ-শিরে
সৃজি প্রস্রবণ তব দুঃখ-অশ্রুধারে ?
ভ্রমিতে কি বিরহিণী, গোদাবরী তীরে ?
কিংবা সুখচিহ্নমাখা কুঞ্জের মাঝারে ?

ধ্বনিত কি কর্ণে নিত্য, কহ বিরহিণী,
"তব সহ রব আমি মধুগন্ধি বনে"—
"নয়নে কৌমুদী তুমি, জীবনসঙ্গিনী" ?
বাড়িত কি বড় ব্যথা সে সুখ-স্বপনে ?

লক্ষ্মী ছিলে গৃহে যাঁর, হে ধরা-শায়িনী,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি, দেহের চন্দন,
সুখে দুঃখে ছিলে যাঁর আনন্দদায়িনী,
কি করিতে, স্মরি মনে তাঁহার ক্রন্দন ?

স্বকর-কলিত তব শল্লকী-পল্লবে
পুষ্ট করি করভকবংশজাত করী
বিচরে পর্ব্বতে বনে যূথে যূথে সবে ;
কৃপাময়ী, এত দয়া গেছিলে বিতরি !

তোমার পালিত সেই ময়ূর-সন্তান
আজিও নাচিছে হেথা কানন উজলি ;
গাহিছে বিহগ তব করুণার গান ;
তোমার-ই স্নেহের কথা কহে বনস্থলী ।

তোমার-ই রোপিত সেই কদম্ব এখন
করিয়াছে বনভূমি নীপগন্ধময় ;
সতীত্ব-সৌরভ তব যেন এ কানন
প্রসারিছে বিস্তারিয়া কৃতজ্ঞহৃদয় ।

আজিও কদলীকুঞ্জে হরিণের দল
তব দত্ত-তৃণ-লুব্ধ নির্ভয়ে বিচরে ;
কাননে কাননে লেখা রয়েছে কেবল
তোমার স্নেহের লিপি অক্ষয় অক্ষরে ।

স্নেহময়ী বনদেবী বাসন্তী হেথায়
স্মরিয়া তোমার দুঃখ কাঁদে দিনগণি ।
তমসা মুরলা আসি গোদাবরী-পায়
বরষে দুঃখের অশ্রু করি কলধ্বনি ।

দুঃখান্তে মিলন তব করিয়া সূচিত
ব্রততী-বেষ্টিত তরু বিকশিত ফুলে ;
বিহগ বিহগীসাথে গাহে মধু-গীত ;
মৃগ সহ ভ্রমে মৃগী গোদাবরীকূলে।

তোমার মঙ্গলকল্পে, বিরহিণী সতী !
আজিও গাহিছে গীতি সুমঙ্গল অতি,
অবনী, অমর সিন্ধু, দেবকুলপতি,
আদি কবি, সবশিষ্ঠ দেবী অরুন্ধতী।

অর্ঘ্য ঢালে মধুচ্যুত, ফল পুষ্পদল ;
বহে মন্দ বনানিল কমল-সুরভি ;
প্রেমের আগ্রহে গায় বিহগ সকল।
সতীর মঙ্গলে আজি মাঙ্গলিক সব-ই।

জুড়াইতে জগতের বিরহের ব্যথা,
ভারতের পাপ তাপ করিতে মোচন,
অমৃতা অমৃতময়ী রামায়ণ-কথা
পত্রের মর্ম্মরে গাহে বনস্পতিগণ।

বাল্মীকির কাব্য-কুঞ্জ প্রিয় জনস্থান !
ভারতীর রঙ্গক্ষেত্র চিরদিন তুমি ;
তুমি পুণ্য তপোবন, শান্তির সোপান ;
ঋষির তপস্যাপূত সুপবিত্র ভূমি। ১৮৯৯।

বিশ্বামিত্র

[রামায়ণে ও পুরাণে আছে, যে প্রথমে মেনকা ও পরে রম্ভা আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আমার আদর্শ অনুসারে রম্ভাকে প্রথমে এবং মেনকাকে শেষে আনিয়াছি।]

তুচ্ছ ভেবে ক্ষত্রবল, সম্পদ-গৌরব,
লভিতে যতনে নব ব্রাহ্মণ্য-বিভব,
বসিলেন বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায়
বিজন পুষ্কর-তীর্থে। বিস্বাদ কষায়
কটু, তিক্ত ফল, মূল, পানীয় সেবন
করিয়া সাধনে দিন করেন ক্ষেপণ।
টলিল কনকাসন স্বর্গে দেবতার,
হইল ইন্দ্রের প্রাণে ভীতির সঞ্চার।

দেবেন্দ্র, নিভৃতে ডেকে কহেন রম্ভারে,
"হে রূপসী দেবদাসী, বিবিধ সম্ভারে
সাজাইয়া বরতনু, সাজিয়া মোহিনী,
নরলোকে যাও তুমি চিত্ত-আরোহিণী;
যাও যথা বিশ্বামিত্র পুষ্করের তীরে;
নাশিয়া তপস্যা তার ফিরিও অচিরে।"
গেল রম্ভা, বিশ্বামিত্র মগ্ন যথা যোগে—
স্থাণু-সম অচঞ্চল, স্পৃহাহীন ভোগে।

সযত্নে অযত্ন স্থজি', আধেক আবরি
অঙ্গখানি, এলাইয়া মোহন কবরী,
দুলাইয়া বক্ষতটে কৌষিক অঞ্চল,
দাঁড়াইল পুরোভাগে। তবুও চঞ্চল
নহে তপস্বীর মন। আবার বিলাসে
বাঁধিতে তপস্বী-চিত্ত লাস্য-রসাভাসে,
কুড়ায়ে অঞ্চল ধীরে বদন ছাদিল,
বিলম্বিত মাল্যদামে কবরী বাঁধিল।

স্থিরনেত্রে বিশ্বামিত্র নিরখিয়া তায়
কহিলেন,—"হা নিষ্ঠুর, এসেছ আমায়
ভুলাতে কৃত্রিম প্রেমে অকরুণ প্রাণে?
প্রাণ সম অঙ্গ তব গড়িব পাষাণে।
রহিবে পাষাণী হয়ে এই তীর্থ-কূলে,
জড়সমা জড়প্রাণে স্বর্গসুখ ভুলে।"
পাষাণী হইয়া রম্ভা রহিল সে শাপে।
তপস্বীর উগ্র শ্বাসে ত্রিভুবন কাঁপে।

আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিয়া দরশন
কহিলেন,—"বিশ্বামিত্র, সফল সাধন
হইল তোমার আজি; যাওগো সংসারে;
প্রখ্যাত রাজর্ষি আমি করিনু তোমারে।"

প্রণমি ব্রহ্মার পায় বিশ্বামিত্র কহে,—
"এ সিদ্ধি লভিতে দেব, মোর ব্রত নহে।"
স্বরগে গেলেন ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণত্ব তরে
বসিলেন বিশ্বামিত্র সংযত অন্তরে।

আবার টলিল স্বর্গে ইন্দ্রের আসন।
ডাকি মেনকায় দেব কহেন তখন,—
"বিশ্বামিত্র ধ্যানমগ্ন পুষ্করের তীরে ;
করি তার ধ্যান ভঙ্গ এস তুমি ফিরে।"
শিরে ধরি আজ্ঞা তাঁর মেনকা সুন্দরী,
স্বর্গ হ'তে নরলোকে আসিয়া উতরি,
হেরিল ধরার শোভা নব মধুমাসে ;
হেরিল রাজর্ষি-মূর্ত্তি পুষ্কর প্রবাসে।

"এমন অনিন্দ্য রূপ !" ভাবে সুরনারী—
"ছলনায় কভু এঁকে ছলিতে কি পারি ?
এত যে সুন্দর ধরা জানিনিত আগে !
হেথাকার সুখ দুঃখ বড় ভাল লাগে।
দুঃখশূন্য উপভোগে কেবা সুখ পায় ?
তাপশূন্য স্পর্শে সুখ নাহিক ছায়ায় !
বিচিত্র চঞ্চল রূপে সুসজ্জ ধরণী ;
সুস্থির ত্রিদশ-শোভা বিষ-সম গণি।"

মেনকা, নারীর আশা লভিয়া ধরায়
পুষ্করে কলসী-কক্ষে নিত্য আসে যায় ;
অনুরাগে ব্রীড়া-ভরে দেখি তপস্বীরে
ফিরে ফিরে চেয়ে দেখে, ঘরে আসে ফিরে।
যুবতীর লাজমাখা অনুরাগ-দিঠি
কাটিল তপস্যা-বন্ধ ; গেল আশা মিটি
লভিতে বিপুল সিদ্ধি ব্রাহ্মণত্ব ধন ;
মেনকার রূপ-মুগ্ধ তাপসের মন।

মেনকাকে লয়ে ঋষি রহিলা কুটীরে ;
বসন্ত, শরৎ কত এল ফিরে ফিরে।
তারপর একদিন পূর্ণ মধুমাসে
জনমিল কন্যারত্ন ; সহসা উদাসে
চাহিলেন ঋষিবর ; ভাবিলেন, "হায় !
কোথা মোর ব্রাহ্মণত্ব, তপস্যা কোথায় ?"
বিশ্বামিত্রে অনুতপ্ত হেরিয়ে তথায়,
মেনকা কম্পিত-হৃদে গেল অমরায়

তপস্যায় বহুদিন আবার অতীত।
কিন্তু রে মায়ার স্বপ্নে হৃদয় ব্যথিত।
কভু ঋষি ব্রাহ্মণত্ব চাহে দেবতায়,
কভু বা কান্দিয়া কহে,—"ব্রহ্মসনাতন,
একবার দেখিব সে দুহিতা-রতন।"

পাইলে পরের শিশু, ঋষি লয়ে তায়
চুমিতেন কোলে তুলি ভুলিয়া মায়ায়।

ব্রাহ্মণত্ব-ঋষিত্বের সংকল্প কঠোর
ভুলিলেন বিশ্বামিত্র ; একি মায়া ঘোর !
আসিত পুষ্কর-তীরে অনাথিনী—যত,
তাদের-ই সেবায় ঋষি রহিতেন রত।
আর বার ব্রহ্মা আসি দিয়ে দরশন,
কহিলেন,—"বিশ্বামিত্র, সফল সাধন
হইল তোমার আজি, যাওগো সংসারে ;
ব্রাহ্মণত্ব আজি আমি দিলাম তোমারে।"

"নহি উপযুক্ত আমি দেব দয়াময়,
লভিতে এ ব্রাহ্মণত্ব ; আমার হৃদয়
স্নেহ, প্রেম, মায়া, মোহ, ফেলিয়াছে গ্রাসি।"
কহিলেন ব্রহ্মা তাঁরে সাদরে আশ্বাসি,—
"স্নেহহীন নির্ম্মমতা ব্রাহ্মণত্ব নহে ;
জানি, যে সন্তাপে সদা তব চিত্ত দহে ;
সে সন্তাপ নাহি যার, ব্রাহ্মণ সে নয় ;
মগ্ন হও লোকহিতে, আমি প্রেমময়।"

১৮৯৩

থানেশ্বরে

আর্য্যের জীবনানন্দ দেবী স্রোতস্বতী !
শুভ্র-ধারে ব্রহ্মাবর্ত্ত-পথ-প্রবাহিনী।
জ্ঞানময়ী বেদ-ধাত্রী ! কহ সরস্বতী,
এ বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্রে কোথা একাকিনী
পুঞ্জীভূত বালুকার সুগভীর স্তরে
চিরনিমজ্জিতা তুমি বিষণ্ণ অন্তরে ?

তোমার শ্যামল তীরে রক্তিম ঊষায়
ভক্তি-সূক্তে বিকশিল হৃদয়স্পন্দিনী
দেব-সম্মোহনী গীতি বাণীর ভাষায় ;
গাইলে উদাত্তে তুমি হে দেব-নন্দিনী,
ছন্দে ছন্দে নাচাইয়া তরঙ্গের মালা।
গীতি-ভরা সেই ধারা কোথা দেববালা ?

স্বজন-নিধনে ক্ষুব্ধ হলধর বীর,
ত্যজি শুভ্র সুরা তাঁর,—হৃদ্য মনোহর—
রেবতী-নয়ন-ছায়া-সম্পাতে-মদির
প্রবেশি তোমার নীরে বিনোদি অন্তর,
করিলেন স্নিগ্ধ শুভ্র তব বারি পান।
সে পবিত্র ধারা কোথা করিল প্রয়াণ ?

নিষ্ঠুর ঘোরীর সৈন্য আসিল যখন,
রোধিলে তাহার গতি তব খর-স্রোতে।
তোমার কৃপায় দেবি, বিজিত যবন
হইল তখন-ও জানি। সহসা সৈকতে
লুকাইলে তারপর, সৌভাগ্য-সঙ্গিনি।
ফিরে এস খরস্রোতে-ভারত-বন্দিনী।

জ্ঞান-শান্তি-স্বাধীনতা-সৌভাগ্যের খনি!
মরুভূমি এ ভারত তব তিরোধানে।
ঢালগো আবার ঢাল মৃত-সঞ্জীবনী
অনন্ত অমৃত ধারা, ভারতের প্রাণে।
পুণ্য-নীরে মরুক্ষেত্র প্লাবিয়া আবার
ভারতের প্রাণ কর সরস অপার।

১৮৯৫

দ্রৌপদী

(দ্বৈতবনে)

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুধী-শিরোমণি,
ক্ষমাশীল তুমি নাথ জগতে বিদিত ;
উদ্বেজিত চিত্তে আজি অবলা রমণী
করিতেছে শ্রীচরণে যাহা নিবেদিত,
ক্ষমা করি অপরাধ শুন একবার।
গুরু নহি, শিষ্যা আমি চরণে তোমার।

গ্রাসিল ভারত রাজ্য করিয়া ছলনা
নৃশংস পাপিষ্ঠ খল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ;
অনুচর ভ্রাতৃবর্গ সহিছে যাতনা ;
তুমি আছ উদাসীন, হে সুধী-রঞ্জন,
দণ্ডদানে পরাঙ্মুখ, পথের ভিখারী।
একি নীতি সুধীবর, বুঝিতে না পারি !

অক্ষম শাসিতে যারে, পদ-তলে যার
নিত্য বিদলিত তুমি, অরণ্য প্রবাসী
হয়েছ যাহার ভয়ে,—একি চমৎকার—
তারে করিতেছ ক্ষমা ? শুনে পায় হাসি।
কাপুরুষ এ জগতে তবে কেহ কভু
দেখেছে কি ? কহ মোরে ক্ষমাশীল প্রভু।



দস্যু যবে গৃহে আসি করয়ে লুণ্ঠন,
বিনাশে স্বজনগণে, কেহ কি তখন
ধ্যান করে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মানুশাসন ?
শঠতার প্রতিদানে প্রতিজ্ঞাপালন
কর যদি, ধর্ম্ম তবে রহিল সতত
অধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতরে জগতে জাগ্রত।
এ দাসী তোমার পত্নী ; অপমানে তার
জ্বলে না কি ক্রোধানল তোমার শিরায় ?
লজ্জায় মলিন মুখ হেরি সবাকার,
হেঁটমুখে বনবাস ? এ কি শোভা পায় ?
দর্পে পরশিল অঙ্গ যে তব পত্নীর,
তাহারে করিবে ক্ষমা, বীর যুধিষ্ঠির ?
জড় তুমি, জায়াজীবী শৈলূষ-সমান ;
মৃত তুমি, হারায়েছ ক্ষত্রিয় জীবন ;
ভীত তুমি, দুর্য্যোধনে হেরি বলবান্ ;
স্তব্ধ তুমি, জ্ঞানহীন অনার্য্য যেমন।
হেরি তব ধর্ম্ম কর্ম্ম ওহে ধর্ম্ম-রাজ,
পরিহাস করি হাসে মানব-সমাজ।

ছায়া-সম, ভৃত্য-সম, আছে কাছে কাছে
ভ্রাতৃচতুষ্টয় তব ; করে না লঙ্ঘন
তোমার বচন তারা। তাই শত লাজে
আছে মাথা নুয়াইয়া। তোমার চরণ
সেবিতে সহিছে যারা এ ক্লেশ-দুর্গতি
নাহি কি করুণা তব তাহাদের প্রতি ?

ভীমের ভীষণ গদা হইলে ঘূর্ণিত
কাঁপে বিশ্ব চরাচর ! বীর বৃকোদর
সবংশে নৃশংস শত্রু করি বিদলিত
এখন-ই আসিতে পারে, যদি সুধীবর
একবার দাও তুমি যুদ্ধে অনুমতি।
কৃপা কর কৃপাময়, হে পাণ্ডব-পতি !

পাণ্ডব-কলঙ্কে আজি ম্রিয়মাণ মুখে
অর্জ্জুন কাটিছে রেখা হের ধরাতলে।
বিলুণ্ঠিত ধনুঃশর, অপমানে দুখে।
জাগে যদি সুপ্ত সিংহ, পারে বাহু-বলে
বিনাশিতে কুরু-মৃগ। কর গো রাজন্
ইঙ্গিতে জাগ্রত তারে এই নিবেদন।

হেঁয়ালি

ব্যাকুল অন্তরে যবে নকুল যাচিয়া
ম্লান-মুখে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসে বিজনে—
"কবে যাব যাজ্ঞসেনী এ বন ত্যজিয়া"—
অঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ বসি গো রোদনে ;
দুঁহে কাঁদি এক সাথে। এ দুঃখ অপার
নিবারিতে পার শুধু আদেশে তোমার।

সান্ত্বনিতে আসে মোরে সহদেব যবে,
রুদ্ধ কণ্ঠে লুকাইয়া মম বক্ষঃতলে
আপনি সে কাঁদে প্রিয়। এ দুঃখ-আহবে
ক্ষত বক্ষে কাঁদি সবে। জানি শৌর্য্যবলে
পার তুমি উদ্ধারিতে সৌভাগ্য-বিভব ;
পার তুমি প্রতিষ্ঠিতে পাণ্ডব-গৌরব।

ভারতের প্রজাকুল, ধর্ম্ম যুদ্ধ বলি'
হইবে সহায় তব ; কুরুবৃদ্ধগণ
করিবেন আশীর্ব্বাদ ; দেব-বলে বলী
হইবে তোমরা সবে। ভারত-ভুবন
হবে তব পদানত, লভিবে বিজয় ;
যথা ধর্ম্ম তথা জয় হইবে নিশ্চয়।

১৮৯৫

উদ্দেশে

জলবিম্ব-সম এ মর-জীবন
    জানিতাম, সখা, জানিতাম।
"অমরার তরে প্রেমের দীপন"
    তোমার-ই মুখে তা শুনিতাম।
তবু-ও আজিত প্রিয় সহচর,
    পারি না চিত্ত ভুলাতে ;
তবু-ও হৃদয় বিরহে কাতর
    বসিয়া পান্থ-শালাতে।
যাহারা অজানা পথের পথিক,
    ভব-পথ তারা যাচে কি ?
ওগো অমরার প্রেমের প্রেমিক,
    ভবের প্রণয় আছে কি ?

অবিচল প্রীতি অটুট সখ্যে
    ছিল তব প্রাণ পূর্ণ ;
পরহিত-ব্রত পালিয়া বক্ষে
    অর্জিলে কত পুণ্য।
তোমার মতন কে ছিল সুধীর,
    সুশীল শিষ্ট বিনত ?
তোমার মতন কে সহিল বীর,
    নিঠুর-পীড়ন নিয়ত ?

অশ্রুসিক্ত বেদনা অপার
ব্রহ্মচরণে ঝরিত ;
তপ্তচিত্ত সতত তোমার
নিভৃতে গলিয়া পড়িত।

স্বজন-গঞ্জনা-বিষের জ্বালায়
জ্বলিতে দিবস রজনী ;
বক্ষ পাতিয়া লইতে হেলায়
শত্রুর শত অশনি।
চিরপ্রিয় তব বান্ধব কত
ত্যজিল হে প্রিয়, তোমারে ;
অঙ্গ ভরিয়া লভিলে গো ক্ষত
নিশিত শরের প্রহারে।
কলঙ্ক-পসরা বহিলে মাথায়,
সহিলে অশেষ যন্ত্রণা ;
শান্তিময়ের চরণ ছায়ায়
লভ আজি সখা সান্ত্বনা।

জগৎ-পূজ্য যে নর-রতন,
কাঁটার মুকুট পরিয়া
শূল-আরোহণে ত্যজিলা জীবন,
সে লবে তোমারে বরিয়া।

নর-দেব যে গো দেবতা-পূজিত
নির্ব্বাণ লভি নিত্য,
নাশিলা ভবের দুঃখ দুরিত,
সে করিবে চিত স্নিগ্ধ।
ত্রিলোক-পূজিত ঋষির চরণ-
পরশে ঘুচিবে ক্লান্তি ;
ব্রহ্ম-কৃপায় মরিবে মরণ,
লভিবে অমৃত শান্তি।

১৯০৩

চন্দনা

কাল মেঘে আকাশ ঢেকে বর্ষা এল আষাঢ়ে।
নূতন জলে হেসে খেলে জাগ্‌ল কত আশারে।
মুসলধারে বৃষ্টিধারা মনটা দিল ভিজিয়ে;
বহু দিনের শুষ্ক স্মৃতি উঠ্‌ল আজি গজিয়ে।
ফুট্‌ল বনে, ফুট্‌ল মনে, কত ফুলের কলিকা;
বাল্য-কথা ফুট্‌ল যথা শুভ্র নব-মল্লিকা।
ছড়িয়ে পাখা, তুলে মাথা, উঠ্‌ল জেগে কল্পনা।
প্রাণের তটে এল ছুটে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

ছোট ছোট পল্লীগুলি তীরে তীরে দুধারে,
ছায়া ফেলে কাল জলে কি যে শোভা বিথারে।
স্বচ্ছ নীরে ওর-ই তীরে, কত বছর আগেরে!
খেলেছিনু কত খেলা,—আজ-ও মনে জাগেরে।
উছ্‌লে যেত কূলে কূলে কত হর্ষ, ব্যথা গো।
সে দিন বলে' মনে পড়ে বহু দিনের কথা গো।
ভেসে গেছে হর্ষটুকু, পড়ে আছে যন্ত্রণা।
যাচ্চে বয়ে আঁকা বাঁকা ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

বন্যাজলে জ্যোৎস্না রাত্রে উঠ্‌ত মেতে ধরণী।
মেঘের মত ভেসে যেত পাল খাটিয়ে তরণী।
কূলের জলে দুলে দুলে ভাস্‌ত কত বিধু রে!
বাজ্‌ত কত প্রেমের বীণা প্রাণের মাঝে মধুরে।

ছুট্‌ত কত সুখের ঢেউ ; আজি কোথা চিহ্ন তার ?
কোথা তন্ত্রী, কোথা বীণা ? পড়ে আছে ছিন্ন তার।
বর্ষা-জলে বুকের তলে উঠ্‌ছে ফুলে যন্ত্রণা ;
বন্যা-জলে ছুটে চলে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

গাঙের ঘাটে তীরের মাঠে আজি গীতি গাহে কে ?
কাদের বাছা ওরা সবে কলরবে নাহে রে ?
আমার সখা সাথী যারা কোথা তারা মরি রে !
নূতন জলে আজি দুলে ভাসে কাদের তরী রে ?
আজ-ও ধরা হাসি-ভরা ! কে হাসে ঐ কূলে গো ?
কেহ কি রে, আর মোরে মনে করে ভুলে গো ?
কেগো স্রোতে আহ্লাদেতে অঙ্গ ঢালে অঙ্গনা ?
বহে' যারে প্রেম-ধারে ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

কাল মেঘে আকাশ ঢেকে বর্ষা এল আষাঢ়ে।
মনের সুখে নদীর বুকে আজি তরী ভাসারে।
তরঙ্গেতে রঙ্গ-ভরে নাচ্‌বি কেগো ছুটে আয় !
নদীর জলে কলকলে বন্যা আজি বহে' যায়।
হেসে খেলে আয়রে শিশু আনন্দের মুরতি ;
কলসী বুকে ভাস সুখে ফুল্ল যত যুবতী।
যারে ছুটে প্রাণের তরী, পাল তুলেছে কল্পনা ;
যারে বয়ে, বহে যথা ক্ষুদ্র নদী চন্দনা।

১৮৯৭

রমণী

অঙ্গে তরল কাঁচাসোণা, চোখে মাণিক জ্বলে,
দুধে মাজা হীরার ঝলক কোমল কণ্ঠ তলে।
পরি সোণা মাণিক হীরা, দেখায় যেন রাণী—
সবার চেয়ে সেরা তার-ই উজল দেহখানি। (১)
অধরে সিঁদূরে মেঘ, ভোরের অরুণ গালে,
নখে ফুটি নব-রবি ভাতে করজালে।
মুখে ঝলে পূর্ণ-ইন্দু, চোখে সাঁঝের তারা;
আলো করে দীপ্তিময়ী ধরার আঁধার-ধারা। (২)
হাসিতে বসন্ত তার, নিদাঘ তার-ই মান,
দৃষ্টি ঢালে বৃষ্টি, যাহে স্নিগ্ধ তপ্ত প্রাণ;
গরবেতে শরৎ ফোটে, হেমন্তটি গীতে,
বিষাদে তার অবশ দেহে বিশ্ব কাঁপে শীতে। (৩)
সম্ভাষণে নিঝর-ধারা বহে কলকলে,
আদরে তার মন্দাকিনী কূল ছাপিয়ে চলে;
প্রেমেতে তার অপার সিন্ধু,—স্বয়ং নারায়ণ
অমৃতের উৎস-তলে করেন শয়ন। (৪)
চাও কি তুমি সোণা মাণিক, চাও কি মধুর আলো?
চাও কি তুমি ষড় ঋতুর যে টুক্‌খানি ভাল?
চাও কি তুমি মুক্তি নর, নারায়ণে লভি?
লভ গো রমণী-প্রেম, পাবে তুমি সব-ই। (৫)

১৯০০

ঋষি ও সুরনার

যথা বাসন্তী-প্রকৃতি-কান্তি বিম্বিত সর-দর্পণে,
সঞ্চরে সুর-সুন্দরী তথা সুধীর চরণ-অর্পণে।
বিহগের গীতে ঝরিছে নিভৃতে আকুল মধুর মূর্চ্ছনা ;
কুটীর-দুয়ারে উলসিত ঋষি, অবশে যেন সে উন্মনা।

সাধনা-বেলায় সংযত ছিল গভীর চিত্ত-সিন্ধুরে ;
উচ্ছ্বাসে টলে আজি সে জলধি নেহারি বদন-ইন্দুরে।
কিরণ-ক্ষিপ্ত ঊর্ম্মি গড়ায় বেলায় বিলাপি কল-কলে ;
মথিত সাগরে উথলি উঠিল, অমৃত মিশিয়া হলাহলে।

অতি সে রূপসী সুর-সুন্দরী, সরস নিটোল তনু-লতা।
ধ্যানে ও বয়সে শীর্ণ তাপস,—জাগে প্রাণে তার তরুণতা !
সংযম-তট প্লাবিয়া খেলায় নব তরঙ্গ অন্তরে,
ছাপি' তরঙ্গ ফেনিল-লালসা নাচিয়া ভাসিয়া সঞ্চরে।

রশ্মি-জড়িত সস্মিত চোখে ফেলে দিঠি বালা আনমনে ;
আঙ্গুলে তাড়িয়া হিঙ্গুল অধর বন-বিহগের গান শোনে।
আত্ম-মগ্ন হাসিতে কপোলে টোল পড়ে—মৃদু কম্পনে,
উদ্ভূত প্রেমবুদ্‌বুদ্‌ যেন পিপাসু অমৃত-চুম্বনে !

না চাহি' ঋষির পানে সে রূপসী (নহে অবজ্ঞা-তুচ্ছতা)
বিচরে যৌন-গরবে ; মৌন-সম্ভোগে জাগে শুদ্ধতা।
নাচায়ে দুলায়ে তুলিল বাতাস বিজয় পতাকা অঞ্চলে ;
দুলিল কলিকা গ্রথিত মালিকা লম্বিত চারু কুন্তলে।

মাধুরী-পিয়াসে অধীর তাপস আসিয়া সরসী-অন্তিকে,
ভাষিল প্রীতির স্তুতির মন্ত্র সে সুর-নারীকে বন্দিতে।
করুণা-প্রেরণে বরিল তরুণী ঋষির চরণে চিত্ত, হায় !
স্বর্ণ-করেতে শীর্ণ হস্ত কাঁপিল হর্ষে ক্ষিপ্রতায় !

বাসনার বশে অবশ তাপস ; ভাঙ্গিল পুণ্য-বন্ধ রে !
সেবায় কামিনী সঁপিয়া জীবন রচিল স্বর্গ অন্তরে !
শূন্য-পুণ্য তাপস ; রূপসী অমৃতা আত্ম-তর্পণে।
ফুটিল সুষমা, যথায় প্রকৃতি বিস্মিত সর-দর্পণে।

১৮৯৫

ফুলশয্যা



(ভগ্নাংশ)

প্রথম হইতে বংশীধ্বনির শেষ পর্য্যন্ত কবিতাগুলি সংস্কৃত কবিতার ধরণে হ্রস্বদীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে।

'ফুলশরের' কবিতাগুলি একেবারে সংস্কৃতের ধাঁচায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া, 'ললিতে' 'দেবি' প্রভৃতি সম্বোধনের পদগুলি বাঙ্গলা রচনাতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এরূপ প্রয়োগ যে বাঙ্গলায় অশুদ্ধ, তাহা স্বীকার করি। অন্যান্য রচনায় সংস্কৃত বিভক্তি কিংবা অন্য কোন খাঁটি সংস্কৃ ধরণ অবলম্বন করি নাই।

ফুলশর

তব পঞ্চপুষ্প-রচিত কান্তি,
নিশিত, কুসুম-চাপে
সিত ইন্দু-কিরণ-রঞ্জিত তনু,
অতনু ভরিল তাপে
তুমি স্নিগ্ধ মন্দ-মধুর-গন্ধি
মলয় পবন-সেবিত ;
তবু কান্ত পরশ লভি, পরবশ
অন্তর পরিদেবিত।
শত নন্দন বন-দৃশ্য বিরচি
নয়ন করিছ ফুল্ল।
মধু স্বপ্ন-জড়িত যৌবন কর
নব-বসন্ত-তুল্য।
তুমি উন্মদ-মদ-বিভল-দৃষ্টি
বরিষ যুবতি-চক্ষে।
তুমি কম্পিত কর অঞ্চল, মৃদু
লাজ-লুলিত বক্ষে !
কত সুন্দর কর মন্থরগতি,
ললিত-ভঙ্গ-মুগ্ধ !
তুমি স্বার্থ বিদলি অর্দ্ধহৃদয়
কর-পর-সুখ-লুব্ধ

১৮৯৮

নিদাঘে

অনিল অতি বহিল মৃদু, ঝড়িল সিত কৌমুদী ;
বিগত রবি-তাপ যত সাঁঝে।
স্নিগ্ধ কম পরশ লভি আজি সুখ-অম্বুধি,
উচ্ছ্বসিত শান্ত-মন-মাঝে।
প্রেম-অনুরাগ-দিঠি বরষি মম নয়নে
ফুটিল ফুল উলসি বন-তীরে ;
নিদাঘ পরিতাপ হরি' কুসুমদল শয়নে
লুটিল বন-পবন কত ধীরে।

বিহঙ্গ-গানে, কুসুমের বাসে,
সুশ্যাম কুঞ্জে, নবচন্দ্র হাসে ;
বিমুগ্ধ মোহে যুবতীর চিত্ত।
মধু ক্ষরেরে উপযাতি নিত্য।

১৮৯৫

ঘনাগমে

ফুটিল নব পুষ্প বন-শষ্পদল ছাইয়া,
সুরভি মৃদু পবন অতি তাহে।
বিহগ কত কুসুম-নত বায়ু-পরিচালিত
শ্যাম তরু শাখ' পর গাহে।
নব জলদ মণ্ডলে, রবি-কিরণ ভাতিছে ;
সাঁঝ অতি আজি মনোলোভা।
কনক-কর-দীপ্ত-তট-শৈল-পদ চুম্বিয়া
সলিল অতি ধরিল বর শোভা।
সান্ধ্যকর-রঞ্জিত সুনীল তট পশ্চিমে
স্নেহ সম ভাস্বর পবিত্র।
তরল চল বিজুলি সম বীচিদল খেলিছে,
প্রেমসম দীপ্ত সুবিচিত্র।
প্রস্ফুটিত নীপশত আধফুট কেশরে,
কপিশময় হরিত যুত বর্ণে।
চুমিল অলি কৃষ্ণ কলি, ফুটিল নব মল্লিকা
বেষ্টিত সুরম্য নব পর্ণে।
নব-জল-শীকর-শীতল কানন
শোভিল নব ফুল পুঞ্জে।
কেলীকলা সুখলুব্ধ সমীরণ
নাচই চঞ্চল কুঞ্জে।
উচ্ছ্বসিতা নির্ঝরিণী গায় বনে প্রীত চিতে ;
গায় কবি প্রেমভরে মানবকাক্রীড় বৃতে।

১৮৯৫

শরদে

অঞ্জন-রঞ্জিত-নীল গগন-পট
দীপ্ত রবির কর-জালে।
শ্যামল-তৃণ-শোভিত তটিনী-তট—
বেষ্টিত তাল-তমালে।
স্বচ্ছ সুনির্ম্মল জল-তল মুকুরে—
বিম্বিত কানন-কান্তি।
গীতি-মুখর বন মথি অতি মৃদুরে
স্তব্ধ পবন লভি শান্তি।

উৎফুল্ল পল্লব দলে, কুসুমের কুঞ্জে,
সপ্তচ্ছদে, মদভরা সিত-পুষ্প পুঞ্জে,
শেফালিকা-তরু-তলে, মুচুকুন্দ মুঞ্জে,
নাগেশ্বরে মদন-মত্ত দ্বিরেফ গুঞ্জে।

নিদ্রিত চন্দ্র সুনির্ম্মল নীরে,
সুপ্ত-বনান্তে, শ্যামল তীরে।
প্রেম সুষুপ্তা শারদ-বালা।
লুণ্ঠিত বক্ষে চম্পক-মালা।

হেমন্তে

ফুল-দল চুম্বিত,   রবিকর-বিম্বিত,
ঝলকিল কত হিম বিন্দু।
নির্ম্মল গগনে,   কুসুমিত বদনে,
ভাতিল হিম কর ইন্দু।

শোভিল হিমকর সুনীল গগনে;
সেবিত উপবন শীতল পবনে;
স্নিগ্ধ শিশিরময়-কুসুম-সুগন্ধে
গীতি রচিল কবি নব নব ছন্দে।

১৮৯৭

শিশিরে

শীতল পবনে,   কানন গহনে,
বিরত বিহগকুল সুখময় নটনে।
বিষণ্ণ অম্বর,   শীর্ণ সরোবর,
মুদিত কমলদল অতি হিম পতনে।

কুহেলিকা যবনিকাবৃত দিগ্ বিভাগে,
হিমানিপাত-সিতপর্ব্বত-শৃঙ্গ-গাত্রে,
বিশুষ্ক পল্লব-দলে, মৃত পুষ্প-পাত্রে,
একা বিষাদিত চিতে বন-বায়ু জাগে।

বিহগ, শিশির পাতে ধুনিলা আর্দ্র পাখা।
শ্বসিল পবন কুঞ্জে, মর্ম্মরে শুষ্ক শাখা।
মলিন বন-উপান্তে, শীত-গীতি প্রসঙ্গে,
বিরচিল কবিগাথা 'মালিনী' সর্গ ভঙ্গে। ১৮৯৭

৮

বসন্তে

নবকিশলয়দল শোভিল,　　মৃদু দোলিল
　　　　বনলতিকা তরু সঙ্গে।

নন্দন বনফুল-গঞ্জন　　　বন-রঞ্জন
　　　　ফুটিল কুসুম শত অঙ্গে।

শ্যামল পত্র সুশোভিত　　অতি লোহিত
　　　　পলাশ চিত্ত বিদারে!

বিতরি মনোহর সৌরভ　　　বন-গৌরব
　　　　ফুটিল বকুল মদভারে।

বেষ্টি বিকচ নব পল্লবঁ　　　অলি বল্লভ
　　　　মগ্ন কুসুম-মধু পানে।

সুরভিত অনিল সুপূজিত—　　বন কূজিত
　　　　মধুকল কোকিল গানে।

আজ গহন সব মধুর মহোৎসব
পূর্ণ।
প্রদোষ-রক্তিম ঢালিল কুঙ্কুম
চূর্ণ;
ব্যজনিল চামর অনিল মলয়চর
মন্দে;
ফুটিল বকুলদল পূরি বনস্থল
গন্ধে।
হরিণী নাচিল, কোকিল গাহিল
গীতি;
উথলিল গহনে নিকুঞ্জ ভবনে
প্রীতি।

গাহে কোকিলচূত-চম্পক বনে, ঢালে সুধা চন্দ্রমা;
হাসে কিংশুক-পাটলা বিকশিয়া শোভা সুবর্ণোপমা।
পুষ্পামোদ-ভরে সমীরণ সদা ক্রীড়াবশে কম্পিত।
আনন্দে কবি বর্ণিলা বিরচিয়া শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

১৮৯৭

বংশীধ্বনি

এস তুমি কুসুম ময়ি
কুঞ্জ ভবনে।
কুসুম হাসে
সৌরভ বিথারি ধনি ;
হাস তুমি কুন্দ-দল-রদনে।

রাজ সখি ইন্দুমুখি
হৃদয় গগনে।
বিধুবিভাতে !
দীপ্তিময়ি, উজলি চিত
বরিষ তব হরষ-দিঠি সঘনে।

এস তুমি গীতময়ি,
চিত্ত-গহনে।
বিহগ গাহে !
গাহ মধু নাদিনি,
গীত-রস-রসিত করি মদনে।

এস তুমি নিভৃত মম চিত্তবন.বাসিনী !
ব্যর্থগত গীত কর সফল কলভাষিণি।
সফল কর বিফলগত মধুর মধুযামিনী।
এস মম শরণময়ি ! এস বরকামিনী।

অবশ অতি অথির চিত ; কি করি কহ অবলে ?
বাঁধ মম বক্ষ, তব মৃতুল ভুজ-যুগলে।
সুতনু ! মম অতনু-জিত চিত্ত লহ চরণে,
এস মম শরণময়ি, গহন-বন-শরণে।

রূপ-সর-সলিল তব কনক জিনি ঝলকে ;
ঢালি পরিতপ্ত তনু সন্তরিব পুলকে।
বীচি-পরিবাহ-চল কমল কলি উছলে !
এস মম শরণময়ি ! ডুবিব সুখ-সলিলে।

গাহ সুকান্ত সুরম্য বসন্ত !
রচি-সুরুচির নব গীত-নিবন্ধ।
গাহ হৃদয় নিতি হরষ-বিষাদে
মঙ্গল-গাথা—"জয় জয় রাধে"।

গাহ কুসুমকলি বিতরি সুগন্ধ ;
গাহ সমীরণ বহি মৃদু মন্দ।
গাহ সকল বন-তরু মন-সাধে।
মঙ্গল-গাথা—"জয় জয় রাধে"।

গুঞ্জর অলিকুল, গাহ বিহঙ্গ,
অভিনব রঙ্গে মোহি অনঙ্গ।
গাহ হৃদয় মম বেণু-নিনাদে
মঙ্গল গাথা—"জয় জয় রাধে"।

১৮৯৭

প্রতিধ্বনি

আজি ত সাঁঝে কুঞ্জ-মাঝে
যাবনা আমি ললিতে!
কুসুম-বাসে এলায়ে আসে
চেতনা; নারি চলিতে।
হেরিলে শশী পড়িবে খসি
ধৈরযের গ্রন্থিরে;
এ মধু মাসে বঁধুর বাসে
হইব চির বন্দীরে।
সে যদি মোরে প্রেমের ডোরে—
না চাহে সখি বাঁধিতে?
উপেখি হাসি বাজায় বাঁশী?
বাঁচিব শুধু কাঁদিতে?
প্রেমের ব্যথা মনের কথা—
পারি কি সখি বলিতে?
যমুনা-জলে, কুঞ্জ-তলে
যাবনা আর ললিতে।

১৮৯৭

শান্তনু

(নারীরূপিনী গঙ্গার প্রতি)

সৈকত-সোহাগিনী
কে তুমি একাকিনী ?
উদিলে প্রাণ-মন-ছলনে ?
কে গো গঙ্গার মত বিজন-বাহিনী, ললনে ?

যৌবন কূল-হারা ;
ভ্রূভঙ্গ স্রোতো-ধারা ;
তরঙ্গ অঙ্গ ছাপি উথলে !
কে গো গঙ্গার মত কল-কল্লোলিনী, ভূতলে ?

মানস-প্রভাসিনী,
হৃদয়-প্রসাদিনী,
অঙ্গে আলস-রস-দায়িনী !
কে গো গঙ্গার মত ত্রিপথগামিনী, ভামিনি।

বিশদ হাসি-রাশি
অধরে খেলে ভাসি,
ভাতিছে জ্যোতি যেন শরদে ;
কে গো গঙ্গার মত পুণ্য-সলিলা, বরদে ?

হেঁয়ালি

গভীর হৃদি-তল
প্রেমেতে টল মল,
অকূলে নাচে জল সমদে।
কে গো গঙ্গার মত গভীর-সলিলা, প্রমদে ?

স্বচ্ছ নিরমল,
স্নিগ্ধ সুশীতল,
রূপের বারি-ধারা নাচিছে ;
আমি ঢালিব তাহে তাপিত তনু আজি যে !

ওগো তাপবিনাশিনি গঙ্গে !
বহি রূপ-তরঙ্গ-ভঙ্গে—
ঢালি পুণ্য সলিল অঙ্গে, বরদে,
এস চিত-সৈকতে হৃদয়-মোহিনি প্রমদে।

১৮৯৯

মাদ্রী

রজনী আমার আঁধার নিত্য, নিয়ত পোহায় রোদনে ;
সুখের শয়নে যৌবনে আমি মলিনা।
প্রেম ভরা এই বক্ষের তুঙ্গিমা, সোহাগ রঙ্গিমা বদনে,
আপন-বিষাদে হবে কি বিজনে বিলীনা ?
রঞ্জিতে আঁখি-রঞ্জনে, যত অঞ্জন পরি নয়নে,
অশ্রু সলিলে কপোলে ঢালে সে কালিমা।
গন্ধ-সলিল-সিক্ত কবরী এলাইয়ে পড়ে শয়নে,
বিরাজে সুধুই কুন্তল-তলে নীলিমা।
গন্ধ-রজ যত মাখি গো হরষে, উরসে কপোলে যতনে,
লুন্ঠিত মম অঞ্চলে যায় মুছিয়া।
তাম্বূল-রাগ মিলায় অধরে, সীধুর সুরভি বদনে!
যায়রে জীবন বৃথা প্রসাধন রচিয়া।
নব মধু মাসে জীবন কুঞ্জে কেনরে ঝটিকা উঠিয়া
ক্ষীণ মেঘ-সম সাজান স্বপন উড়াল ?
উছলি সিন্ধু—অকূলে ক্ষুব্ধ—বেলাভূমে পড়ে লুটিয়া ;
লহরী-ভঙ্গিমা লহরী-লীলায় ফুরাল।

১৮৯৯

ঊষা

(স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া, চিত্রলেখার প্রতি)

কেন গো সজনী রজনী পোহায়
ভাঙ্গিয়া সুখের স্বপ্ন ?
বিজনপুরের সে জন কোথায় ?
কোথা সে জীবন-রত্ন ?
রুদ্ধ ভবনে কেমনে কখন
উদিল গো অনিরুদ্ধ !
হরিয়া দুঃখ করিয়া যতন
করিল হৃদয় লুব্ধ ।
সঙ্গীত-রসে মগ্ন নয়ন
প্রেম ভরে করে নৃত্য ;
অধরে করিয়া মদিরা-চয়ন,
পাগল করিল চিত্ত ।
কুসুমে রচিত দেহের পরশ
বিথারিল ফুল-গন্ধ ।
সুখের নেশায় করিয়া অবশ,
গেল সে হৃদয়ানন্দ ।
ললিত-পরশে লুলিত-অঙ্গ,
চেতনা জাগিল অন্তরে ;
অধীর হইয়া মোহিত মর্ম্ম
কাটিল মোহের বন্ধরে ।

নিশ্বাসে তার বিশ্বাস আসি
বিচরিল মোর বক্ষে ;
মোহন-দৃশ্যে বিশ্বটি ভাসি
ঢুলিল আমার চক্ষে।
জাগরণে সই কামনা-ভরিনু,
আলসে মানস ভ্রান্ত ;
মুদিয়া নয়ন বদন হেরিনু
মদন-মোহন কান্ত।

নিশার স্বপ্ন প্রভাতে পালায় !
জীবন-স্বপ্ন নহে কি ?
আসে রে মরণ দুঃখ যাতনায় ;
সুখের জীবন রহে কি ?
গেল নিশা সই ; এ দিবস যাবে
ক্ষণিকের সুখ-স্বপনে ;
যাবে যৌবন জীবনের তাপে,
শুকায়ে বিজনে গোপনে।

১৯০০

কুন্তি

(পাণ্ডুর প্রতি)

যিনি জীবনের আলোকের
চির উৎস জগতে,
যাঁর করুণার প্রতিমার
পূজা নিত্য মরতে ;
ভক্তিভরে তাঁর মহিমার
কত পূজা করিনু,
তাই সুবিমল অচঞ্চল
যৌবন-ধন লভিনু ।
এযে যৌবন নিরুপম
নিরমাল্য দেবতার ;
কাম-লালসায় কেন তায়
চাহ তুমি অনিবার ?
প্রেমে চাহে যে বা স্মর-সেবা
সুখময় বেদনা ;
অন্ধ-তমিস্রায় ডুবে যায়
বিশ্বে তার চেতনা ।
তুমি ধর্ম্ম সম লহ মম
জীবন যৌবন ;
তুমি লোক-হিতে এস দিতে
হরষে আলিঙ্গন ।

ফুল-শর

যথা প্রভঞ্জন, সমীরণ
করিয়ে প্রবাহিত,
করে তাপ-ভরা দগ্ধ ধরা
সতত প্রশমিত ;
পূত-প্রেম দিয়া কর হিয়া
সুখময় তেমনি।
দেবতা তুমি স্বামী দেবী আমি ;
নহি আমি রমণী।
তুমি দেবোপম —ইন্দ্র সম—
এস, চিত্ত-সদনে ;
আমি নহি রতি, প্রিয় পতি,
পত্নী আমি ভবনে।

১৮৯৭

কলিকা ও ফুল

যবে দেখেছিনু তায় প্রভাত-প্রভায়
বসন্ত-কুঞ্জ-কাননে,—
লয়ে নব পরিমল কলিকা বিমল
ফুটিতেছিল সে আননে ;
সেথা ছেয়েছিল তার ঘিরি চারিধার
ফোটা ফুল কত বর্ণে ;
সে যে পরাজি' সবায় রূপের আভায়
ছিল গো মুদিত পর্ণে।
মৃদু বহিল সমীর, গাহিল অধীর
কোকিল, অখিল মোহিয়া ;
নব মধু-মাস আসি সমুদিল হাসি,
কলিকার মুখ লোহিয়া।
তার পর্ণে পর্ণে সোণার বর্ণে
উজলি উঠিছে বিধুরে !
ওগো ছেয়ে শতদল সুরভি অমল
উছলি উঠিছে সীধুরে !
নব সমীরণ ধায় সুখের আশায়
সুরভি তাহার যাচিয়া।
কত গুঞ্জরে অলি সমীরণ দলি,
বিহগেরা গায় নাচিয়া।

১৮৯৭

প্রণতি

এস নেমে এস দেবী গো!
রাঙা পা দুখানি সেবিব।
বিলাসের ধূলি, বাসনা-পবন,
পারে না যথায় করিতে গমন,
হৃদয়ের সে-ই ঊর্দ্ধ শিখরে
পেতেছি আসন দেবী গো!
ফুটায়ে কপোলে অরুণ-বরণ,
অধরে মধুর বিধুর কিরণ,
বরষি নয়নে ত্রিদিব-দীপ্তি,
এস দেবী শুধু হেরিব।
নীরব আমার তন্ত্রীটি তুলি,
চম্পল-কলি অঙ্গুলি-গুলি
পরশি মুখর কর একবার,
নব ভাবে প্রাণ ভরিব।
অমৃত-নিচিত কণ্ঠে তোমার
সঙ্গীত যদি ঝরে একবার,
ললিত-ছন্দে মিশিয়া ভাসিয়া
শ্রীপদ-প্রান্তে পড়িব।

১৮৯৭

আসিও তখন

সায়াহ্ন-সিন্দুর-লিপ্ত যবনিকা যবে
ঢাকিবে রবির দীপ্তি বিশ্বদাহকর,
অলস-লুলিত স্নিগ্ধ সমীরণ রবে
লুটায়ে শিশির-সিক্ত তৃণের উপর;
হৃদয়ে পরিয়া প্রিয়ে বাসনা-বসন,
মৃদুপদে একাকিনী আসিও তখন।

দলিত-অঞ্জন-দ্যুতি গগনের তলে
নিস্তব্ধ শ্যামল বনে বিহগ-কূজন
রহিবে নীরবে যবে; স্তব্ধ সর-জলে
নিঃশব্দে কৌমুদী যবে করিবে শয়ন;
দূরে ফেলি লাজ-বাস আমরা দুজন
মিলিব বিজনে আসি; আসিও তখন।

নিদ্রায় মুদিবে নর বিদ্বেষ-নয়ন,
ভাসিবে জোছনা শুধু, হাসিবে অম্বর;
করুণ কোমল প্রেমে তারকা যখন
বিকাশিবে প্রেম-দিঠি বিশ্ব-মোহকর;
লভিয়া পরাণে প্রিয়ে, প্রেম-জাগরণ
দুজনে জাগিয়া রব; আসিও তখন।

———

১৮৯৭

বেজায় হেঁয়ালি

গোলাকার

জন্ম পরিগ্রহের পরে খেয়ে পরে' বেড়ে ওঠা,
ঠেলাঠেলি মারামারি করে' দুটি পয়সা লোটা,
মাঝে মাঝে রোগে ভোগা এবং শেষে শিঙ্গা ফোঁকা,
সবাকারই ভাগ্যে ঘটে, হোক্ সে জ্ঞানী কিংবা বোকা।
জীবন-তত্ত্বের সহজ অর্থের চল্‌ছে তবু দীর্ঘ টীকা ;
গজিয়ে ওঠে কাঁটার বনে সরুমোটা প্রহেলিকা।
ঘুরে ফিরে তত্ত্ব-জাহাজ লাগে আবার ঘাটের তটে !
প্রমাণিত হচ্ছে কেবল, ধরা গোলাকারই বটে !

ষড় ঋতু

গ্রীষ্মে আসে বিসূচিকা, বর্ষা ঋতুর খ্যাতি অতিসারে ;
শরতে হয় বাতের বৃদ্ধি, কট্‌কটানি জাগে প্রতি হাড়ে।
হেমন্তে হয় ম্যালেরিয়া, কাঁপুনিতে বাড়ে সেটা শীতে ;
হাম-বসন্তে ঋতুপতি, ষড়্‌ঋতুর মাঝে গেছেন জিতে।
বার মাসের তের পার্ব্বণ কচ্চি মোরা তবু কপাল ঠুকে ;
আধি ব্যাধি দিয়ে বিধি, সংসারটা চালাচ্চ খুব সুখে।

বাল্যে এবং যৌবনেতে পুঁথির বিদ্যায় বাড়ে খচমচ ;
লব্ধ তাহে রাজ-সেবা, কিংবা যাহে নৈবচ নৈবচ।
প্রৌঢ়ত্বের গৌরবেতে তত্ত্ব-বিদ্যায় কর যদি যতন্,
ফুট্‌বে খাসা অন্তর্দৃষ্টি, চোখের আলো হবে কিন্তু খতম্।
কাজেই বৃদ্ধ চক্ষু বুঁজে মুনি-বৃত্তি করেন কিছু অধিক।
বোঁচ্‌কা ঘাড়ে চল্‌ছি খাসা, ভবের পথে আবাল বৃদ্ধ পথিক।

ষড় ঋতুর কুঞ্জমাঝে আচ্ছা করে চতুরাশ্রম বানাই ;
উৎসবেতে গোল পাকিয়ে বাজারে ঢোল, বাজা কাঁসি, সানাই।
"ঐ পাতে দই রসগোল্লা !" হল্লা করে কাটাও আঁধার রাতি।
পরের কথা ভাব্‌বে পরে, বংশক্রমে পুত্র এবং নাতি।
মহোৎসবের কলরবে এস সবে আকাশখানা ফাটাই !
গোলেমালে হরিবোলে ভাঙ্গা মাসের এই কটাদিন কাটাই।

(ডিসেম্বর ১৯১৪)

টিট্‌কারী ও আলোর পদ্য

বিলাতি ঢং ভেস্তা যেমন চাঁদনি-ছাঁটা ডেরেস্‌টায়,
ষত্ব ণত্ব লুপ্ত যেমন জমিদারের সেরেস্তায়,
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তেম্‌নি গেছে গুলিয়ে ;
তবু লিখ্‌ছ আলোর পদ্য, পাঠকবর্গে ভুলিয়ে ?
বল্‌তে পার। কিন্তু চক্ষু ঝল্‌সে যাহার উগ্রতায়,
তাকে কেন বল্‌বে আলো খেলো গোছের মূর্খতায় ?
ফিজিক্‌স্‌ হাতে কর্ব্বে তর্ক ? দেখিয়ে দর্পে ওস্তাদি ?
আমার কথায় দিচ্ছ বাধা ? এযে বেজায় গোস্তাগি !

হয়না দেখা, উত্তাপটি পড়্‌লে চক্ষুর মুকুরেই ;
দৃষ্টান্ত, সব্‌মেরিনে ভাঙ্গচে জাহাজ ঢুকুরেই।
বৃথাই তুমি জাঁক কচ্ছ বিদ্যালয়ের তকমার-ই ;
দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ চোখে দেওয়া ঝক্‌মারি।
জ্ঞানী লোকের ভাষায় বলি, চক্ষু ভাব্‌চ চস্‌মাকে।
পায়না সোয়াদ্‌, না খেয়ে যে গায়ে গুড়ের রস মাখে।
আধ্যাত্মিক ভেবে কথা, দিচ্ছ আমায় টিট্‌কারি !
বুঝ্‌বে যারা আমার কথা তোমায়-দিবে ধিক্কার-ই।

ঊর্দ্ধ-অধ-পথের যখন পান্‌নি খবর দ্রষ্টারা,
শোন তখন তত্ত্ব-কথা, ছেড়ে হাসি-মস্কারা।

হাতের বলে সাগর সেঁচে মাণিক তোলা অসম্ভব ;
বেড়া জালেও তুল্‌বে খালি ভাঙ্গা ঝিনুক অসংখ্যক ।
থৈ পাবে কি জ্ঞানের দড়া ? টেলেস্কোপে ভেট পাবে ?
তবে কেন আমার কথায় নাকটি তোমার সেঁট্‌কাবে ?
একে আমার মেজাজ্‌ খারাপ, তর্ক তুল্লে তুমি তায়,
কাজেই আমার আলোর পদ্য সাঙ্গ হ'ল ভূমিকায় ।

১৯১৫

ঔষধ

সংসারটা ফাঁকিরে
যেন ভোজের বাজী !
জীবাত্মাটা পাখীরে
উড়ে পালায় পাজী !
জমিয়ে টাকা Bank-এ
ফেলে যাবে পিছে ।
সঙ্গে তাকে নেন্‌ কে ?
তবেই ওসব মিছে ।
অতএব ভোজনেই
ভাল করে' লাগ ;
মেজাজ থানার ওজনেই
ঘুমাও এবং জাগো ।

১৯০১

কবিতার সন্ধান

রে কবিতা সুভাষিণী, নাচিস্ কোথায় ছন্দে ?
খুঁজে বেড়াই বন-বাদাড়ে, খিড়কি-ঘাটে আর পাহাড়ে,
লোলুপ শেয়াল বেড়ায় যেমন কাঁঠাল পাকার গন্ধে।

ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় শনি, ব'সে যেন রন্ধ্রে।
যখন আমি ভাবে মেতে বেরিয়ে পড়ি দুপুর রেতে,
লোকে বলে, আস্ত দানো আছে আমার স্কন্ধে।

ঘরের লোকে পাগল বলে ; সময় কাটে দ্বন্দ্বে।
আহার খোঁজাই সেরা কর্ম্ম ? বোঝেনা কেউ তোমার মর্ম্ম !
চুপি চুপি খুঁজ্‌ব তোমায় এবার পূজার বন্ধে।

ঘরে যারা আনে টাকা, ভাবে মহানন্দে
এ সংসারে তারাই কর্ম্মা। ও পথে না চলেন শর্ম্মা !
আহাম্মকেই সোণা কুড়ায় খনির খানাখন্দে।

শুনে আমার তত্ত্ব-কথা চক্ষু পেলে অন্ধে ;
কিন্তু "কার-ও" পদ্মপলাশ নেত্র হল জলের গেলাস !
ঐ কবিতা দিল ধরা নারীর আঁখির ছন্দে।

১৯১৪

প্রেমের বয়স

প্রেমে পড়ে মানুষ, যখন থাকে বেজায় অবুঝ ;
রাজার ভাষায় বল্‌তে গেলে লোকটি থাকে "সবুজ"।
দর্পণেতে দেখে নিজের তেড়ি-কাটা ছবি,
ভাবে কিনা ভুল্‌বে রূপে ভবের যত ভবী।

দৈবে যদি তাকায় ফিরে গোলগাল কান্তি,
বিলিয়ে গেল প্রাণটা বলে মনে হয় ভ্রান্তি।
অর্থাৎ কিনা ভেদ থাকে না জড়-চেতনের মধ্যে ;
কহে কবি কালিদাস সংস্কৃত পদ্যে।

হাল্‌কা থাকে প্রাণটা এবং পল্‌কা প্রাণের শক্তি ;
পদ্য বলে' মনে হয় জীবন গদ্যের পংক্তি।
জালটি ফেলে ধত্তে যায়, হোক পুঁটি বা টেংরা ;
খাঁটি বাঙ্গলায় বল্‌তে গেলে লোকটি থাকে চেঙ্গড়া।

১৯১৩

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

বৃদ্ধ ব্রহ্মা পিতামহ, সৃষ্টি-কার্য্য সাধিতে,
গাছ-পাথর-ইঁদুর-বাঁদর মক্স ক'রে আদিতে,
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পোক্তা হাতে গড়িয়ে,
ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা দিয়ে নাড়ী-ভুঁড়ি জড়িয়ে,
দলে দলে ভূমণ্ডলে পাঠিয়ে দিলেন নারীনর ;
এল তারা নিয়ে খাসা জিহ্বা নাসা দগ্ধোদর।

এসে মানুষ বিশ্ববাসে পায় না দিশে,—করবে কি !
বাঁশের বনে ডোমেরা সব কাণা হ'য়েই মরবে কি ?
বেধে গেল বেদের তত্ত্বে বিষম রকম সমস্যা ;—
কেউবা কহেন, "উপোষ কর !" কারও হুকুম,—তপস্যা !
তপস্যাটা ক্বচিৎ ভাঙ্গে থাকলে ভাল বাবুর্চি,
কিংবা এলে রাস্তা ভুলে উর্ব্বশীটির ঠাকুর-ঝি।

শেষ কথাটি বল্‌লে খুলে, ধরবে আমায় লাইবেলে ;
নইলে কথা ভারি সাদা, পুরাণ কোরাণ বাইবেলে।
ধর সাঁচ্চা মেরীর বাচ্চা কিংবা ধ্রুব প্রহ্লাদে,
বাজাও ঢাক, টান নাক, আল্লা বল আহ্লাদে,
নেইক ক্ষতি ; কিন্তু যদি ছাড় ভড়ং বুজরুগি,
দেখ্‌বে মজা,—সবাই বাজায় একই তালে ডুগ্‌ডুগি।

———

১৯০০

মান ভঞ্জনের পূর্ব্বাভাস

কৃষ্ণ— কি লাগি বদন ঝাঁপসি রূপসি ?
রাধা— চলে যারে কেলে ডেক্‌রা ।
কৃষ্ণ— পুরুখ-বধের ভয় না করোসি !
রাধা— এত জান তুমি নেক্‌রা ?

কৃষ্ণ— দাস-খত লিখে দেবে গো কানাই,
রাধা— কর অন্য গোপী পাক্‌ড়া ।
কৃষ্ণ— শ্রীকর-কমল পরশিয়ে যাই ।
রাধা— একি চীনে-জোঁক, কাঁক্‌ড়া !

কৃষ্ণ— শরণ লইনু চরণ তলায় ।
রাধা— পা ছাড় ! করো না নেঙ্গড়া ।
কৃষ্ণ— মরি যে বিরহ-বিষের জ্বালায় ।
রাধা— (রহ) আনি বিষ-ঝাড়া খেঙ্গরা ।

১৯০১

অভিসার-গীতি

রাতি ন'টার সময় এস রসময়
ঠাণ্ডা ক'রো না খিঁচুড়ী ।
আছে ছাগের বৎস, ইলিশ মৎস্য,
নিরামিষ ডিশ, এঁচোড়েই ।
পাবে সুরভি কোরমা, কোপ্তা, দোরমা,
গরমা গরম কচুরী ।
পিপাসাটি পেলে, সুধা দিব ঢেলে,
কাক্ খুলে এক মোচড়েই ।

১৯০১

বাঙ্গালার পলিটিক্‌স্‌

আরাম-চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে—
কিম্বিধ শাসন নীতি হবে ফিলিপাইনে !
ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা,
ম'ল কি বাঁচিল তথা ;
বিচার হইবে এবে কি রকম আইনে,
রীতি নীতি দেশাচার চলিবে কি লাইনে ?
গোঁয়ার বোয়ার জাতি
কেন করে মাতামাতি ?
চলিয়াছে ডিওয়েট্‌ বাঁয়ে কিম্বা ডাইনে—
ভেবে ভেবে সে সমস্যা অন্ন আর খাইনে।
তিন কোটি মূল ধন
লয়ে যদি কোন জন
মাছ ধরে একেবারে চলে' গিয়ে রাইনে ;
বুঝিতে না পারি সাফ্‌
কতটা যে হয় লাভ,
বোধ হয়, হয় কিছু, ঠাওর ত পাইনে।
প্লেগে নাকি হয় মাটি
হনলুলু, ওটাহাটি,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোয়া স্কাইনে ?
কি হবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাইনে।

কি হবে স্পেনের গতি ?
চাষীর হতেছে ক্ষতি,
ফসল হ'ল না ভাল এ বছর ভাইনে ;
মিছাই জঙ্গল রাখা
আদপে হয় না টাকা,
—লোহার সুলভ দরে—ওকে কিম্বা পাইনে।
উথলিছে বড় শোক,
মরেছে অনেক লোক
হটেণ্টট্ দেশে হায় হীরকের মাইনে !
বল কি উপায় করি ?
নদীতে ডাকাতি চুরী
হতেছে বিষম নাকি ভিষ্টুলা ও টাইনে।
আমার না হয় ঘুম—
ইলেক্‌সনে মহা ধূম,
সবে বলে হগ্ চাই লায়ন্‌কে চাইনে।
আইরিস্ বিলে নাকি
লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি,
মেরেছে থাপ্পড় বেলী ধরিয়া ও'ব্রাইনে।
যায় দিবা অনিদ্রায়
পলিটিক্স ভাবনায় ;
অধিক লিখিতে আমি অন্য আর চাইনে ;
কেবল জিজ্ঞাসা করি,
যদি লই এডিটরি,
এত বিদ্যা লয়ে আমি কত পাব মাইনে ? ১৯০০-

হায়রে সেকাল

হায়রে সেকাল ! ওরে ভুঁদো, ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়া !
রাত দিনই ছুটাছুটি—হাঁরে লক্ষ্মীছাড়া ?
ঐ দেখ্, পা নড়্ছে ! হাত নাড়্ছিস্ ফের ?
ঘাড় নড়্ছে ! মাথায় হাত ? পাওনি বুঝি টের
আমি কেমন শক্ত লোক ? আমরা ছেলে বেলা
থাক্তাম শুধু চুপ্ কোরে—জান্তাম না কো খেলা।
ছ'বছরের ধেড়ে ছেলে—হায়রে কলিকাল,
শিখ্লি নাক শিষ্টাচার—ভাল চলন্-চাল ?

হায়রে সেকাল ! লজ্জা সরম নেইক কলিকালে ;
ইচ্ছা করে থাব্ড়া মারি মেধো ছোঁড়ার গালে।
বৌটি নিয়ে বিদেশ্ যাবে ! একিরকম প্রথা ?
সবে বয়স পঁচিশ তিরিশ—ছি ছি লাজের কথা।
আমরা— ও তার—মুখ দেখিনি চুল্ পাক্‌বার আগে,
সারা জন্ম কইনি কথা ; তাই ত জ্বলি রাগে।
জামাই বেটার পানের ডিবেয় মেয়ে রাখে পান
দিন দুপুরে ! হায়রে কলি ! কাট্‌লি সবার কাণ ?

হায়রে সেকাল ! ওরে মোনা, ওকি পড়্ছিস্ ছাই ?
একালে কি সেকেলে সব ভাল গ্রন্থ নাই ?
ধুত্তোরি তোর মাইকেল, মার্ব্বো বেজায় চড়—
ফেলে দে তোর হেম-বঙ্কিম—ভারতচন্দ্র পড়।

কোথায় গেল দাতাকর্ণ, সত্যপীরের গান!
খণার বচন শুন্তে এখন কেউ পাতেনা কাণ!
তুলোট কাগজ, খাঁকের কলম, উঠে গেল যদি—
একালেতে বিদ্যা সাধ্যি হবেই হবে রদি।

হায়রে সেকাল! এখন কি কেউ আইন কানুন জানে?
বুঝলে নাক মোনা সেদিন 'কার্য্যানঙ্গ' মানে।
জেলায় ছিল রাম মোক্তার, হাকিম স্বরূপ চাকী;—
তেম্‌নিটি কি আর হবে গো? এখন সবই ফাঁকি।
ফোঁড়া কাট্‌ত বাঞ্ছা নাপিত, এবং দেখ্‌ত নাড়ী;
কেউ কখন-ও পড়েনিক ডাক্তারি ফাক্তারি।
নাড়ী টিপে বলে দিত কে মর্ব্বে কবে;
এখন সব-ই উলট্‌ পালট্‌, তেমন্‌টি কি হবে!

হায়রে সেকাল! কবি ঝুমুর গেল উড়ে পুড়ে—
কোথায় গেল দাশুরায়, কোথায় গোপাল উড়ে!
ঢোল কাঁশির পাইনে দেখা; মরি অতি লাজে—
এখন কি না ঘরের ভিতর হার্ম্মোনিয়ম্‌ বাজে!
কোত্থেকে আজগুবি রকম এল থিয়েটার;
দেশের দফা কল্লে রফা কল্কি অবতার।

হায়রে সেকাল! কি বল গো রমাকান্ত খুড়ো?
কি আর বলি—আছি য্‌'দিন আমরা দুটি বুড়ো।
হায়রে সেকাল! হায়রে সেকাল! বুঝবে কথা কে?
(স্বগত) সেকালেই বা কি করেছি, তাও ত জানি নে।

১৯০০

জীবন-স্বপ্ন

তরুণ অরুণ-রাগে যখন, ঊষার শুভ্র কপোল দুটি রাঙ্গে,
তখন থাকি সুখের ঘোরে ; অত ভোরে ঘুম কি কারো ভাঙ্গে ?
শিশির-সিক্ত শ্যামল পত্রে রবির দীপ্তি ওঠে যবে ফুটি,
আঁখি মেলে' তখন আমি খুঁজি আমার গরম চা ও রুটি !
তাহার পরে বিষয় কর্ম্মের খেলা ;
এম্‌নি কাটে স্নিগ্ধ প্রভাত-বেলা !
তপ্ত বালির চড়ার পারে সূর্য্য করে দগ্ধ যখন ধরা,—
পাতার তলায় হাঁপায় পাখী, বিশ্ব যখন বেঁচে থেকেও মরা,
তখন আবার শয্যাখানি চুমে,'
অঙ্গখানি লুটিয়ে পড়ে ঘুমে।
অপরাহ্ণের বাতাস যখন ধরাখানি শীতলিতে ছোটে,
কুঞ্জমাঝে পাখীর কূজন আবার যখন ধীরে ধীরে ফোটে,
তখন ক্ষুধা তৃষ্ণার উপশমে,
জল যোগে দেহের জ্বালা কমে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা-অন্তে, সঞ্চরিয়ে আসে নিশারাণী,
স্তব্ধ হ'য়ে ঘুমায় বিশ্ব ; শয্যা-প্রান্তে শান্ত মুখের বানী।
আমার দিবা, আমার রত্রি হায় !
ঘুমের ঘোরে বুঝি কেটে যায় !
উদয় অস্তে চ'ল্‌ছে ঘুরে তারা চন্দ্র রবি !
জীবন একটি "দীর্ঘ স্বপ্ন," ঠিক্‌ বলেছেন কবি !

১৯১৩

তত্ত্বকথা

তোমরা আমায় ভালবাস ? কোন গুণে তা শুনি ?
জান ঠিকই নইক আমি, ঋষি কিম্বা মুনি ;
নিজের স্বার্থের দিকে রাখি সজাগ রকম দৃষ্টি,
পরের ভাল করি, বাঁচিয়ে পয়সা, রৌদ্র, বৃষ্টি ;
গালে কেউ চড় মাল্লে পিঠ দিইনা পেতে,
বরং ওঁছাই বংশদণ্ড জ্বলে পুড়ে তেতে ।
রসিয়ে যখন বুক্‌নি ঝাড়ি, দিইনা বাক্যে গুঁজে
পালিশ-করা বাছা শব্দ নীতি শাস্ত্র খুঁজে ।
তবু আমায় ভালবাস কোন গুণেতে দাদা ?
হয় তোমরা অতিশয় আহাম্মক ও গাধা,
না হয়ত মনে মনে জান তোমরা সবাই,
গুণ বিশেষের সম্পর্কে মাসতুত ক-ভাই
এক নৌকায় বসে কচ্ছি একই দিকে যাত্রা,
ভরাডুবির ভয়ে বাড়াই উদারতার মাত্রা ;
বেদেয় চেনে সাপের হাঁচি ! বুঝ্‌লে দাদা তথ্য ?
আপনা আপনির মাঝখানে বলাই ভাল সত্য ।

১৯১৪

শাব্দপ্রেম

বা

শ্রীমতী অঁমল ধবল শতদলবাসিনী

নাম্‌টি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা ;
শ্বশুর বলেন মন্দ কি, তবে একটু লম্বা।
কথাটা এই,—বাগ্‌চি পাড়ায় পরাণ বাগচি বড় লোক,
লোমে ভরা বুকের পাটা, কটা-কটা দুটা চোখ্ ;
ছেলে হয়না বলে ঘরে নিত্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন ;
যদি বা তায় হলই ছেলে বাঁচলনা সে বেশীক্ষণ।
পোড়াকপালী পোয়াতি, কেঁদে ভাসাল দেশটা ;
বছর কতক্ বাদে তার মেয়ে হল শেষ্‌টা।
মেয়ে বলে ত ফেলা নয়, পেটের বাছা বটেত ?
সাধ কল্লেও ছেলে হয়না কপালেই সব ঘটেত ?
মরে' ধরে' সেই একটি, মেয়ে হল তায় ক্ষতি কি ?
এম্‌নি করে বোঝালে বাড়ীর বুড়ী মতি ঝি।
বড় দুঃখের ধন তুই মায়ের কোলে এলি,
ব'লে চুমো খেয়ে, তার নাম রাখ্‌লে "ফেলী"।
সাম্‌লে নিয়ে আদরের চোট্, সাতটা বছর মুস্কিলে,
ভর্ত্তি হল ফেলী শেষে পাড়ার গারল্ ইস্কুলে।
ধন্যি ধন্যি মেয়েটা ষেটের বাছা বেঁচে থাক ;
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফেল্লে সেরে চারুপাঠ প্রথমভাগ।

ঘেন্না হল ফেলী নামে; অমন্ নাম কেউ রাখে!
শুনিয়ে দিয়ে দুটা কথা রাগের মাথায় মাকে,
নভেলে ও নাটকে যত ছিল নায়িকা,
করে' নিয়ে বালিকা তাদের একটা তালিকা,
গড়ে নিল নিজের নাম, গোঁজা শক্ত কাব্যে—
পড়ুন পাঠক হেডিং-এ বেশ মিষ্টি লাগ্‌বে।
কখন্ যে কোন্ শুভলগ্নে পড়ে কে কার্ নজরে,
একদিন পণ্ডিত মশাই নাম ডাক্‌চেন সজোরে,—
মৈত্রদের বাণীনাথ, ইস্কুল থেকে সে পথে,
ফির্ত্তি বেলা শুন্‌তে পেলে—হায় কি হল, কি হতে!
কোকিল তখন্ জোটেনি, ভোম্‌রা তখন বাসাতে;
সবাই কিন্তু বসেছিল বসন্তেরই আশাতে।
সদাই তখন কাব্য-রসে ভরা থাক্‌ত মন্‌টা,
পয়ার লিখেই কেটে যেত জিওমেট্রির ঘণ্টা।
সব্ কবিতায় থাক্‌ত শেষে, "হে সুচারুহাসিনী
শ্রীমতী অমল ধবল শতদলবাসিনী।"
দীর্ঘ কথা কে আর ফাঁদে? শেষে গরমির ছুটিতে,—
হুলু দাও গো পাড়ার মেয়ে! বিয়ে হ'ল দুটিতে।
নাম্‌টি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভম্বা;
শ্বশুর বলেন মন্দ কি তবে একটু লম্বা।
হলই লম্বা ক্ষতি কি, সোণার চাঁদত বউটি?
ছেলে ভাবে, বুঝ্‌লেনা কেউ এমন নামের বিউটি। ১৮৯২

অপূর্ব্ব গীতা

দেখ্‌লে পরে অতিরিক্ত হলে হ'তে পারে তিক্ত,
বিশ্ব-পটের দৃশ্য গুলি ; কাজেই তোমরা চক্ষু বোঁজ।
চুল্‌কে মাথা, কামড়ে আঙ্গুল, কহেন পাঠক—মোদের লাঙ্গুল
কাট্‌ছি না কেউ ; তুমি বরং অন্যবিধ শ্রোতা খোঁজ।

অলি-গলি ভরাযত গলিচ-পচা দেখ্‌বে কত ?
শোন আমার গীতার তত্ত্ব, ওরে অবুঝ পাগল পাঠক ;
সঙ্গে সঙ্গে শোন শাস্ত্র, মায় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র,
এবং তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ, কংশ এবং কুরুঘাতক।

দিনের আলো হ'লে বোঝাই ভাল হচ্ছে চক্ষু বোঁজাই ;
নইলে তোমার দেখার তৃষ্ণা মিট্‌বে না'ক অল্পে স্বল্পে।
ধরনা, এই জীবন-যাত্রায়, পালা ছেড়ে সং-এর মাত্রাই
বাড়িয়ে দিলে বাড়্‌বে, যথা মাসিক-পত্র চিত্রে গল্পে।

বিজন মনের গর্ত্ত খুঁজে, কল্পনাটি তাহে গুঁজে,
টেনে তোল ভাবের কাঁকড়া ; কিম্বা শুধু ঘ্রাণের বলে
আঁধার ঘরে বাড়িয়ে নুলো, ধর ভাবের ইন্দুর গুলো ;
ভাবের ফলে যাবে অভাব, সুখী হবে ধরাতলে।

ঢুকনা কেউ বিশ্বরূপের পাতাল মুখো অন্ধকূপে ;
ঘরের কোণে রচ স্বর্গ, আঁধার-ঘেরা বেড়ার মাঝে।
কথার অর্থ করে' লক্ষ্য কহেন পাঠক :--"চাই না মোক্ষ ;
থাকুক মোদের চক্ষু বজায় ; এযে গীতা বেজায় বাজে।"

নমস্ স্বানুভূত্যেকমানায় !

কবিতাষ্টকম্



(১৯১৪-১৯১৫)

কদা তমিস্রাবৃত বিশ্বদৃশ্যা =
হ্যুদ্‌ভাসয়ন্‌ শুভ্রময়ূখজালৈঃ
উদেষ্যসি দ্যোতনদক্ষভানো !
তচ্চিন্তনাৎ তাম্যত ঈক্ষণে মে ।

ঈশস্তুতিঃ

যস্যেচ্ছয়ানলময়াচ্চলবাষ্প পিণ্ডাৎ
জাতা বিবর্ত্তনবশাৎ সুখদা ধরিত্রী
যস্যৈব শৈববিধয়ঃ প্রভবন্তি লোকে
বর্ব্বর্ত্তি সোঽত্র ভগবান্ জগদীশ্বরোঽয়ম্।

যন্মায়য়া জড়ময়াৎ পরমাণুপুঞ্জাৎ
জাতং সুসংযতমিদং নরজীবিতঞ্চ
যস্যৈব দিব্যচরিতং মনসাপ্যবোধ্যং
বর্ব্বর্ত্তি সোঽত্র ভগবান্ জগদীশ্বরোঽয়ম্।

যদ্গৌরবেণ গুরুণা মলিনাতমিস্রা
জ্যোতিষ্কভাস্বরবপু র্মহসা বিভর্ত্তি
যস্যৈব দীপ্তিরমলা নিখিলে চকাস্তি
বর্ব্বর্ত্তি সোঽত্র ভগবান্ জগদীশ্বরোঽয়ম্।

যল্লীলয়া নরগৃহে সুরলোভনীয়া
প্রীতিঃ পরামৃতময়ী মরতাংনিহন্তি
যস্যৈব রূপমতুলং প্রতিভাতি চিত্তে
বর্ব্বর্ত্তি সোঽত্র ভগবান্ জগদীশ্বরোঽয়ম্।

১৮৮৭

উদ্বোধনগাথা

জাগৃহি জাগৃহি ভারতমাতর্ !
বিবোধয়ন্নব মাঙ্গলিকোৎসব
মন্থে স্তৌমি প্রাতর্ ।

বহু জনপদেষু জননি !
তব পদচিহ্নং স্ফুটমুদ্ভিন্নং
নীতিপ্রসবিণি ধরনি !

প্রথিতা তব বরকীর্ত্তিঃ ;
তব গুণগৌরব কুসুমজসৌরভ
বশেন মগ্না পৃথ্বী ।

শূরজননপূতার্য্যে !
হতাতু সুকৃতি গর্তাচ বিকৃতিঃ
কাপুরুষোষিত রাজ্যে ।

নব্যে জগদিতিহাসে
ত্বং হি নগণ্যা প্রথিতাশ্চান্যা
হীনা ত্বং তব বাসে ।

জাগৃহি জাগৃহি ভারতমাতর্ !
বিলাপরোদন জনিতোদ্বোধন
নিবোধিতা নু প্রাতর্ ।

ধ্যানম্

সান্ধ্যরবিরাগখচিতেন তনুনা
জলদোঽনুরঞ্জয়তি গগনমধুনা ।
এহি ঘনদেব মম হৃদয়গগনে ।

রক্তসিতনীলহরিদভ্রপটিনী
নটীব সলীলমতি যাতি তটিনী ।
এহি জলদেবি চলচিত্তদলনে ।

তরুণতরুবক্ষসি সুবর্ণলতিকা
বিভাতি গহনে মধুরকান্তিরধিকা ।
এহি বনদেবি মম চিত্তগহনে ।

বিশ্বমবলোক্য নবরূপবলিতম্
ধ্যায়তি মনো মম মহেশচরিতম্ ।
এহি সুষমারমণ দেবসদনে ।

প্রার্থয়িতুমমৃতমমরেণ মথিতম্
শ্রীবিজয়চন্দ্রকবিনেতি কথিতম্ ।
এহি জগদীশ বিষদিগ্ধভবনে ।

প্রভাতগীতিঃ

স্বপ্নোত্থিতা নয়ননর্ত্তনলোলকান্তির্
ঊষা তুষারধবলে গিরিশৃঙ্গভাগে
লাস্যেন যাবকরসং পরিমার্জয়ন্তী
ক্রীড়াবিলাসললিতাং পদবীং তনোতি।

রক্তাম্বরাং বরবধূং স্বজতীব দোর্ভ্যাং
রাগেন রঞ্জিতবপুঃ পুরতঃ প্রসার্য
আগচ্ছতি প্রমুদিতোঽরুণদেব এষ
ব্রীড়াবশাৎ প্রিয়পতিং ন বৃণোতিমুগ্ধা।

প্রাচীতটে বিকশিতস্থলপদ্মবক্ত্রম্
ভানুং নিরীক্ষ্য সহসা কিরণেন ফুল্লং
ঊষাগতা প্রচলিতোঽরুণ এব পশ্চাৎ।
কামীকথং ন সহতে পরদৃষ্টিযোগম্।

সংবীক্ষ্য নীলসলিলে প্রতিবিম্বমার্কম্
ক্কা ক্কাগতা স্বরস্থতা বিলপন্তি কাকাঃ।
কুত্রারুণো"রুনরনৎ" স্বননেন কস্মিন্
কুঞ্জব্রজে মদনিকারুণমিচ্ছতীতি।

দেবীস্তোত্রম্

যা নো যচ্ছত্যভিমতধনং স্বেচ্ছয়া দৌ যথেষ্টং
যা সা স্বাস্থ্যং নন্ু করুণয়া দেহপিণ্ডে তনোতি
যস্যাঃ পাদে ক্ষয়বিরহিতা গেহভিত্তিঃ স্থিতাচ
সংসারে সা মরতনুভৃতাং সত্যরূপা নিয়ন্ত্রী।

সন্দেহান্ধীকৃত মনসি যা জ্ঞানমুদ্দীপয়ন্তী
তিষ্ঠত্যন্তঃকরণ শরণে বুদ্ধিদাত্রী সুবর্চ্চাঃ
যস্যা ভাসা স্ফুটমিহকথং সৃষ্টিরূপং রহস্যং
সংসারে সা মরতনুভৃতাং জ্ঞানরূপা নিয়ন্ত্রী।

প্রীতির্যস্যামনুজহৃদয়ং ভক্তিপূর্ণং করোতি
মন্যে যস্যাঃ পরহিতরতি র্জায়তে চিত্তগেহে
যা সা নিত্যং পরমকৃপয়া ভক্তচিত্তং বৃণোতি
সংসারে সা মরতনুভৃতাং প্রীতিরূপা নিয়ন্ত্রী।

মৃত্যুর্যস্যা বিধিমনুসরন্ ধাবতি প্রাণলোকে
কর্ত্তুং প্রাণানমৃতনিচিতং জীর্ণদেহং নিহত্য
ক্রোড়ং যস্যা ভবতি শরণং মানবানাং পরত্র
সংসারে সা মরতনুভৃতাং মাতৃরূপা নিয়ন্ত্রী।

ভারতীস্তোত্রম্

কবিজনমানসসরসি সুরম্যে
বিকচকমলদল তল্পে
সুবিহিতমাসনমথতে দেবী
কবিতাসর্জন কল্পে।

স্নিগ্ধজ্যোৎস্নাপ্রতিবিম্বিতজল
পরিচালিতমরবিন্দম্,
অনর্ত্তয়ৎ ত্বামনিশং মন্দং ;
তদ্ধি সুনৃত্যমনিন্দ্যম্।

নৃত্যবিলাসবিকম্পিতকণ্ঠৈ
কূজনমত উদ্ভূতম্ ;
এবমশোকা গীতিরজায়ত
জগদ্‌যয়া খলু পূতম্।

গীতিবিবর্ত্তনজাতা কবিতা ;
তিষ্ঠতু চেতসি সা মে।
ভারতি ! তব চরণাম্বুজমধুপং
যচ্ছতু তৃপ্তিং বামে।

জিজ্ঞাসা

প্রেত্যাত্মা বিশ্বদেশাৎ তনুকরণহৃতঃ কিঞ্চ জানাতি কস্মিন্
কোমে সন্দেহদোলায়িত চলমনসো দ্বৈতভাবং ছিনত্তি ?
নেদং কিঞ্চিদ্ যদস্তীতি ন মরণবশং যাতি বিশ্বে সমগ্রে ;
নাস্ত্যস্মিন্ বা যদেবায়তনধৃতজড়ং ধ্বংসিতুং বা সমর্থং ।

অব্যক্তাব্যক্তরূপম্ প্রকটিতমণুনা নাস্তি নাশঃ কদাচিৎ ;
সর্ব্বৈভূতা উপাদাননিহিতবিকৃত্যা ভিন্নরূপপ্রপন্নাঃ ।
কুত্রাস্তে জীবদেহে ননু মরণজয়ী শান্তমুক্তস্বরূপঃ—
চৈতন্যম্ ভাতি যদ্যেব তনুগতফলাদ্ দেহপিণ্ডস্য ধর্ম্মাঃ ?

চিন্তাতীতা প্রহেলিঃ পৃথুঘনতমসা ভ্রাময়ত্যেব চিত্তং ;
জ্যোতিস্তেধেহি শম্ভো সজলনয়নয়ো ধ্বান্তবিধ্বংসনায় ।
নির্ব্বাণং বামৃতত্বং যদপি ভবতি মে তদ্ধি মে মঙ্গলায় ।
তত্ত্বং গূঢ়ং ন বেদ্মি ত্বমসি শিবময়স্ত্বংহি পাতা প্রজানাং ।

নিবেদনম্

নির্ব্বাপিতা নয়নয়োর্যদি চারুদীপ্তির্
লুপ্তং যদা সুরুচিরং খলু বিশ্বচিত্রম্,
জ্যোতিস্ ! তদাব্যয়পথঃ কৃপয়াবতীর্য্য
দীব্য, প্রভো মনসি মে তমসাতিতান্তে

পরিশিষ্ট

বিজ্ঞাপন

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কবি অশ্বঘোষ প্রণীত 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের প্রথম পাঁচটি সর্গ বাঙ্গলা পদ্যে ভাষান্তরিত করিয়াছিলাম; এবং প্রথম সর্গের অনুবাদের কিয়দংশ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে 'নব্যভারত' পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। মহাযান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের একটা বিবরণ সংগ্রহের পর, সমগ্র ভাষান্তরিত সর্গগুলি একসঙ্গে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়া, মাসিক পত্রাদিতে আর প্রকাশ করি নাই। বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম বলিয়া এপর্য্যন্ত ঐ অনুবাদের কোন সন্ধান লইতে পারি নাই; কিন্তু এখন খুঁজিয়া দেখিতেছি যে, যে খাতায় পদ্যানুবাদ রক্ষিত ছিল, সেখানি আর পাওয়া যাইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন পালি গ্রন্থ হইতে যে সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়া অনুবাদ করিয়াছিলাম, তাহাও হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন আমি অন্ধ; আর ঐ অনুবাদ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিব না। যাহা আমার অসাবধানতায় লুপ্ত হইয়াছে, তাহার মূল্য অধিক নহে; কারণ অনায়াসেই উপযুক্ততর ব্যক্তি ঐ কার্য্য অধিকতর দক্ষতার সহিত করিতে পারিবেন। নিজের লেখার প্রতি মানুষের একটা মায়া থাকে বলিয়া, অনুবাদের যে অংশটুকু রহিয়া গিয়াছে, তাহা এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিতেছি।

সুত্তনিপাত গ্রন্থের তিনটি সুত্ত, ভাষান্তরিত করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন কেবল 'ধনিয় সুত্ত'টি পাইলাম। 'থেরীগাথা' এবং 'উদানম্' প্রকাশ করিবার পর 'পধান সুত্ত'টি কোন একখানা পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। যাহা হউক উহা আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব।

বুদ্ধচরিত কাব্য



প্রথম সর্গাংশ

শ্রিয়ং পরার্ধ্যাং বিদধদ্ বিধাতৃজিৎ
তমো নিরস্যন্নভিভূত ভানুভৃৎ।
নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমাঃ
স বন্দ্যতেঽর্হন্নিহযস্যনোপমা ॥১॥

আসীদ্ বিশালোন্নতসানুলক্ষ্ম্যা
পয়োদপংক্ত্যেব পরীতপার্শ্বং।
উদগ্রধিষ্ণ্যং গগনেঽবগাঢ়ং
পুরং মহর্ষেঃ কপিলস্যবস্তু ॥ ২ ॥

মঙ্গল বিধানে যাঁর জিত বিধি বিধাতার,
তমো-নাশি-করে যাঁর ম্লান ভানু-সুষমা,
তাপ-বিনোদন তরে চন্দ্রজিত যাঁর করে,
বন্দি সে অর্হতে, ভবে নাহি যাঁর উপমা ॥১॥

কপিলঋষি-উষিতপুরী, একদা ছিল মনোহর;
বিশাল সানু-বলয় ঘুরি, বেড়িয়াছিল প্রান্তর।
পয়োদ-দল যেন বা ঘিরে রাখিত তারে চিহ্নিত;
অভ্রভেদী উর্দ্ধশিরে হর্ম্ম্য ছিল নির্ম্মিত ॥ ২ ॥

সিতোন্নতেনেব নয়েন হৃত্বা
কৈলাসশৈলস্য যদভ্রশোভাম্।
ভ্রমাদুপেতান্ বহুদম্বু বাহান্
সম্ভাবনাং বা সফলী চকার ॥ ৩ ॥

রত্নপ্রভোদ্ভাসিনি যত্র লেভে
তমো ন দারিদ্র্যমিবাবকাশম্।
পরার্ধ্যপৌরৈঃ সহবাসতোষাৎ
কৃতস্মিতেবাতিররাজ লক্ষ্মীঃ ॥৪॥

যদ্ বেদিকাতোরণসিংহকর্ণৈ
রত্নৈর্দধানং প্রতিবেশ্ম শোভাম্।
জগত্যদৃষ্টেব সমানমন্যৎ
স্পর্দ্ধাং স্বগেহৈর্মিথ এব চক্রে ॥৫॥

রামামুখেন্দূন্ পরিভূতপদ্মান্
যত্রোপযাতোঽপ্যবিমান্য ভানুঃ।
সন্তাপ যোগাদিব বারি বেষ্টুং
পশ্চাৎসমুদ্রাভিমুখঃ প্রতস্থে ॥৬॥

শাক্যার্জিতানাং যশসাং জনেন
দৃষ্টান্তভাবং গমিতোঽয়মিন্দুঃ।
ইতিধ্বজৈশ্চারুচলৎ পতাকৈঃ
যস্মাত্তু'মস্তাঙ্কমিবোদয়চ্ছৎ ॥৭॥

উন্নত সে পুরীটি হেরি, কৈলাসের বিভ্রমে—
অভ্রদল রাখিত ঘেরি শুভ্র তনু সম্ভ্রমে ॥৩॥

রত্নপ্রভা-উদ্ভাসিত ভবনে কোথা অন্ধকার ?
পৌরজন, পদ সেবিত যতন করি কমলার ;
লক্ষ্মী-মুখে হাসি ভাসিত, আসিত নাক অভাব আর ॥৪॥

প্রতিবেদিকা তোরণ ঝলি' দীপিত নানা রতনে ;
ছিলনা তার তুলনা বলি বর্ণিত না বদনে ॥৫॥

নারী-বদন-সরোজ-পরে নেহারি ভানু ইন্দুকে,
ঈর্ষ্যা-তাপ শান্তি তরে ডুবিত গিয়া সিন্ধুতে ॥৬॥

"শাক্য-যশ", কহিত সবে—"চাঁদের মত নিরমল,"
কলঙ্ক তার মুছিতে, নভে উড়িত তাই পতাকাদল ॥৭॥

কৃত্বাপি রাত্রৌ কুমুদ প্রহাসং
ইন্দোঃ করৈর্যদ্ রজতালয়স্থৈঃ।
সৌবর্ণ হর্ম্ম্যেষু গতার্ক পাদৈঃ
দিবা সরোজ দ্যুতিমাললম্বে ॥৮॥

মহীভৃতাং মূর্দ্ধ্নি কৃতাভিষেকঃ
শুদ্ধোদনো নাম নৃপোঽর্কবন্ধুঃ।
অধ্যাশয়ো বা স্ফুটপুণ্ডরীকং
পুরাধিরাজং তদলং চকার ॥ ৯ ॥

ভূভৃৎ পরার্ধ্যোঽপি সপক্ষ এব
প্রবৃত্ত দানোঽপি মদানুপেতঃ।
ঈশোঽপি নিত্যং সমদৃষ্টি পাতঃ
সৌম্য স্বভাবোঽপি পৃথু প্রতাপঃ ॥ ১০

ভুজেন যস্যাভিহতাঃ পতন্তোদ্
বিষদ্ দ্বিপেন্দ্রাঃ সমরাঙ্গণেষু।
উদ্বান্ত মুক্তাপ্রকরৈঃ শিরোভিঃ
ভক্ত্যেব পুষ্পাঞ্জলিভিঃ প্রণেমুঃ ॥ ১১ ॥

অতি প্রতাপাদবধূয় শত্রূন্
মহোপরাগানিব তিগ্ম ভানুঃ।
উদ্যোতয়ামাস জনং সমন্তাৎ
প্রদর্শয়ন্নাশ্রয়নীয় মার্গান্ ॥ ১২ ॥

রজতগৃহ, ইন্দুকরে কুমুদশোভা লভিত ;
সৌর-কর সোণার ঘরে সরোজ শোভা রচিত ॥৮॥

সৌরকুলতিলক তিনি—রাজাধিরাজ শুদ্ধোদন,
শোভেন পুরী, অলির মত কমল পরে লভি আসন ॥ ৯ ॥

ছিলেন বটে শৈল জিনি অতি উদার উন্নীত,
পক্ষবান তবুও তিনি বন্ধুজন অন্বিত।
করীর মদ-ক্ষরণ প্রায় ঝরিত সদা করুণা,
কিন্তু কভু মত্ততায় না হ'ত চিত উন্মনা।
যদিও দেব ত্রিনয়ন ঈশানে তাঁর তুলনা,
কভু অসম দরশন কিন্তু তাঁর ছিল না ॥ ১০ ॥

ভুজ নিহত অরির করী সমরে যবে পড়িত,
ভক্তিভরে মুক্তা ঢেলে অর্ঘ্যরূপে অর্পিত ॥ ১১ ॥

ধাইত দূরে শত্রু, যথা রবির তাপে অন্ধকার ;
লভিত লোকে শরণ তথা ; দেখিত পথ আলোকে তাঁর ॥১২॥

ধর্ম্মার্থকামা বিষয়ং মিথোহন্যং
ন বেশমাচক্রমুরস্য নীত্যা ।
বিস্পর্দ্ধমানা ইব তুগ্র সিদ্ধেঃ
সুগোচরে দীপ্ততরা বভূবুঃ ॥ ১৩ ॥

উদার সংখ্যেঃ সচিবৈর সংখ্যেঃ
কৃতাগ্রভাবঃ স উদগ্রভাবঃ ।
শশী যথা ভৈরকৃতান্যথাভৈঃ
শাক্যেন্দ্ররাজঃ সুতরাং ররাজ ॥ ১৪ ॥

তস্যাতি শোভা বিস্তৃতাতি শোভা
রবি প্রভেবাস্ত তমঃ প্রভাবা ।
সমগ্র দেবী নিবহাগ্র দেবী
বভূব মায়াপগতেব মায়া ॥ ১৫ ॥

প্রজাসু মাতেব হিত প্রবৃত্তা
গুরৌজনে ভক্তিরিবানুবৃত্তা ।
লক্ষ্মীরিবাধীশকুলে কৃতাভা
জগত্যভূদুত্তমদেবতা যা ॥১৬॥

কামং সদা স্ত্রীচরিতং তমিস্রং
তথাপি তাং প্রাপ্য ভৃশং বিরেজে ।
ন হীন্দুলেখামুপগম্য শুভ্রাং
নক্তং তথা সন্তমসত্বমেতি ॥১৭॥

ধর্ম্ম আর অর্থ, কাম, বিরোধ নাহি বুঝিত,
যে যার তেজে আপন নাম দীপিতে স্বধু যুঝিত ॥ ১৩ ॥

তারকা বেড়া শশীর মত আলোকে যোজি' আলোকচয়,
উদার-মতি সচিবে কত হ'তেন রাজা প্রভাবময় ॥ ১৪ ॥

উদিলে রবি আলোকে যথা চলিয়া যায় অন্ধকার,
বিগত-মায়া শ্রীমায়া তথা উদিতা রাণী-মাঝারে তাঁর ॥ ১৫ ॥

প্রজার মাতা হিত-নিরতা ভক্তিমতী গুরুজনে ;
লক্ষ্মী, রাজ-কুল-দেবতা, ছিলেন সতী সে ভবনে ॥১৬॥

দীপ্ত হল চরিতে তাঁর নারীচরিত অশোভন ;
চাঁদের কলা প্রকাশে আর আঁধার থাকে কোথা কখন ? ॥১৭॥

অতীন্দ্রিয়েনাত্মনি দুষ্কুহোঽয়ং
ময়া জনো যোজয়িতুং ন শক্যঃ।
ইতীব সূক্ষ্মাং প্রকৃতিং বিহায়
ধর্ম্মেন সাক্ষাদ্ বিহিতা স্বমূর্ত্তিঃ ॥১৮॥

চ্যুতোঽথ কায়াৎ তুষিতাৎ ত্রিলোকীং
উদ্যোতয়ন্ নুত্তম বোধিসত্ত্বঃ।
বিবেশ তস্যাঃ স্মৃত এব কুক্ষৌ
নন্দা গুহায়াং ইব নাগরাজঃ ॥১৯॥

ধৃত্বা হিমাদ্রি ধবলং গুরু ষড়্ বিষাণং
দানাধি বাসিত মুখং দ্বিরদস্থরূপং।
শুদ্ধোদনস্য বসুধাধিপতের্মহিষ্যাঃ
কুক্ষিং বিবেশ স জগদ্ ব্যসন ক্ষয়ায় ॥২০॥

রক্ষাবিধানং প্রতি লোকপালা
লোকৈকনাথস্য দিবোঽভি জগ্মুঃ।
সর্ব্বত্র ভান্তোঽপি হি চন্দ্রপাদা
ভজন্তি কৈলাস গিরৌ বিশেষং ॥২১॥

মায়াপি তং কুক্ষিগতং দধানা
বিদ্যুদ্ বিলাসং জলদাবলীব।
দানাভিবর্ষৈঃ পরিতো জনানাং
দারিদ্র্যতাপং শময়াং চকার ॥২২॥

অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম ; তাই পারে নাক কেহ
করিতে তাঁহার সাথে আত্ম সংযোজন ;
ত্যাজিয়া প্রকৃতি সূক্ষ্ম, সুপ্রত্যক্ষ দেহ
করিলেন ধর্ম্ম তাই আপনি গ্রহণ ॥১৮॥

আগমনে ত্রিভুবন আলোকে উদ্ভাসি,
ছাড়িয়া তুষিত নামে স্বর্গ উচ্চতম,
প্রবেশেন রাণী-গর্ভে বোধিসত্ত্ব আসি ;
নন্দাগুহামাঝে যেন নাগরাজ সম ॥১৯॥

হিমাদ্রি ধবলকান্তি করীরূপ ধরি,
মদগন্ধি-মুখে যার যড়দন্ত রাজে,
হরিতে জগৎ পাপ প্রবেশেন মরি !
মহারাজা শুদ্ধোদন-পত্নী গর্ভমাঝে ॥২০॥

লোকনাথ বলি তিনি, তাঁহার সকাশে
লোকপালগণ আসি নিল রক্ষা ভার ;
সর্ব্বত্র বিভাতে চন্দ্র, তবুও কৈলাসে
অতিমাত্র প্রকাশিত কিরণ তাঁহার ॥২১॥

শোভিলেন মায়াদেবী গর্ভে ধরে' তাঁরে,
বিজলি-নিহিত গর্ভ জলদের মত ;
বরষিয়া দয়া রাণী দানের আকারে
জগতে দারিদ্র্যতাপ বিনাশেন যত ॥২২॥

সান্তঃ পুরজনাদেবী কদাচিদথলুম্বিনীং
জগামানুমতে রাজ্ঞঃ সংভৃতোত্তমদোহদা ॥২৩॥

শাখামালম্ব্যমানায়াঃ পুষ্পভারাবলম্বিনীং
দেব্যাঃ কুক্ষিং বিভিদ্যাশু বোধিসত্ত্বো বিনির্যযৌ ॥২৪॥

ততঃ প্রসন্নশ্চ বভূব পুষ্য
স্তস্যাশ্চ দেব্যা ব্রতসংস্কৃতায়াঃ।
পর্শ্বাৎ সুতো লোকহিতায় জজ্ঞে
নির্বেদনং চৈব নিরাময়ঞ্চ ॥২৫॥

প্রাতঃ পয়োদাদিব তিগ্মভানুঃ
সমুদ্ভবন্ সোঽপি চ মাতৃকুক্ষেঃ।
স্ফুরন্ময়ূখৈর্বিহতান্ধকারৈঃ
চকার লোকং কনকাবদাতং ॥২৬॥

তং জাতমাত্রমথ কাঞ্চনযূপগৌরং
প্রীতঃ সহস্রনয়নঃ শনকৈরগৃহ্লাৎ।
মন্দারপুষ্পনিকরৈঃ সহতস্যমূর্দ্ধ্নি
খান্নির্মলে চ বিনিপেততুরম্বুধারে ॥ ২৭ ॥

সুরপ্রধানৈঃ পরিধার্য্যমাণো
দেহাংশুজালৈরনুরঞ্জয়ং স্তান্।
সন্ধ্যাভ্রজালো পরিসন্নিবিষ্টং
নবোড়ুরাজং বিজিগায় লক্ষ্ম্যা ॥ ২৮ ॥

যাইতে লুম্বিনী বনে হইল দোহদ মনে ;
পুরনারী সহ তাই করেন প্রবেশ
একদা সে বনে, লভি' রাজার আদেশ ॥২৩॥

হেলাইতে তরুশাখা পুষ্পভার-নতা
কুক্ষিমাঝে বোধিসত্ত্ব প্রবেশিলা তথা ॥২৪॥

ব্রতাদি সংস্কার-পূত দেবীগর্ভ হ'তে
লোকহিতে যবে সুত ভূমিষ্ট হইল,
উজ্জ্বল প্রসন্ন পুষ্যা ছিল ঊর্দ্ধপথে ;
সুপ্রসবে ব্যথা রাণী কিছু না গণিল ॥২৫॥

মাতৃকুক্ষি হতে দেব লভিলা উদয়
পয়োদ ভেদিয়া প্রাতে ভানুর মতন ;
আলোকে হইল দূর অন্ধকার চয়,
কনকের মত পৃথ্বী শোভিল তখন ॥২৬॥

কাঞ্চনযূপের মত গৌরকান্তি তাঁর।
দেখিয়া লভিয়া তৃপ্তি সহস্র নয়ন
বরষিলা যুগ্মধারা মিশায়ে মন্দার
গগন হইতে তাঁর শিরে সেইক্ষণ ॥ ২৭ ॥

সুরপ্রধানেরা আসি করিলা ধারণ ;
রঞ্জিল তাঁদের তনু আলোকে তাঁহার,
সান্ধ্যমেঘ অধিষ্ঠিত চন্দ্রের কিরণ
পরাজি এ নবচন্দ্র শোভে চমৎকার ॥ ২৮ ॥

উরোর্যথৌর্বস্য পৃথোশ্চহস্তাৎ
মান্ধাতুরিন্দ্র প্রতিমস্য মূর্দ্ধ্নঃ
কক্ষীবতশ্চৈব ভুজাংসদেশাৎ
তথাবিধং তস্য বভূব জন্ম ॥ ২৯ ॥

ক্রমেণ গর্ভাদভিনিঃসৃতঃ সন্
বভৌগতঃ খাদিব যোন্যজাতঃ
কল্পেষ্বনেকেষ্বিব ভাবিতাত্মা
যঃ সংপ্রজানন্ সুষুবে ন মূঢ়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রিয়াচ দীপ্ত্যাতিররাজবালো
বালোরবিভূর্মিমিবাবতীর্ণঃ।
তথাতিদীপ্তোঽপি নিরীক্ষ্যমাণো
জহার চক্ষূংষি যথা শশাঙ্কঃ ॥ ৩১ ॥

সহি স্বগাত্রপ্রভয়োজ্জ্বলন্ত্যা
দীপপ্রভাং ভাস্করবন্মুমোষ।
মহার্হ জাম্বুনদ চারুবর্ণো
বিদ্যোতয়ামাস দিশশ্চ সর্ব্বাঃ ॥ ৩২ ॥

অনাকুলান্যব্জ সমুদ্গতানি
নিষ্পেষবন্ত্যায়ত বিক্রমাণি।
তথৈব ধীরাণি পদানি সপ্ত
সপ্তর্ষিতারা সদৃশো জগাম ॥ ৩৩ ॥

উরু হতে ঔর্ব, হস্ত হতে পৃথুজাত,
ইন্দ্রতুল্য মান্ধাতার জন্ম শির হতে,
ভুজে জাত কক্ষীবান্ ; তেমনি বিখ্যাত
হইল জনম তাঁর জানি এ জগতে ॥ ২৯

ভাতিল সে তনু, যেন নভহ'তে আসি,
অযোনি সম্ভূতরূপে জন্মি গর্ভটিতে ;
শত শত কল্পে সংগ্রহিয়ে জ্ঞানরাশি,
পূর্ণজ্ঞানে জন্ম তাঁর ; নহে মূঢ় চিতে ॥ ৩০॥

বালক ভানু, অঙ্গে তাঁর দীপ্তিশোভা ধরিল ;
তবুও তনু চাঁদের মত নর-নয়ন হরিল ॥ ৩১॥

তনুর করে, রবির মত, দীপের প্রভা নাশিল ;
স্বর্ণ-সম বর্ণচারু, সকল দিকে হাসিল ॥ ৩২ ॥

সপ্ত-ঋষি নামক তারা সদৃশ ধীর গমনে,
নিক্ষেপিলা সপ্তপদ সহজে ধীর চরণে ॥ ৩৩ ॥

বোধায় জাতোঽস্মি জগদ্ধিতার্থং
অন্ত্যা তথোৎপত্তিরিয়ং মমেতি।
চতুর্দ্দিশং সিংহগতির্বিলোক্য
বাণীং চ ভব্যার্থ করীমুবাচ ॥ ৩৪ ॥

খাৎপ্রস্রুতে চন্দ্রমরীচিশুভ্রে
দ্বে বারিধারে শিশিরোষ্ণবীর্য্যে।
শরীর সৌখ্যার্থমনুত্তরস্য
নিপেততুর্মূর্ধনিতস্য সৌম্যে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমদ্‌বিতানে কনকোজ্জ্বলাঙ্গে
বৈদূর্য্যপাদে শয়নে শয়ানম্।
যদ্ গৌরবাৎ কাঞ্চনপদ্মহস্তাঃ
যক্ষাধিপাঃ সংপরিধার্য্য তস্থূঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াতনূজস্য দিবৌকসঃ খে
যস্য প্রভাবাৎ প্রণতৈঃ শিরোভিঃ।
অধারয়ন্ পাণ্ডুরমাতপত্রং
বোধায় জেপুঃ পরমাশিষশ্চ ॥ ৩৭ ॥

মহোরগা ধর্ম্মবিশেষ তর্ষাদ্
বুদ্ধেষ্বতীতেষু কৃতাধিকারাঃ।
যমব্যজন্ ভক্তিবিশিষ্ট নেত্রা
মন্দারপুষ্পৈঃ সমবাকিরংশ্চ ॥ ৩৮ ॥

সিংহ সম বিচরি, বাণী উচ্চারিয়া কহিল ঃ—
"বিলা'তে জ্ঞান, ভুবন হিতে জনম মম হইল" ॥ ৩৪ ॥

ইন্দু-সিত উষ্ণশীত যুগলধারা ঝরিয়া
গগনপথে আসিয়া শিরে পড়িল ধীরে বহিয়া ॥ ৩৫ ॥

শোভন বিতানে ছাত, বৈদূর্য্যে রচিত পাদ,
কনক-উজ্জ্বল অঙ্গ পালঙ্কের পরে,
ছিলরে আসন তাঁর, ঘেরি তার চারিধার
দাঁড়াইল যক্ষগণ স্বর্ণপদ্ম-করে ॥ ৩৬ ॥

শ্বেতছত্র ধরি করে, শির অবনত করে,'
উচ্চারিল দেবগণ আশিষ বচন ;
মায়া-সুত মহিমার প্রভাব এমন ॥ ৩৭ ॥

নাগগণ আসিগেহে মন্দার বরষি দেহে
ভক্তিভরে দেখি তাঁরে করিল ব্যজন।
ইহারাই পূর্ব্বজন্মে মতিমান রহি ধর্ম্মে
পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণে করিল ভজন ॥ ৩৮ ॥

তথা গতোৎপাদগুণেনতুষ্টাঃ
শুদ্ধাধিবাসাশ্চ বিশুদ্ধ সত্ত্বাঃ।
দেবা ননন্দুর্বিগতেঽপি রাগে
মগ্নস্য দুঃখে জগতো হিতায় ॥ ৩৯ ॥

যস্মিন্ প্রসূতে গিরিরাজকীলা
বাতাহতা নৌরিব ভূশ্চচাল।
সচন্দনা চোৎপলপদ্মগর্ভা
পপাতবৃষ্টির্গগনাদনভ্রাৎ ॥ ৪০ ॥

বাতাববুঃ স্পর্শসুখা মনোজ্ঞা
দিব্যানি বাসাংস্যবপাতয়ন্তঃ।
সূর্য্যঃ সএবাভ্যধিকং চকাশে
জজ্বাল সৌম্যার্চির নীরিতোঽগ্নিঃ ॥ ৪১

প্রাগুত্তরে চাবসথ প্রদেশে
কূপঃ স্বয়ং প্রাদুরভূৎ সিতাম্বুঃ।
অন্তঃপুরাণ্যাগত বিস্ময়ানি
যস্মিন্ ক্রিয়াস্তীর্থ ইব প্রচক্রুঃ ॥৪২॥

ধর্ম্মার্থিভিঃ ভূতগনৈশ্চদিব্যঃ
তদ্দর্শনার্থং বলমাপুপূরঃ।
কৌতূহলে নৈব চ পাদপৈশ্চ
প্রপূজয়ামাস সগন্ধ পুষ্পৈঃ ॥৪৩॥

তথাগত আগমনে সুখ-দুঃখ-শূন্য মনে,
শুদ্ধ লোক বাসী যত বিশুদ্ধ সত্ত্বেরা,
লভিলা সন্তোষ নব, করি এই অনুভব—
"এঁ হতে উদ্ধার পাবে ধরা দুঃখ ঘেরা ॥" ৩৯ ॥

অচল আসনে স্থির— অঙ্গ কাঁপে ধরণীর,
বাতাহত তরীসম ; তাঁহার জনমে ।
সচন্দন পদ্মোৎপলে বহে ধারা ভূমিতলে,
নাহি ছিল মেঘলেশ যদিও গগনে ॥ ৪০ ॥

উড়ায়ে নভের আবরণ,
সুখ-স্পর্শী বহে সমীরণ ;
গগনেতে বিভাতিল সূর্য্যদীপ্ততর ;
আপানা আপনি অগ্নি জ্বলিল সুন্দর ॥ ৪১ ॥

কূপ এক আপনি উৎসরে,
শ্বেতজলে, গৃহের উত্তরে ;
বিস্ময়ে দেখিয়া তাহা পুরনারীগণ
তীর্থ-ক্রিয়া করিল সে উদকে তখন ॥৪২॥

ধর্ম্মার্থী ত্রিদিব ভূতগণ,
কাননে করিল আগমন
তাঁহার দর্শন তরে। তরুরা সকলে
সুগন্ধ কুসুমে পূজে, সে অতীথি দলে ॥৪৩॥

পুষ্পাদ্রুমাঃ স্বং কুসুমং পুফুল্লুঃ
সমীরণোদ্ ভ্রামিত দিক্ সুগন্ধি।
সুসম্ভ্রমং ভৃঙ্গ বধূপ গীতং
ভুজঙ্গ বৃন্দা পিহিতাত্তবাতম্ ॥৪৪॥

ক্বচিৎ ক্বণৎ তূর্য মৃদঙ্গ গীতৈঃ
বীণা মুকুন্দা মুরজাদিভিশ্চ ।
স্ত্রীণাং চলৎ কুণ্ডল ভূষিতানাং
বিরাজিতং চোভয় পার্শ্বতস্তৎ ॥৪৫॥

যদ্রাজশাস্ত্রং ভৃগুরঙ্গিরা বা
ন চক্রতুর্বংশকরাবৃষী তৌ ।
তয়োঃ সুতৌ তৌচ সসর্জতুস্তৎ
কালেন শুক্রশ্চ বৃহস্পতিশ্চ ॥৪৬॥

সারস্বতশ্চাপি জগাদ নষ্টং
বেদং পুনর্যং দদৃশুর্ন পূর্ব্বং ।
ব্যাসস্তথৈনং বহুধা চকার
ন যং বশিষ্ঠঃ কৃতবানশক্তিঃ ॥ ৪৭ ॥

বাল্মীকিনাদশ্চ সসর্জ পদ্যং
জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ
পশ্চাত্তদাত্রেয় ঋষির্জগাদ ॥ ৪৮ ॥

পুষ্প-তরু কুসুম ঢালিল ;
সমীরণ সুগন্ধ আনিল ;
ভৃঙ্গ-গীত-মুখরিত সেই সমীরণ,
ভুজগেরা করে পান মনের মতন ॥৪৪॥

বাজে বীণা, তূরী সাথে,
মৃদঙ্গ মুরজ নাদে ;
বাজাতে রমণী-কর্ণে কুণ্ডল দুলিল ;
চারিভিতে সে মোহন সঙ্গীত ধ্বনিল ॥৪৫॥

নহে রাজশাস্ত্র-স্রষ্টা মহামান্য মন্ত্রদ্রষ্টা
ভৃগু বা অঙ্গিরা, যাঁরা আদি গোত্রপতি ;
রচিলেন অতঃপর সেই শাস্ত্র মনোহর
তাঁহাদের বংশধর শুক্র, বৃহস্পতি ॥ ৪৬ ॥

বিফল যদিও ভবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি সবে,
সারস্বত-কণ্ঠে হল লুপ্তবেদ গীত ;
ব্যাস, করি' শ্রেণীভেদ বাঁধিলেন সেই বেদ,
বশিষ্ঠের হস্তে যাহা হয়নি সাধিত ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি চ্যবন-সুত বাল্মীকির কণ্ঠচ্যুত
বাণীতে জন্মিল পদ্য ; তেমনি আবার,—
নহে অত্রি, কিন্তু তাঁর পুত্র, রোগ চিকিৎসার
শাস্ত্র রচি' সাধিলেন কল্যাণ অপার ॥ ৪৮ ॥

যচ্চ দ্বিজত্বং কুশিকো ন লেভে
তৎসাধনং সূনুরবাপ রাজন্ ।
বেলাং সমুদ্রে সগরশ্চ দধ্রে
নেক্ষ্বাকবো যাং প্রথমং ববন্ধুঃ ॥ ৪৯ ॥

আচার্য্যকং যোগবিধৌ দ্বিজানাম্
অপ্রাপ্তমন্যৈর্জ্জনকো জগাম ।
খ্যাতানি কর্ম্মাণি চ যানি শৌরেঃ
শূরাদয়স্তেষ্বলা বভূবুঃ ॥ ৫০ ॥

তস্মাৎ প্রমাণং ন বয়ো ন কালঃ
কশ্চিৎ ক্বচিচ্ছ্রৈষ্ঠ্যমুপৈতি লোকে ।
রাজ্ঞামৃষীণাং চ হিতানি তানি
কৃতানি পুত্রৈরকৃতানি পূর্ব্বৈঃ ॥ ৫১ ।

বিখ্যাত কুশিক, তবু লভেনি দ্বিজত্ব কভু ;
লভিলেন ব্রাহ্মণত্ব কুশিক নন্দন ;
অক্ষম সগর, কিন্তু পরে সে বিপুল সিন্ধু
ঈক্ষ্বাকু-সন্তান হস্তে লভিল বন্ধন ॥ ৪৯ ॥

করে নাই দ্বিজগণ যোগ-তত্ত্ব নিরুপণ ;
ক্ষত্রিয় জনক রাজা আচার্য্য তাহার ;
শূর-সাধ্য নহে যাহা শৌরী করিলেন তাহা
বিস্তারি জগতমাঝে শক্তি আপনার ॥ ৫০ ॥

সাধিতে মহৎ কর্ম্ম বয়স বা কালধর্ম্ম
নহেক সহায় ; কার্য্য সাধে গুণান্বিত।
অর্ব্বাচীন হয় শ্রেষ্ঠ, পিতা হতে পুত্র জ্যেষ্ঠ
নহে অসম্ভব বলি হল প্রমাণিত ॥ ৫১ ॥

ধনিয় সুত্ত

[ধনিয় বা ধন্য নামক গোপ যেন ভগবান্ বুদ্ধদেবের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এইরূপ ভাবে "সুত্ত"টি রচিত। "থেরগাথা"য় ধনিয় থেরের রচিত গাথা পাওয়া যায়। গঙ্গার মহী নাম্নী উপনদীর তীরে ধনিয়ের আবাস ছিল। গণ্ডক এই মহী নদীতে একটি উপনদী মাত্র; কিন্তু এখন মহীর পরিবর্ত্তে গণ্ডক নামই প্রচলিত। কোন সময়ে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিয়া "তথাগত"-প্রচারিত ধর্ম্মে ধনিয়ের অনুরাগ হইয়াছিল; এবং পরে যখন নিজের গবাদি সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া "আগার"হীন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন একদিকে নিজের সম্পদের কথা এবং অন্য দিকে ভগবানের উপদেশ মনে মনে ভাবিয়া এই "সুত্ত"টি রচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে নিজে ধনিয়ের সম্পদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া কথোপকথনের এক এক অংশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ধনিয় শিক্ষিত ছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার রচনা হইতে তাঁহার নিজের সরল গ্রাম্যভাব পদে পদে অনুভব করা যায়। এই "সুত্ত"টি সুত্তনিপাত গ্রন্থের "উরগ বগ্‌গ" বা প্রথম বর্গের দ্বিতীয় "সুত্ত"।]

ধনিয়ো গোপো— পক্কোদনো দুদ্ধ খীরোহমস্মি
অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,
ছন্না কুটি, আহিতো গিনি,
অথ চে পত্থয়সী পবস্‌স দেব ।১॥

ভাত রাঁধা রয়েছে ঘরে, দুধ দোহানো শেষ;
পরিজনের সঙ্গে আছি মহী-তীরে বেশ।
ছাউনি-করা কুটীর খানি, আগুন আছে ঘরে।
বর্ষ বৃষ্টি যত খুসি, যতক্ষণ ধরে' ॥১॥ (ধুয়া)

ভগবা— অক্কো ধনো বিগতখিলোহমস্মি
অনুতীরে মহিয়েকরত্তিবাসো,
বিবটা কুটি, নিব্বুতো গিনি,
অথ চে … … ॥২॥

ক্রোধ দ্বেষ আদি সব হয়েছে বিনাশ ;
মহী-তীরে আজি মোর একরাত্রি বাস।
নাহি কুটী, অগ্নি-তাপ নাহিক অন্তরে।
বর্ষ বৃষ্টি … … … ॥২॥

টিপ্পনী—এই সংলাপ (dialogue) রচনায় শব্দ এবং ভাব এই উভয়বিধ যোজনাতেই যে antitheses এবং pun (বিরোধ অলঙ্কারের সমাবেশে লালিকা) আছে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। "পক্কোদনো" কথার সহিত "অক্কোধনো", "দুদ্ধখীরো" (র-ল-এর অভেদে) কথার সহিত "বিগতখিলো" প্রভৃতি হইল রচনার বাহার। নিজের লোকের সহিত একত্র বাসের অর্থ "সমানবাস" ; "একরত্তি"র প্রথম অর্থ হইল এক রাত্রি, উহার দ্বিতীয় অর্থ "অল্প সময়।" অপিচ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে "দীঘরত্তং" কথাটি দীর্ঘকাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধনিয়ো গোপো— অন্ধক মকসা ন বিজ্জরে
কচ্ছে রূল্হতিণে চরন্তি গাবো,
বুট্‌ঠিম্পি সহেয্যুং আগতং,
অথ চে … … … ॥৩॥

ডাঁশ মশা আদি কিছু নাহি মোর ঘরে ;
ঘাসভরা মাঠে মোর গরুগুলি চরে ;
সইতে পারে বৃষ্টিধারা, যদি বৃষ্টি পড়ে—
বর্ষ ... ... ॥৩॥

ভগবা— বদ্ধা হি ভিসী সুসংখতা,
তিণ্ণো পারগতো বিনেয্য ওঘং,
অথো ভিসিয়া ন বিজ্জতি,
অথ চে ... ... ॥৭॥

শক্ত করে গড়েছিনু আমার তরীখান ;
উত্তীর্ণ পর পারে, এড়িয়ে স্রোতের টান।
নির্ভর নাহিক আর সে তরীর পরে।
বর্ষ ... ... ॥৪॥

টিপ্পনী—V. Fausbollএর মত পণ্ডিত "অন্ধক-মকসা"র এক সঙ্গে অর্থ করিয়াছেন ডাঁশ বা gad-fly ; কিন্তু "মশা", শব্দের উল্লেখ করেন নাই। যখন দংশক শব্দে gad-fly বা ডাঁশ অর্থ পাওয়া যায়, তখন "অন্ধক"কে "দংসক" অর্থে লওয়া কঠিন। "মকস" যে "মসক" এর বর্ণব্যত্যয়ে হইয়াছে, তাহা নির্ভুল, অথচ অত বড় সুপণ্ডিত তাহা লক্ষ্য করেন নাই। "অন্ধক" শব্দটিও পাঠের ভুল বলিয়া মনে করিতেছি ; কারণ কোন কীট অর্থে ঐ শব্দ প্রচলিত ছিল না। হয় "দংসক" স্থলে "অন্ধক" হইয়াছে ; আর না হয় মশকাদি সকল শ্রেণীর জীব বুঝাইবার জন্য "অণ্ডজমকসা" ব্যবহৃত ছিল, এবং তাহার স্থলে সিংহলের অক্ষরে

"অন্ধক" এই ভুল পাঠ চলিয়া গিয়াছে। "কচ্ছু" শব্দের ঠিক প্রাচীন অর্থ যে বিস্তৃত ক্ষেত্র, এখানে তাহাই পাইতেছি; পরবর্ত্তী সময়ের সংস্কৃতে বিলে জমি বা জলপ্রায় দেশে এই অর্থ। "রূল্হতিণে" (রূঢ়তৃণে) কথার সহিত "তিণ্ণো" (তীর্ণ) শব্দের লালিকা আছে।

ধনিয়ো গোপো— গোপী মম অস্সবা অলোলা
দীঘরত্তং সংবাসিয়া মনাপা,
তস্সা ন সুণামি কিঞ্চি পাপম্,
অথ চে ... ... ॥৫॥

গোপী মোর বশংবদা অচপল মতি;
দীর্ঘ কাল করে ঘর মনোরমা সতী।
কভু পাপ-অপবাদ কেহ নাহি করে।
বর্ষ বৃষ্টি ... ... ॥৫॥

ভগবা— চিত্তং মম অস্সবং বিমুত্তং
দীঘরত্তং পরিভাবিতং সুদন্তং;
পাপং পণ মে ন বিজ্জতি,
অথ চে ... ... ॥৬॥

চিত্ত মোর বশংবদ বিমুক্ত সতত,
বহু কাল ধরি সে যে অতীব সংযত।
প্রবেশ করে না পাপ আমার অন্তরে।
বর্ষ ... ... ॥৬॥

ধনিয়ো গোপো— অত্তবেতন ভতোহমস্মি,
পুত্তা চ মে সমানিয়া অরোগা,
তেসং ন সুণামি কিঞ্চি পাপম্,
অথ চে ... ... ॥৭॥

নিজে খেটে করি মোর অন্ন উপার্জ্জন ;
সুস্থ আছে ছেলে-পিলে ; কেহই কখন
দুর্ণাম তাদের নামে কদাপি না করে।
বর্ষ ... ... ॥৭॥

ভগবা— নাহং ভতকোস্মি কস্সচি,
নিব্বিট্‌ঠেন চরামি সব্বলোকে,
অত্থো ভতিয়া ন বিজ্জতি,
অথ চে ... ... ॥৮॥

নহি কারো ভৃত্য আমি, করি না চাতুরী ;
লভেছি যা, তাই নিয়ে সারা বিশ্ব ঘুরি ;
নাহি কিছু প্রয়োজন উপার্জ্জন তরে।
বর্ষ ... ... । ৮ ॥

ধনিয়ো গোপো— অত্থি বসা, অত্থি ধেনুপা,
গোধরণিয়ো পবেনিয়োপি অত্থি,
উসভোপি গবম্পতি চ অত্থি,
অথ চে … … ॥৯॥

আছে বড় বক্না বাছুর, আছে দোহা গাই,
আছে অনেক গাভীন্ গরু, চাষের বলদ ভাই।
গাভীদের পতিরূপে ষাঁড় মাঠে চরে।
বর্ষ … … … … ॥৯॥

ভগবা— নত্থি বসা নত্থি ধেনুপা,
গোধরণিয়ো পবেনিয়োপি নত্থি
উসভোপি গবম্পতীধ নত্থি
অথ চে … … ॥১০॥

নাহি গোরু, নাহি বাছুর, কিছুই আমার ;
নাহিরে গাভীন্ গাই, কিংবা নাহি ষাঁড়।
চাষের বলদ আদি কিছু নাহি ঘরে।
বর্ষ … … … … ॥১০॥

টিপ্পনী—"বসা" শব্দটি বৈদিক ভাষায় বড় বক্না বাছুর অর্থে এবং বাঁজা গোরু অর্থে ব্যবহৃত পাওয়া যায়। প্রথম অর্থে এখনও ওড়িশায় "বছা" শব্দ প্রচলিত আছে ; "ধেনুপা" হইল দোহা গাই, এবং "উসভ" হইল "ঋষভ" গবাং পতি ; কিন্তু "গোধরণী" এবং "পবেণী" শব্দদ্বয়ের বিচার করিতে হইতেছে,

পরিশিষ্ট

"পবেণী" হইল সংস্কৃত "প্রবেণী"র অপভ্রংশ। দীর্ঘলম্বিত কেশগুচ্ছ বা বেণীকে প্রবেণী বলে, এবং তাহা ছাড়া প্রবেণী অর্থে দল পাওয়া যায়, যেমন হস্তীর দলের নাম প্রবেণী। এখানে এই দল অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত মনে করিয়াছি। "গোধরণী" কথাটির অর্থ বাহির করা শক্ত। গো শব্দ পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত হইত। ওড়িশায় "অধরা" এবং "ধরা" শব্দ not castrated এবং castrated অর্থে ব্যবহৃত আছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ অর্থ ছিল কি?" "গোধর" শব্দ ক্ষুদ্র পর্ব্বতবিশেষের নামরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু "গোধরণী" পাওয়া যায় না। পণ্ডিত Fausboll আন্দাজে "গোধরনিয়ো পবেনিয়ো" অর্থ করিয়াছেন, "Cows in call and heifers", Childers সাহেব প্রণীত কোষগ্রন্থ দেখিয়া মনে হয় যে তিনি fit to be yoked অর্থ ভাবিয়া লইয়াছেন; কোন্ অর্থ সুসঙ্গত, তাহা পাঠকেরা বিচার করিবেন।

ধনিয়ো গোপো— খীলা নিখাতা অসম্পবেধী,
দামা মুঞ্জময়া নবা সুসন্ঠানা,
নহি সক্‌খিস্তি ধেনুপাপি ছেত্তুম্,
অথ চে ... ... ॥১১॥

রেখেছি খোঁয়াড় অতি শক্ত করে গড়ি,
মুঞ্জঘাসে পাকিয়েছি ভাল নূতন দড়ি;
গোরুতে কখন তাহা ছিঁড়িতে না পারে;
বর্ষ ... ... ॥১১॥

ভগবা—উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনানি
নাগো পূতিলতং ব দালয়িত্বা
নাহং পুন উপেস্‌সং গব্‌ভসেয্যং,
অথ চে ... ... ॥১২॥

ষাঁড়ের মত আমি যে রে ছিঁড়েছি বাঁধন,
ছিঁড়েছি গলুচ্চি-বাঁধ হাতীর মতন ;
জন্ম মম আর কভু হবে না জঠরে।
বর্ষ ... ... ॥১২॥

টিপ্পনী—"খীল" যখন "নিখাত" হইত, তখন মনে হইতেছে যে অর্গলটি মাটীতে পুঁতিবার ব্যবস্থা ছিল। হাতী বাঁধিবার পূতি লতা সম্বন্ধে টীকা পাওয়া যায় ; "তরুণা গলোচিলতা।" খুব মোটা এক রকম গলুচ্চি লতা বনে পাওয়া যায় ; হয়ত উহাই হইবে, সাধারণতঃ পূতিলতা অর্থ পুঁই।

নিন্নঞ্চ থলঞ্চ পূরয়ন্তো
মহামেঘো পাবস্‌সি তাবদেব,
সুত্বা দেবস্‌স বস্‌সতো
ইমমত্থং ধনিয়ো অভাসথ ॥১৩॥

[এই শ্লোকটি কাহারও উক্তি নহে ; বিষয়ের বর্ণনামাত্র।]

তার পর পড়ে বৃষ্টি জল-স্থল ছেয়ে,
ধনিয় শুনিয়া শব্দ কহে গীত গেয়ে,— ॥১৩॥

ধনিয়— লাভাবত নো অনপ্পকা

যে ময়ং ভগবন্তমদ্দসাম,

সরণং তং উপেম চক্খুম,

সত্থানো হোহি তুবং মহামুনি ॥১৪॥

হইল পরম লাভ, আজি শুভক্ষণ ;

ভগবান্, দেখিনু তোমায় ;

জ্ঞান-চক্ষু তুমি, তব লইনু শরণ ;

মহামুনি রাখ সবে পায় ॥১৪॥

গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা

ব্রহ্মচরিয়ং সুগতে চরামসে,

জাতি মরণস্স পারগা

দুক্খস্স অন্তকরা ভবামসে ॥১৫॥

পতি-পত্নি দোঁহে মোরা তব অনুগত,

ধর্ম্ম-পথে করিব ভ্রমণ ;

নিবারিয়ে জন্মমৃত্যু, হে দেব সুগত,

যত জ্বালা করিব মোচন ॥১৫॥

মারো পাপিমা— নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি,
উপধীহি নরস্স নন্দনা,
নহি সো নন্দতি যো নিরুপধি ॥১৬॥

মার বা শয়তান কহিতেছে,—
পুত্র লভি পুত্রবান আনন্দিত হন—
কহে মার, পাপে দিতে মতি,
আনন্দিত হয় নর লভিলে গোধন,
বিত্তহীন দুঃখ পায় অতি ॥১৬॥

ভগবা— সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি,
উপধীহি নরস্স সোচনা,
নহি সে সোচতি যো নিরূপধি ॥১৭॥

ভগবদুক্তঃ—
বাড়ে চিন্তা লভি পুত্র সম্পদ গোধন ;
চিন্তা-শোক-শূন্য ভবে বিত্তহীন জন ॥১৭॥